NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ বাংলার নারী সম্মানকে অপমানিত করেছেন রেখা পাত্র: অভিষেক

সাংবাদিক সাজিয়ে ছক ভোট লুঠের, কমিশনে শুভেন্দু ২

কলকাতা ১৮ এপ্রিল ২০২৬ ৪ বৈশাখ ১৪৩৩ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ৩০৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 18.04.2026, Vol.19, Issue No. 306, 8 Pages, Price 3.00

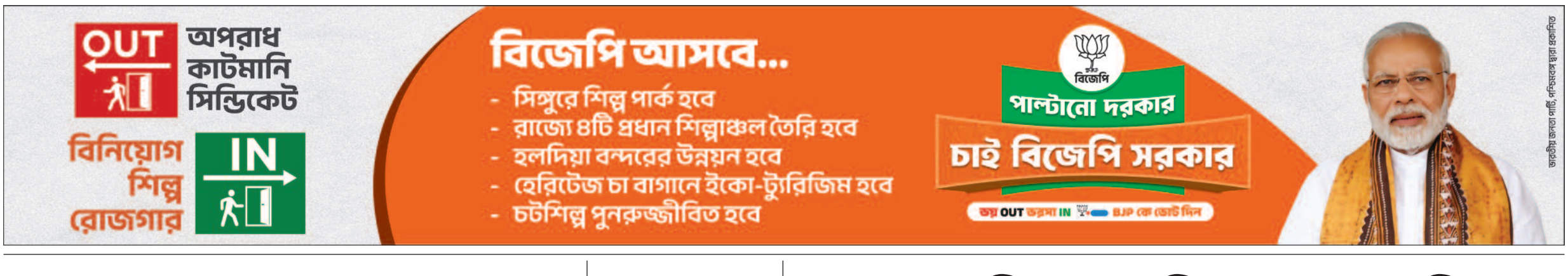

দুয়ারে আয়কর

দেবাশিস কুমারের ঠিকানায় তল্লাশি, হানা মমতার প্রস্তাবকের বাড়িতেও

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঘনিষ্ঠ' তথা ভবানীপুরের তৃণমূল প্রার্থীর প্রস্তাবক মিরাজ শাহের বাড়িতে শুক্রবার সকালে পৌঁছে যায় আয়কর দপ্তরের আধিকারিকেরা।

মমতা মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা দিতে চার ধর্মের চার ব্যক্তিকে প্রস্তাবক করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম মিরাজ। শুক্রবার রাসবিহারীর প্রার্থী, বিদায়ী বিধায়ক দেবাশিস কুমারের বাড়ি এবং শ্বশুরবাড়িতে আয়কর হানার মাঝেই এলগিন রোডে মিরাজের বাড়িতেও আইটি অভিযান শুরু হয়। শাসকদলের অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে ইডিকে কাজে লাগিয়েছে বিজেপি। এ ভাবে ভোটে জিততে চায় তারা। আয়কর সূত্রের দাবি, জমি সংক্রান্ত লেনদেন আর ব্যবসায়িক সূত্রের হিসেব মেলাতে নথি দেখা হচ্ছে। বিধায়ক তখন বাড়িতেই ছিলেন। বাইরে তৃণমূল কর্মীরা জড়ো হয়ে স্লোগান দেন, 'ফাইল চুরি হচ্ছে কেন, স্বপন দাশগুপ্ত জবাব দাও!' পরিস্থিতি সামলাতে নামে কেন্দ্রীয় বাহিনী। তৃণমূলের এক কর্মীর কথায়, 'ভোটের আগে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তল্লাশি।' বিজেপি প্রার্থী স্বপন দাশগুপ্তের পাল্টা, 'আইন নিজের পথে চলবে। কারও বাড়ি পবিত্র নয়।'

গত ৮ এপ্রিল ভবানীপুরের তৃণমূল প্রার্থী মমতা মনোনয়ন জমা দেন। সর্বধর্মের সমন্বয়ের বার্তা দিতে সে দিন মমতার সঙ্গে ছিলেন অভিনেত্রী তথা তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ কোয়েল মল্লিকের স্বামী প্রযোজক নিসপাল সিং রানে। এ ছাড়া ছিলেন শিক্ষাবিদ মিরাজ, মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের স্ত্রী ইসমত হাকিম এবং ৭১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি বাবলু সিংহ। মিরাজ ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য। এলাকায় যথেষ্ট নামডাক রয়েছে তাঁর। তাঁর বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দা মিরাজকে প্রস্তাবক হতে বলেছিলেন মমতা। পত্রপাঠ মিরাজ রাজিও হন। মমতার মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে হাজিরও ছিলেন তিনি।

শুক্রবার কলকাতার বেশ কয়েকটি জায়গায় আয়কর হানার খবর আসে। তার মধ্যে রয়েছে সল্টলেক, মিডলটন স্ট্রিটের মতো 'গুরুত্বপূর্ণ এলাকা'। কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নিরাপত্তায় ওই সব জায়গায় তল্লাশি চলে। তল্লাশি চলে তৃণমূল বিধায়ক দেবাশিসের বাড়িতেও। আগে তাঁকে ইডি-ও ডেকে পাঠিয়েছিল। শুক্রবার রাজনৈতিক সভা থেকে কেন্দ্রীয় সংস্থার অভিযানের বিরুদ্ধে সরব হন মমতা। তৃণমূলনেত্রীর অভিযোগ, বিধানসভা নির্বাচনের মুখে ভোটস্বার্থে কেন্দ্রীয় সংস্থা থেকে নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়েছে বিজেপি। তিনি বলেন, 'এখানে বিজেপির বড় নেতা জেড প্লাস নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সব হরিদাস! এক এক জন ২০-২৫টা সেন্ট্রাল ফোর্স নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। বাড়ি থেকে বেরোলে কেউ তাকিয়েও দেখে না এদের। এরা গুন্ডামি করছে সেন্ট্রাল ফোর্সকে সঙ্গে নিয়ে। তাদের কিন্তু নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে না, শুধু তৃণমূলেরই হয়।' তিনি আরও বলেন, 'ক'টা বিজেপির বাড়ি তল্লাশি হয়েছে, আমি জানতে চাই।'

'কাপুরুষের মতো তল্লাশি'

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গ সফর সেরে দমদমে নির্বাচনী প্রচারে নামলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দমদম সেন্ট্রাল জেলের ময়দানে তৃণমূল প্রার্থী ব্রাত্য বসুর সমর্থনে জনসভা থেকে একাধিক ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ শানান তিনি। তৃণমূল প্রার্থী দেবাশিস কুমারের বাড়িতে আয়কর হানার ঘটনায় সরব হয়ে মমতা বলেন, এই ধরনের পদক্ষেপের ফলে প্রার্থীর প্রচারে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, 'প্রার্থী প্রচার করবেন কখন? এখন আটকে রাখা মানে তাঁর একটা গোটা দিন নষ্ট করা।' কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করে বিরোধীদের চাপে রাখার চেষ্টা হচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি।

'টুকরো করছে দেশটাকে'

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভায় পেশ হয়েছে আসন পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশন বিল। মহিলা সংরক্ষণ বিলের সঙ্গে আসন পুনর্বিন্যাসের তৎপরতা নিয়ে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে সরব তৃণমূল সুপ্রিমো। নির্বাচনী জনসভা থেকে ফের একবার রাজ্য ভাগের আশঙ্কা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনি বলেন, 'টুকরো টুকরো করে দিয়েছে দেশটাকে। একদিন দেখবেন কোচবিহারটাই হারিয়ে গিয়েছে।' কোচবিহারের ঘোকসাডাঙ্গার ছোটশিমূলগুড়ি গ্রাউন্ডের সভা থেকে বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তৃণমূল নেত্রী।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, এই বিলের মাধ্যমেই বিজেপি আসলে উত্তরবঙ্গকে মূল রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনআরসি করে ভোটারদের নাম কাটার চক্রান্ত

করছে। মমতার প্রশ্ন, '৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ বিল তো অনেক দিন ধরে পড়ে রয়েছে। তার সঙ্গে জনবিন্যাস কেন করছো? বাংলাকে ভাগ করার চক্রান্ত করছো?' তৃণমূল সুপ্রিমো স্পষ্ট জানান, 'আজকে আমি যখন এখানে সভা করছি, তখন ডিলিমিটেশন বিল নিয়ে এসেছে। তার জন্য আমাকে নির্বাচন ছেড়ে ২১ জন সাংসদকে পাঠাতে হয়েছে লোকসভায়। নিজেরা জানে হারবে, ৫৪১ সিট আছে, তাই ওটা ৮৫০-র কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার জন্য টুকরো টুকরো করছে দেশটাকে। একদিন দেখবেন কোচবিহারটাই হারিয়ে গিয়েছে। উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং, শিলিগুড়িটাই হারিয়ে গিয়েছে। এদের লজ্জা, ঘৃণা, ভয় নেই।'

শুক্রবার কোচবিহারে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে রাসমেলা ময়দানে জনসভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই সভামঞ্চ থেকে বিজেপিকে আক্রমণ করেন তিনি। বলেন, 'কালো টাকার হুন্ডি নিয়ে বাংলায় বসে আছে। আর আমার প্রার্থীর বাড়ি, পার্টি অফিসে তল্লাশি করছে। আমার বিমানেও তল্লাশি করতে গিয়েছিল। নির্লজ্জ, বেহায়া, সামনাসামনি লড়াই করতে পারে না। ভীতু, কাপুরুষ।' ভোটবাক্সে মানুষ জবাব দেবেন বলেই 'আত্মবিশ্বাসী' তৃণমূলনেত্রী। বিজেপির বিরুদ্ধে বারবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে কাজে লাগিয়ে তৃণমূলকে বিপাকে ফেলার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। এভাবে ভোটের মুখে শাসক শিবিরকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা চলছে বলেই দাবি মমতার।

সিপি বদল

■ বিধান নগরের পুলিশ কমিশনারকে সরিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। আইপিএস অফিসার ত্রিপুরারি অথর্বাকে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার পদে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। এই বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ১৮ এপ্রিল সকাল ১১টার মধ্যে কমিশনের নির্দেশ কার্যকর করতে হবে।

অনড় বিরোধিতায় বঞ্চিত মোদীর 'নারী শক্তি বন্দন'

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল: মহিলা সংরক্ষণ এবং লোকসভায় আসনবৃদ্ধি সংক্রান্ত ১৩১তম সংবিধান সংশোধনী বিল লোকসভায় ভোটাভুটি পাশ করাতে পারল না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার। দু'দিনের বিতর্ক-পর্ব শেষে শুক্রবার বিকেলে বিল নিয়ে ভোটাভুটি হয়। বিলের পক্ষে পড়ে ২৯৮ টি ভোট। বিপক্ষে ২৩০টি। মোট ৫২৮ জন সাংসদ ভোটাভুটিতে অংশ নেন। সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিল পাশের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন। তা পেতে ব্যর্থ হয়েছে মোদী সরকার।

বিরোধীদের মনোভাব আঁচ করে ভোটাভুটির আগে সরকার

পক্ষের শেষ বক্তা অমিত শাহ সরাসরি বিরোধীদের 'মহিলা বিরোধী' বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। সেই সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির যুক্তি দিয়ে সংসদ সংখ্যা বাড়ানোর জোরদার সওয়ালও করেন। শাহ বলেন, 'এমন লোকসভা আসন আছে, যেখানে ভোটারের সংখ্যা ৪৮ লক্ষ। কী ভাবে সেখানকার সাংসদের ভোটদাতাদের প্রত্যাশা পূরণ করবেন?' বিরোধীদের উদ্দেশে আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমাদের উপর ভরসা রাখুন। বিল পাশ করতে দিন।'

মমতার আপত্তি

■ সংসদে মহিলা সংরক্ষণ বিল পেশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বিরোধীদের অভিযোগ, মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ সংক্রান্ত সংশোধনী বিলকে সামনে এনে আসলে লোকসভার আসন বাড়াতে সক্রিয় হয়েছে বিজেপি। গত কয়েক দিন ধরেই কেন্দ্রের এই বিল নিয়ে বিতর্ক চলছে। মমতা এদিন দমদমের সভা থেকে জানান, মহিলা সংরক্ষণ বিল তাঁরা সমর্থন করবেন। কিন্তু তার সঙ্গে অন্য কোনও বিল আনা হলে সমর্থন করা হবে না।

ট্রাম্পের মুখে মোদীর প্রশংসা

ওয়াশিংটন, ১৭ এপ্রিল: রুশ তেল কেনার ছাড়পত্র 'কেড়ে' নিয়েছেন। তারপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভূয়সী প্রশংসা শোনা গেল ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে গত মঙ্গলবার প্রায় ৪০ মিনিট ধরে ফোনে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। তারপরেই মোদীর গুণগান গাইলেন ট্রাম্প। উল্লেখ্য, রুশ তেল কেনার 'ছাড়' প্রত্যাহার করায় ভারতের সমস্যা বাড়বে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকটের আবহে। তবে সেসব নিয়ে মাথা ঘামাননি ট্রাম্প, স্রেফ বন্ধুর প্রশংসা করেছেন।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিকরা ট্রাম্পকে প্রশ্ন করেন মোদীর সঙ্গে ফোনালাপ নিয়ে। জবাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'মোদী আমার ভারতীয় বন্ধু। ওঁর সাথে আমার বেশ ভালোই কথা হয়েছে। তিনি দারুণ আছেন, ভালো কাজ করছেন। আমাদের ফোনালাপও বেশ ভালোই হয়েছে।' কী ইস্যুতে আলোচনা হয়েছে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে, সেই নিয়ে অবশ্য ট্রাম্প কিছু জানাননি।

অবশেষে খুলে গেল হরমুজ

তেহরান, ১৭ এপ্রিল: বৃহস্পতিবার ইজরায়েল ও লেবাননের মধ্যে দশদিনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর তারপরই শুক্রবার সমস্ত বাণিজ্যিক জাহাজের জন্য হরমুজ প্রণালী খুলে দিল ইরান।

এদিন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি বলেন, 'লেবাননে যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, যুদ্ধবিরতির অবশিষ্ট সময়ের জন্য হরমুজ প্রণালী সকল বাণিজ্যিক জাহাজের চলাচলের জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ঘোষণা করা হল। যা ইরানের বন্দর ও সামুদ্রিক সংস্থা কর্তৃক পূর্ব ঘোষিত পথ ধরেই চালিত হবে।'

উল্লেখ্য, ইরান যুদ্ধের মাঝেই ইজরায়েল ও লেবাননের মধ্যে শান্তি বৈঠকের ঘোষণা করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ৩৪ বছর পর হতে চলেছে দু'দেশের ঐতিহাসিক এই বৈঠক। তার আগেই ১০ দিনের যুদ্ধবিরতির ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প। এই পদক্ষেপকে শান্তি প্রক্রিয়ায় প্রথম ধাপ হিসেবে উল্লেখ করেন ট্রাম্প। যদিও এই সংঘাতে সরাসরি জড়িত ইজরায়েল বা হেজবোল্লার পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও বিবৃতি আসেনি।

এদিকে হরমুজ খোলার পর কার্যতই উৎফুল্ল ট্রাম্প। তিনি তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, 'ইরান এইমাত্র ঘোষণা করেছে হরমুজ প্রণালী সম্পূর্ণ খুলে দেওয়া হয়েছে। ধন্যবাদ!'

বাংলার নারী সম্মানকে দেশের কাছে অপমানিত করেছেন রেখা পাত্র: অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: ২০২৪ সালে বাংলার নারী সম্মানকে দেশের কাছে অপমানিত করেছে রেখা পাত্র। সাদা কাগজে সই করে যাঁরা মহিলাদের সম্মান, সম্ভ্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন তাঁকে গণতান্ত্রিকভাবে বিদায় দিন। উচিত শিক্ষা দিন। উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী আনন্দ সরকারের সমর্থনে লেবুখালি বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন মাঠে সভা করতে এসে এমনই মন্তব্য করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, এই জনসভায় বিপুল পরিমাণে মা বোনেদের ও নারী শক্তি দেখতে পাচ্ছি। তাতে একটা জিনিস আত্মবিশ্বাসী, যাঁদের পাশে নারী শক্তি থাকে তাঁদেরকে কোনও ষড়যন্ত্র হারাতে পারে না। বিপুল সংখক মানুষের উপস্থিতি দেখে অভিষেক বলেই এই তীব্র দাবদাহের মধ্যে যাঁরা সভায় এসেছেন তাঁরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েই এসেছেন। আগামী ২৯ তারিখ তাঁরা জোড়াফুলে ভোট দিয়ে চতুর্থ বারের জন্য মা মাটি মানুষের সরকার গড়বেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তৃণমূল প্রার্থীকে জেতান আগামী পাঁচ বছর উন্নয়ন করে ঋণ শোধ করব। তিনি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন ৪ তারিখের দুপুর ১২ টার পর কালকাতায় থাকবেন। আপনার সঙ্গে দেখা হবে। আমি ৪ তারিখের পর আপনাদের মুখগুলো দেখতে চাই। পরে কলকাতায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ সব কেন্দ্রের একাধিক নেতাকে আর খুঁজে পাবেন না। আমরা সারা বছর মানুষের পাশে থাকি, ভোট আসলে দিল্লির থেকে নেতারা এসে ভিড় জমান। যেভাবে হিঙ্গলগঞ্জের উন্নয়ন হয়েছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেসব প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন সেগুলো সবই রাজ্য সরকার করেছে। এই বিধানসভায় ১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে গতবারের থেকে বেশি ভোটে জেতাতে হবে। আমি এই অঞ্চলগুলোর দায়িত্ব নিলাম উন্নয়নের সব দায়িত্ব আমি কাঁধে নিলাম। বিজেপি দলটা গাঁজাখোর, চোর, বাটপারি, চিটিংবাজদের দল এদেরকে বিশ্বাস করবেন না। বাড়িতে আসলে ভোট চাইতে টাকা দিলে নিয়ে নেবেন আর ভোটের দিন তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেবেন। বাড়িতে ঝাঁটা রাখবেন, বাড়িতে এলে ঘর পবিষ্কার করিয়ে নেবেন। আগামী দিনে জল জীবন মিশনের এসব প্রকল্পের পাইপলাইন গ্রামে গ্রামে পৌঁছবে।

সাংবাদিক সাজিয়ে ছক ভোট লুঠের, কমিশনে শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের মুখে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর নিশানায় শাসকদল ও তাদের ভোট-পরামর্শদাতা সংস্থা।

কমিশনকে লেখা বার্তায় শুভেন্দুর দাবি, 'আইপ্যাক তৃণমূলের কর্মীদের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে নকল সংবাদপত্রের পরিচয়পত্র।' তাঁর অভিযোগ, 'এই ব্যক্তিরা পেশায় সাংবাদিক নন। তবুও সংবাদমাধ্যমের পরিচয়ে তাঁরা ঢুকে পড়ছে বুথ ও প্রশাসনিক কেন্দ্রে।'

শুভেন্দুর কথায়, 'এরা ছদ্মবেশী সাংবাদিক। স্থানীয় স্তরে বেআইনি কাজ করতেই এই কৌশল। সংবাদপত্রের নামে ছাড় পেয়ে ভোটারদের ভয় দেখানো বা প্রভাব খাটানোর চেষ্টা চলছে।' তাঁর আরও অভিযোগ, 'এটি তৃণমূলের পুরনো খেলা। সংবাদপত্রের পরিচয়পত্রের সুযোগ কাজে লাগিয়ে সাধারণ কর্মীদের হাতে যে চলাফেরার স্বাধীনতা নেই, সেটাই আদায় করে নেওয়া হচ্ছে।'

কমিশনের কাছে তাঁর আর্জি, 'গত কয়েক মাসে রাজ্যে যত নতুন পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছে, সব খতিয়ে দেখা হোক।' শুভেন্দুর বক্তব্য, 'শুধু নামী ও প্রতিষ্ঠিত সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকদেরই বুথের কাছে যেতে দেওয়া হোক। তাও দ্বিতীয়বার যাচাইয়ের পর।'

অন্যদিকে, ডাকযোগে ভোটের প্রক্রিয়ায় বেআইনি নাক গলানোর অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের কাছে নালিশ জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর নিশানায় কলকাতা পুলিশের এক কর্মী। শুভেন্দুর দাবি, নন্দীগ্রামের বাসিন্দা মোজারুল নামে ওই পুলিশকর্মী নিয়ম ভেঙে ভোটার তালিকা নাড়াচাড়া করছেন। এমনকি হলদিয়ার মহকুমাশাসকের দপ্তরে অন্য পুলিশকর্মীদের ডেকে পাঠিয়ে ভোট দিতে বলছেন। সঙ্গে আনতে বলছেন দপ্তরের পরিচয়পত্র ও ভোটার পরিচয়পত্র।

কমিশনকে লেখা বার্তায় শুভেন্দু অভিযোগ, 'কর্তব্যরত পুলিশের কেউ ভোটার তালিকা সামলাতে পারেন না, ভোটের কাজে সমন্বয়ও করতে পারেন না'। তাঁর আশঙ্কা, এতে উর্দিধারীদের ডাকযোগে ভোটের গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা নষ্ট হতে পারে।

পনেরো বছর ঘাসফুল জমানায় একটাও নতুন শিল্প গড়ে ওঠেনি: পবনকুমার সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গত পনেরো বছরের ঘাসফুল জমানায় একটাও নতুন শিল্প গড়ে ওঠেনি। শুক্রবার বিকেলে কাঁকিনাড়ার নফরচাঁদ জুটমিল গেটে নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনটাই বললেন ভাটপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী পবন কুমার সিং। তাঁর অভিযোগ, বাংলায় আজ বহু কারখানা অচল। তোলাবাজির কারণে অতি প্রাচীন ব্রিটানিয়া কোম্পানিও অন্য রাজ্যে চলে গেছে। নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে তিনটি জুটমিল বন্ধ করে রাখা হয়েছে। যার ফলে অনেকেই ভিন রাজ্যে দেশের বাড়িতে চলে গেছেন। অনেকে আবার পেটের তাগিদে ভিন রাজ্যে কাজে যোগ দিয়েছেন। পবনের আরও অভিযোগ, বাংলায় কাজ না থাকায় নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন। তরুণ ব্রিগেডের বিজেপি প্রার্থী পবন কুমার সিংয়ের আরও অভিযোগ, ভাটপাড়া পুর অঞ্চলের রাস্তাঘাট ও নিকাশি বেহাল দশায় পরিণত। রয়েছে পানীয় জলের সমস্যা। তাছাড়া নিয়মিত ময়লা আবর্জনা সাফাই করা হয় না। ভাটপাড়ার তৃণমূল প্রার্থীকে বিঁধে পবন বলেন, ওনাকে একবার সুযোগ দিলে নাকি মিলগুলো থেকে ঠিকাদারি প্রথা তুলে দেবেন। কিন্তু এখানকার সমস্ত মিলেই তো তৃণমূল নেতারা ঠিকাদারি চালাচ্ছেন। পবনের কথায়, সরকার তৃণমূলের। সাংসদ তৃণমূলের। ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তৃণমূলের। আবার সাতটি পুরসভার পুরপ্রধানও তৃণমূলের। তবুও তৃণমূল প্রার্থী বলছেন, উনি বিধায়ক হলে নাকি সব ঠিক করে দেবেন। পবনের দাবি, তাঁর বাবা শাসকদলের পুরপ্রধান ও বিধায়ক থাকাকালীন এখানকার জুটমিলগুলো ভালোভাবেই চলত। শ্রমিকদের স্বার্থে মালিকপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করে মিলগুলো সচল রাখতেন। কিন্তু আজ ভাটপাড়া বিধানসভার অধীনস্থ তিনটি জুটমিল বন্ধ। আর বাকি মিলগুলো ধুঁকছে। উক্ত সভায় এদিন হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক সোহন প্রসাদ চৌধুরী, ভাটপাড়া মণ্ডল-১ ও ২ সভাপতি যথাক্রমে সুমিত চক্রবর্তী ও সুরজ কুমার সিং, বর্ষীয়ান শ্রমিক নেতা ওঙ্কার নাথ সাউ, শ্রমিক নেতা বিনয় মণ্ডল, উমেশ রায় প্রমুখ।

কসবা বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী দীপু দাসের প্রচারাভিযান। ছবি: অদিতি সাহা

রাজ্যে ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা বাড়াল নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের মুখে রাজ্যে ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা বাড়াল নির্বাচন কমিশন। নতুন করে ৪৬৬০টি সহায়ক ভোটকেন্দ্র তৈরি করায় পশ্চিমবঙ্গে মোট বুথের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৮৫ হাজার ৩৭৯। কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে, ভোটারদের সুবিধার্থেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যাতে কোনও বুথে অতিরিক্ত ভিড় বা চাপ না পড়ে। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, প্রতিটি অতিরিক্ত বুথে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো নিশ্চিত করতে হবে। বিদ্যুৎ পরিষেবা, শৌচালয় এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যাতে ভোটারদের কোনও সমস্যায় পড়তে না হয়।

নতুন করে ৪৬৬০টি সহায়ক ভোটকেন্দ্র তৈরি করায় পশ্চিমবঙ্গে মোট বুথের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৮৫ হাজার ৩৭৯।

গত ৪ এপ্রিল কমিশন ভোটকেন্দ্র বৃদ্ধি ও সহায়ক বুথ তৈরির প্রস্তাব অনুমোদন করেছিল। এবার তা কার্যকর করা হল। যেসব বুথে ভোটারের সংখ্যা ১২০০ ছাড়িয়েছে, সেখানেই নতুন সহায়ক বুথ তৈরি করা হচ্ছে। প্রথম দফার ভোটগ্রহণ হবে ২৩ এপ্রিল। ওই দফায় মোট বুথের সংখ্যা ৪৪ হাজার ৩৭৮। এর মধ্যে প্রধান বুথ রয়েছে ৪১ হাজার ৪১৮টি এবং সহায়ক বুথ ২৯৬০টি। মোট ১৫২টি কেন্দ্রে এই দফায় ভোটগ্রহণ হবে। দ্বিতীয় দফায় বুথের সংখ্যা থাকছে ৪১ হাজার ১টি। তার মধ্যে প্রধান বুথ ৩৯ হাজার ৩০১টি এবং সহায়ক বুথ ১৭০০টি। এদিকে, কিছু বুথের ঠিকানাও পরিবর্তন করা হয়েছে বলে কমিশন জানিয়েছে। সেই পরিবর্তনের তথ্য সংশ্লিষ্ট এলাকায় ব্যাপক ভাবে প্রচার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে লিখিত ভাবে নতুন বুথ সংক্রান্ত তথ্য জানিয়ে দিতে বলা হয়েছে কমিশনের তরফে।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সে অক্ষয় তৃতীয়া অফার

কলকাতা: পৌরাণিক মতে অক্ষয় তৃতীয়া দিনটিকে অত্যন্ত শুভ দিন হিসেবে গণ্য করা হয়। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে এই দিনটি পালিত হয়। প্রতিবছরের মতো এবারও শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উদযাপন হচ্ছে। এই সময় সমস্ত গ্রাহকদের জন্য থাকছে বিশেষ অফার, সঙ্গে সোনা, হীরে ও রুপোর গয়নার নতুনত্ব ও অভিনব সম্ভার থেকে নিজেদের পছন্দসই গয়না কিনে উৎসব উদযাপনের সুযোগ। প্রতি কেনাকেটার সঙ্গে নিশ্চিত উপহার থাকবে। সোনার গয়নার প্রতি গ্রাম মজুরিতে ৬৭৫ টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে ১০০ শতাংশ ছাড়। 'সিলভার এক্সপ্রেশনস' রুপোর গয়নার মূল্যে ১০ শতাংশ ছাড়। এছাড়া মেগা ড্রতে- ১ টি ডায়মন্ড নেকলেস ও ৩ টি ডায়মন্ড নেকচেইন থাকছে।

মহারাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে মউ চুক্তি

কলকাতা: কলকাতার শ্যাম স্টিল চন্দ্রপুর জেলায় একটি বৃহৎ উৎপাদন কারখানা তৈরির জন্য মহারাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে একটি মউ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই প্রকল্পে ১০,১১৫ কোটি টাকার একটি বিনিয়োগ করা হবে, যা রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে একটি বড় অগ্রগতি আনবে। প্রস্তাবিত এই কারখানাটি ৮,০০০-এরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা আঞ্চলিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং জীবিকা সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের উপস্থিতিতে এই মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ড. পি অনবলাগন (ইন্ডাস্ট্রিজ, ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড সার্ভিস), পুরুষোত্তম বেরিওয়ালা, ডিরেক্টর, শ্যামস্টিল-সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

স্লোগানে সরগরম শিবপুর, ভোটের মাঠে শান্তির ডাক রুদ্রনীলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: প্রচারে নেমে শুক্রবার শিবপুরে তৃণমূলের 'জয় বাংলা' ধ্বনির মুখে পড়লেন রুদ্রনীল ঘোষ। মুহূর্তেই পাল্টা দিলেন, কেন 'জয় বাংলা' বলতেই হবে? আমরা বলব 'জয় ভারত'। মাঠ গরম হতেই তাঁর সতর্কবার্তা, আগুন নিয়ে খেলবেন না, ক্ষতি আপনাদেরই হবে। তাঁর অভিযোগ, ইচ্ছে করে ঝামেলা বাঁধিয়ে ভোট ভণ্ডুল করার চেষ্টা চলছে। ওরা চাইছে রক্ত ঝরুক, যাতে ভোটই না হয়, সোজাসাপটা দাবি রুদ্রনীলের। একই সঙ্গে স্থানীয়দের বললেন, নিজেদের মধ্যে বিভাজন টানবেন না, একসঙ্গে থাকুন। কর্মসংস্থানের প্রসঙ্গ তুলে তিনি প্রশ্ন ছোঁড়েন, কাজ না থাকায় ছেলেমেয়েরা বাইরে যাচ্ছে। এটা কি স্বাভাবিক? চাকরি দুর্নীতির ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, প্রতিশ্রুতি অনেক, ফল শূন্য। রাজনীতি করতে গিয়ে কেউ জেলে গেলে কষ্ট পায় তার পরিবারই, সংযমের বার্তা তাঁর গলায়। ঘটনাস্থলে এক বাসিন্দার ক্ষোভ, শান্তি চাই, স্লোগানে উত্তেজনা ভালো লাগে না। আরেকজনের মন্তব্য, কাজের সুযোগ থাকলে কেউ বাইরে যাবে না, সেটাই আসল কথা। স্লোগান, কাজের অভাব, চাকরি কেলেঙ্কারি; সব ছুঁয়ে শেষমেশ শান্তির আর্জিই জানালেন রুদ্রনীল। ভোটের আগে শিবপুরে উত্তাপ বাড়িয়ে দিল এই ঘটনা।

নন্দীগ্রামে বোমা আতঙ্ক, পালটা চাপানউতোরে তপ্ত ভোটমাঠ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নন্দীগ্রাম: ভোটের মুখে ফের অশান্তির ছায়া নন্দীগ্রামে। গভীর রাতে বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে দাউদপুরের নয়নান গ্রাম। অভিযোগ, বিজেপি নেতা আব্বাস বেগের বাড়ি লক্ষ্য করেই এই হামলা। আব্বাসের দাবি, রাতের অন্ধকারে দরজার সামনে বোমা ফাটানো হয়। আমরা বাইরে বেরোতেই আরও বোমা ছুঁড়ে পালায় ওরা। তাঁর অভিযোগের তির সরাসরি তৃণমূল নেতা শেখ সুফিয়ান ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের দিকে। তিনি বলেন, রাজনীতি করার জন্যই আমাকে বারবার হুমকি দেওয়া হচ্ছিল, এটা তারই পরিণতি। ঘটনার পর এলাকায় পৌঁছয় পুলিশ, উদ্ধার হয় অবিস্ফোরিত বোমা। যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন সুফিয়ান। তাঁর কথায়, এই ঘটনার সঙ্গে আমাদের কোনও যোগ নেই। ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় তদন্তের দাবি তুলেছে বিজেপি শিবির। এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, ভোটের আগে এমন ঘটনা ভয়ের পরিবেশ তৈরি করছে। সব মিলিয়ে, নির্বাচনের প্রাক্কালে নন্দীগ্রামে ফের উত্তেজনা বাড়ল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, **RIYA KETAN SHAH** D/O KETAN MANHARLAL SHAH R/O 22, GOPAL BANERJEE STREET, KOLKATA-25 HAVE CHANGED MY NAME TO RIYA SHAH

বিজ্ঞপ্তি

ইন দি কোর্ট অফ লারনেড ডিস্ট্রিক্ট এ্যান্ড সেশান জজ, হুগলী, চুঁচুড়া।
এম.জে.সি. কেস নং- ৮৬/২০২৫
মৃণাল কান্তি ধর .... আবেদনকারী।
এতদ্বারা সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি নাবালক **ইন্দ্রদীপ ধর**, পিতা- মৃণাল কান্তি ধর, সাকিম- ফুলপুকুর, শীলগলি, ভিটিসি, হুগলী-চুঁচুড়া, পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী পিন-৭১২১০১ পশ্চিমবঙ্গ, মহাশয়ের হইতেছে এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষনের ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে তাহার পিতা **মৃণাল কান্তি ধর**, পিতা- মনিন্দ্র ধর, ফুলপুকুর শীলগলি পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১২১০১ নিম্ন লিখিত তপশীল সম্পত্তি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উপরিউক্ত ডিস্ট্রিক্ট এবং সেশান জজ হুগলী সদর কোর্টে উপরিউক্ত মোকর্দ্দমা আইন এ্যাক্ট, VIII (২) হিন্দু মাইনরিটি এ্যান্ড গার্জেনশিপ এ্যাক্টে করছেন। উক্ত মামলার সম্পর্কে যুক্ত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগনের কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে জানাইতে হইবে। অন্যথায় মহামান্য আদালতে উক্ত মামলায় একতরফা শুনানী করিয়া যথাবিহিত আদেশ দিবেন।
।। তপশীল সম্পত্তি ।।
জেলা ও সাবরেজিস্ট্রি অফিস হুগলী, থানা- চুঁচুড়ার সামিল, হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভার ১৮নং আদায় বিভাগের ছাতাগলি রোড মহল্লায় ৩৫/২৪/৩৭০, ৩৪/২৩/৩৬৯, ৩৯/২৭/৩৭২ নম্বর হোল্ডিং ভুক্ত জে.এল.নং-২০, চুঁচুড়া মৌজায় অবস্থিত রায়ত স্থিতিবান স্বত্বীয় আর.এস. ২৭৩৩নং খতিয়ান ও হাল এল.আর. ১২৫৫৫ নম্বর খতিয়ান ভুক্ত:- আর.এস. ১৭২৩ সতেরোশত তেইশ নম্বর দাগ হাল এল.আর. ৩২৬৫ তিন হাজার দুইশত পঁয়ষট্টি নং দাগে শুনা জমি ১৲ আনায় ০.৫৫৪ একর সম্পত্তির মধ্যে ২ দুই কাঠা ০২ দুই ছটাক বা ০.০৩৫ একর, যাহার মধ্যে হারাহারি ১/২ অংশে ১ এক কাঠা ০১ এক ছটাক ০.০১৭৫ শতক পরিমিত সম্পত্তি অত্র সহ সকলপ্রকার ইজমেন্ট রাইটাদি।
রাখী দাস
উকিলবাবুর স্বাক্ষর
অনুমত্যানুসারে
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী (সেরেস্তাদার)
Chief Administrative Officer,
District Judge's Court,
Hooghly, 19-03-26

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 06/12/2025, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 11613 নং এফিডেভিড বলে আমি Amit Dey S/o. Late Mukul Dey, সাং পহলামপুর, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২২২৩, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার জন্ম সার্টিফিকেটে (being Regn. no. Sing-II/551/15, dtd. 16/11/2015) আমার/কন্যার পিতার সঠিক নাম Amit Dey-এর পরিবর্তে Amit De, আমার স্ত্রী/কন্যার মাতার সঠিক নাম Monimala Dey-এর পরিবর্তে Monimala De এবং আমার কন্যার সঠিক নাম Samadrita Dey-এর পরিবর্তে Samadrita De লিপিবদ্ধ আছে। আমি/কন্যার পিতা Amit Dey ও Amit De একই ব্যক্তি, আমার স্ত্রী/কন্যার মাতা Monimala Dey ও Monimala De একই ব্যক্তি এবং আমার কন্যা Samadrita Dey ও Samadrita De সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি/ হইয়াছে।

গত 17/04/2026, নোটারী পাবলিক, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে 124 নং এফিডেভিট বলে আমি Sruti Majumdar (old name) D/o. Ujjal Majumdar, R/o. 24/N, Raja K. L. Goswami Street, Serampore, Hooghly-712201, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sruti Majumdar নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Mayuri Majumdar (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Mayuri Majumdar & Sruti Majumdar D/o. Ujjal Majumdar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 25/02/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 6414 নং এফিডেভিড বলে আমি Ranajit Malik S/o. Naku Malik, সাং বীরপুর, বালিদহ, গুড়াপ, হুগলী-৭১২৩০৩, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Subhojit Malik) জন্ম সার্টিফিকেটে (being Regn. no. B-2019: 19-02873-001350, dtd. 27/11/2019) আমার/পুত্রের পিতার সঠিক নাম Ranajit Malik-এর পরিবর্তে Ranjit Malik এবং আমার রেশন কার্ডে Ranajit Malik-এর পরিবর্তে Ranjit Malik লিপিবদ্ধ আছে। আমি Ranajit Malik ও Ranjit Malik S/o. Naku Malik, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 01/04/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 8622 নং এফিডেভিড বলে আমি Sumita Malik W/o. Ranajit Malik, সাং বীরপুর, বালিদহ, গুড়াপ, হুগলী-৭১২৩০৩, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Subhojit Malik) জন্ম সার্টিফিকেটে (being Regn. no. B-2019: 19-02873-001350, dtd. 27/11/2019) আমার/পুত্রের মাতার সঠিক নাম Sumita Malik-এর পরিবর্তে Sumita Malik Khetrapal লিপিবদ্ধ আছে। আমি Sumita Malik ও Sumita Malik Khetrapal W/o. Ranajit Malik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতী অনিতা ঝাঁ স্বামী কৃষ্ণ নন্দ ঝাঁ সাং ২৬ চম্পা রোড, পোঃ রিষড়া, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী। বিগত ইং ২০২৪ সালে চন্দননগর সাব রেজিস্ট্রিকৃত ৪০১১০৪ নং সাব বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে মৌজা- বিঘাটী, জে.এল নং – ২১৪, এল.আর খতিয়ান ৬০৮ নং খতিয়ানভুক্ত এল.আর.৪১৫২ নং দাগে ১ কাঠা কলা বাগান বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে ক্ষরিদ করিয়াছেন। যাহার বিক্রেতা মালতী শঙ্কর মান্না, সঙ্গীতা শঙ্কর মান্না, সুপর্ণা শঙ্কর মান্না। উক্ত দলিলে মালতী মান্না দীং ধীরাজ কুমার সিং পিতা শিউনারায়ণ সিং কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন যাহার নং I– ১৪১ তাং ১৭.০১.২০২৪, যাহা এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর অফিসে রেজিস্ট্রি হয়। উক্ত আমমোক্তারটি অদ্যাবধি বলবৎ রহিয়াছে। উক্ত দলিলের নাম পরিবর্তন হইবে। কাহার কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এবং এল.আরও অফিসে আপত্তি দাখিল করিবেন।
Sk Samiruddin, Advocate

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী ডল্লু কুমার সিং পিতা ৺রাম বদন সিং সাং ২৬ চম্পা খাল লেন, পোঃ রিষড়া, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী। বিগত ইং ২০২৪ সালে চন্দননগর সাব রেজিস্ট্রিকৃত ৪০১১০২ নং সাব বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে মৌজা- বিঘাটী, জে.এল.নং – ২১৪, এল.আর খতিয়ান ৬০৮ নং খতিয়ানভুক্ত এল.আর.৪১৫২ নং দাগে ১ কাঠা কলা বাগান বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে ক্ষরিদ করিয়াছেন। যাহার বিক্রেতা মালতী শঙ্কর মান্না, সঙ্গীতা শঙ্কর মান্না, সুপর্ণা শঙ্কর মান্না। উক্ত দলিলে মালতী মান্না দীং ধীরাজ কুমার সিং পিতা শিউনারায়ণ সিং কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন যাহার নং I-১৪১ তাং ১৭.০১.২০২৪, যাহা এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর অফিসে রেজিস্ট্রি হয়। উক্ত আমমোক্তারটি অদ্যাবধি বলবৎ রহিয়াছে। উক্ত দলিলের নাম পরিবর্তন হইবে। কাহার কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এবং এল.আরও অফিসে আপত্তি দাখিল করিবেন।-
Sk Samiruddin, Advocate

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী পঞ্চা যাদব পিতা ৺পুন্দেব যাদব সাং বি. দে. রোড, বারদ্বারী, পোঃ চুঁচুড়া, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী। বিগত ইং ২০২৪ সালে চন্দননগর সাব রেজিস্ট্রিকৃত ৪০১১০৫ নং সাব বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে মৌজা- বিঘাটী, জে এল নং – ২১৪, এল.আর খতিয়ান ৬০৮ নং খতিয়ানভুক্ত এল.আর.৪১৫২ নং দাগে ১ কাঠা ৭ ছটাক বা ০.০২৩ সহঃ কলা বাগান বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে ক্ষরিদ করিয়াছেন। যাহার বিক্রেতা মালতী শঙ্কর মান্না, সঙ্গীতা শঙ্কর মান্না, সুপর্ণা শঙ্কর মান্না। উক্ত দলিলে মালতী মান্না দীং ধীরাজ কুমার সিং পিতা শিউনারায়ণ সিং কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন যাহার নং I-১৪১ তাং ১৭.০১.২০২৪, যাহা এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর অফিসে রেজিস্ট্রি হয়। উক্ত আমমোক্তারটি অদ্যাবধি বলবৎ রহিয়াছে। উক্ত দলিলের নাম পরিবর্তন হইবে। কাহার কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এবং এল.আরও অফিসে আপত্তি দাখিল করিবেন।
Sk Samiruddin, Advocate

বিজ্ঞপ্তি

ইন দি কোর্ট অফ লারনেড ডিস্ট্রিক্ট এ্যান্ড সেশান জজ, হুগলী, চুঁচুড়া।
এম.জে.সি. কেস নং- ৮৫/২০২৫
মলয় কিশোর ধর ..... আবেদনকারী।
এতদ্বারা সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে জানানো যাইতেছে যে- নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি নাবালক **মনোময় ধর**, পিতা- মলয় কিশোর ধর, সাকিম ফুলপুকুর শীলগলি, ভিটিসি, হুগলী-চুঁচুড়া, পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী পিন- ৭১২১০১ পশ্চিমবঙ্গ, মহাশয়ের হইতেছে এবং তাহার রক্ষনাবেক্ষনের ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে তাহার পিতা **মলয় কিশোর ধর**, পিতা- মনিন্দ্রনাথ ধর, ফুলপুকুর শীলগলি পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ পিন- ৭১২১০১ নিম্নলিখিত তপশীল সম্পত্তি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উপরিউক্ত ডিস্ট্রিক্ট এবং সেশান জজ হুগলী সদর কোর্টে উপরিউক্ত মোকর্দ্দমা আইন এ্যাক্ট VIII (২) হিন্দু মাইনরিটি এ্যান্ড গার্জেনশীপ এ্যাক্ট করেছেন। উক্ত মামলা সম্পর্কে যুক্ত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগনের কোনরূপ আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে জানাইতে হইবে। অন্যথায় মহামান্য আদালতে উক্ত মামলায় একতরফা শুনানী করিয়া যথাবিহিত আদেশ দিবেন।
।। তপশীল সম্পত্তি (এ) ।।
জেলা ও সাবরেজিস্ট্রি অফিস হুগলী, থানা চুঁচুড়ার সামিল, হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভার ১৮নং আদায় বিভাগের ছাতাগলি রোড মহল্লায় ৩৫/২৪/৩৭০, ৩৪/২৩/৩৬৯, ৩৯/২৭/৩৭২ নম্বর হোল্ডিং ভুক্ত জে.এল.নং ২০, চুঁচুড়া মৌজায় অবস্থিত রায়ত স্থিতিবান স্বত্বীয় আর.এস. ২৭৩৩ নং খতিয়ান ও হাল এল.আর. ১২৫৫৫ নম্বর খতিয়ান ভুক্ত:- আর.এস. ১৭২৩ সতেরোশত তেইশ নম্বর দাগ হাল এল.আর. ৩২৬৫ তিন হাজার দুইশত পয়ষট্টি নম্বর দাগে শুনা জমি ১৲ আনায় ০.৫৫৪ একর সম্পত্তির মধ্যে ২ দুই কাঠা ০২ দুই ছটাক বা ০.০৩৫ একর যাহার মধ্যে হারাহারি ১/২ অংশে ১ এক কাঠা ০১ এক ছটাক ০.০১৭৫ শতক পরিমিত সম্পত্তি অত্র সহ সকলপ্রকার ইজমেন্ট রাইটাদি।
।। তফসীল সম্পত্তি (বি) ।।
জেলা ও সাবরেজিস্ট্রি অফিস হুগলী থানা চুঁচুড়ার সামিল হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভার এলাকাধীন ২৭নং ওয়ার্ডের মাঝের রাস্তা মহল্লায় ৪১/৪৪/৬৮ নম্বর হোল্ডিং ভুক্ত ২১নং জে.এল. উত্তর চন্দননগর মৌজায় অবস্থিত হাল এল.আর ২৯৮ নম্বর খতিয়ান ভুক্ত :- আর.এস. ৯১৫(নয়শত পনের)নং দাগ তথা এল.আর. ২২৩৮(দুই হাজার দুইশত আটত্রিশ) নম্বর দাগে বাস্তু জমির পরিমান মাপ সুরত ০.০১৬(শূন্য দশমিক শূন্য এক ছয়) একর যাহার মধ্যে হারাহারি ১/২ অংশে ০.০৮ একর অত্র সহ সর্বপ্রকার ইজমেন্ট রাইট।
রাখী দাস
উকিলবাবুর স্বাক্ষর
অনুমত্যানুসারে
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী (সেরেস্তাদার)
Chief Administrative Officer,
District Judge's Court,
Hooghly, 19-03-26

গণবিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল **শর্মিলা মালো পাড়ুই**, ঠিকানা মৌজা-সপ্তগ্রাম, জে.এল. নং-৪৪, আর.এস দাগ নং-২১৭, এল আর. দাগ নং-৬৬, খতিয়ান নং – ৭২৬, বর্তমান সপ্তগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে, থানা -মগরা, এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী অবস্থিত অকৃষি ০১ (এক) কাঠা ০৩ (তিন) ছিটাক ২৭ (সাতাশ) বর্গ ফুট জমির মালিক হয়েছেন। উক্ত সম্পত্তি তিনি এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং-I এ লিপিবদ্ধ ২০১৩ সালের ৮১৯২ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে খরিদ করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি পূর্ববর্তী চেইন দলিল অর্থাৎ এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং-I, সিডি ভলিউম নং-৯, পৃষ্ঠা নং ৩১৬৮ হইতে ৩১৬৯ -এ নথিভুক্ত ২০১৩ সালের ০০২৯৮ নং দানপত্র দলিল, তাহা উক্ত মালিকের হেফাজত হইতে ২২.০৩.২০২৬ তারিখ হারিয়ে গিয়াছে। তৎক্রমিকে মগরা থানায় একটি জেনারেল ডায়েরি নথিভুক্ত করা হয়েছে, যাহার জিডি এন্ট্রি নং ০০৩৪, তারিখ ৩১.০৩.২০২৬। অতএব, কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উক্ত সম্পত্তি বা উক্ত দলিল সম্পর্কে যদি কোনরূপ অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, দাবি, আপত্তি বা দখল থাকে, তবে তাহারা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে যথাযথ প্রমাণসহ নিম্নস্বাক্ষরকারী অ্যাডভোকেটের নিকট জানাইতে পারেন। উক্ত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোনরূপ দাবি বা আপত্তি উত্থাপিত না হইলে, পরবর্তীতে আর কোন দাবি বা আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না এবং উক্ত সম্পত্তি সমস্ত প্রকার দায়, বন্ধক, চার্জ ও জটিলতামুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। সেক্ষেত্রে উক্ত মালিক উক্ত সম্পত্তি কোনরূপ বাধা বা আপত্তি ব্যতিরেকে যেকোন আইনানুগভাবে বিক্রয়, যেকোন অনুকূল প্রতিষ্ঠানের নিকট দানপত্র বা অন্য যেকোন প্রকারে হস্তান্তর, বন্ধক বা চার্জ সৃষ্টি করিবার পূর্ণ অধিকারী থাকিবেন।
অ্যাডভোকেট প্রণয়ন চন্দ্র,
ঠিকানা: ১৭৩, বসুর আভিনিউ, ব্লক – সি, কলকাতা-৭০০০৫৫। যোগাযোগ নম্বর: ৯৮৭৪৭৪৭০৮১, ইমেল আইডি: instalegalservices@gmail.com

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবর্ণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৮৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৮ই এপ্রিল। ৪ঠা বৈশাখ। শনি বার। শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি। জন্মে মেষ রাশি, কৃত্তিকা নক্ষত্র, অষ্টোত্তরী শুক্র ও বিংশোত্তোরী কেতুর মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : J / k নামের মানুষের থেকে উপকৃত হবেন। দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। P নামের মানুষের থেকে যে ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : S/ N নামের মানুষের থেকে উপকৃত হবেন। জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : পরিবারের স্বজনদের চক্ষু শূল । সময় নেওয়া ভালো ।অতীব সুখ থাকছে। কথা বলতে আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : অর্থ সম্পর্কীয় শুভ ।বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : ঈশ্বর আপনার পাশে। পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(আজ বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষের প্রয়াণ দিবস।
বিশ্ব হেরিটেজ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৮ এপ্রিল ২০২৬, ৪ বৈশাখ ১৪৩৩ শনিবার

দ্বিতীয় দফার প্রশিক্ষণ শুরু

■ দরজায় কড়া নাড়ছে ভোট। ২৩ এপ্রিল রাজ্যে প্রথম দফার লড়াই। তার আগে বুধবার থেকেই শুরু হল ভোটকর্মীদের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেই খোলা হয়েছে ডাক ভোটের সুবিধা কেন্দ্র। একই সঙ্গে বিলি করা হচ্ছে নির্বাচনী কাজের প্রমাণপত্র। কমিশন সূত্রে খবর, ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত পাওয়া হিসেবে প্রথম দফায় মূল বুথের সংখ্যা ৪১ হাজার ৪১৮। সহায়ক বুথ রয়েছে ২ হাজার ৯৬০টি। সব মিলিয়ে প্রথম দফায় ভোট হবে ৪৪ হাজার ৩৭৮টি কেন্দ্রে। দ্বিতীয় দফার লড়াই ২৯ এপ্রিল। সেখানে মূল বুথের সংখ্যা ৩৯ হাজার ৩০১। সহায়ক বুথ ১ হাজার ৭০০। মোট বুথের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৪১ হাজার ১। ভোটের আগে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত জেলা প্রশাসন। কর্মীদের প্রশিক্ষণ শেষ হলেই বুথে বুথে পৌঁছবে সরঞ্জাম।

ভোটে মামলার ছায়া

■ বঙ্গভোটের প্রথম দফার মনোনয়ন পর্ব শেষ হতেই সামনে এল প্রার্থীদের মামলার খতিয়ান। অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস-এর বিশ্লেষণ বলছে, ১৪৭৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩৪৫ জনের নামে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। গুরুতর অভিযোগ আছে ২৯৪ জনের বিরুদ্ধে। খুনের মামলা ১৯ জনের, খুনের চেষ্টার মামলা ১০৫ জনের নামে। নারী নির্যাতনের অভিযোগ আছে ৯৮ জনের বিরুদ্ধে, যার মধ্যে ছয়জনের নামে ধর্ষণের মামলা চলছে। দলভিত্তিক হিসাবে বিজেপির ১৫২ জন প্রার্থীর মধ্যে ১০৬ জনের নামে মামলা, গুরুতর মামলা ৯৬ জনের। তৃণমূলের ১৪৮ জনের মধ্যে ৬৩ জন, সিপিআইএম-এর ৯৮ জনের মধ্যে ৪৩ জন, কংগ্রেসের ১৫১ জনের মধ্যে ৩৯ জনের নামে মামলা আছে। এ নিয়ে বিজেপির এক নেতার বক্তব্য, বাংলায় বিরোধী দল করলেই মামলা হয়। আমাদের বেশিরভাগ মামলা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ফল। তৃণমূলের পাল্টা, আইন আইনের পথে চলবে। আদালতই ঠিক করবে কে দোষী। রাজনৈতিক মহলের মতে, জেতার অঙ্ক কষতে গিয়ে সব দলই স্থানীয় প্রভাবশালী মুখ বেছেছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এই তথ্য এখন ভোটারের হাতে। ইভিএমের বোতাম টেপার আগে প্রার্থীর অতীত দেখবেন কি না, সেই সিদ্ধান্ত তাঁদেরই। ফল জানা যাবে ৪ মে।

আরজি করে ধর্মঘটে ৩০৫ অস্থায়ী কর্মী

■ দু'মাসের বকেয়া মাইনের দাবিতে শুক্রবার সকাল থেকে কাজ থামালেন আরজি কর হাসপাতালের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের একাংশ। হুইলচেয়ার-ট্রলি টানা, নথি আনা-নেওয়া, সাফাইয়ের মতো জরুরি কাজে থাকা চতুর্থ শ্রেণির প্রায় ৩০৫ জন কর্মী ধর্মঘটে সামিল। হাসপাতালে দু'টি বেসরকারি সংস্থা কর্মী দেয়। অভিযোগ, তার একটি সংস্থা বেতন দেয়নি। এক কর্মীর কথায়, পেটে ভাত না জুটলে হাত চলবে কী করে? মাইনে দিন, কাজে ফিরব। সংস্থার পাল্টা দাবি, সরকারের কাছে আমাদের ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা পাওনা। টাকা না পেলে কর্মীদের দেব কোথা থেকে? তবে সবাই কাজ ছাড়েননি। রোগী পরিষেবা একেবারে না ভাঙে, তাই অর্ধেক কর্মী কাজে রয়েছেন। ফলে হাসপাতাল এখনও সচল, যদিও চাপ বাড়ছে। হাসপাতাল সূত্রের ইঙ্গিত, বিষয়টি দ্রুত মেটানো না গেলে সমস্যা গভীর হতে পারে। অভিযোগ, গত ২ মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে ধর্মঘটে নেমেছেন হাসপাতালের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের একাংশ। কমবেশি ৩০৫ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মী সামিল হয়েছেন এই ধর্মঘটে।

স্ট্রং রুমে দ্বিস্তরীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

রাজ্যের ৮৭টি কেন্দ্রে ২৯৪ আসনের ভোট গণনা চূড়ান্ত হবে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোট মিটলেই ৪ মে শুরু হবে গণনার প্রস্তুতি। রাজ্যজুড়ে ৮৭টি কেন্দ্রে গোনা হবে ২৯৪টি বিধানসভা আসনের ফল। প্রতিটি স্ট্রং রুমের নিরাপত্তায় থাকবে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী। থাকবে ২৪ ঘণ্টা সিসিটিভি নজরদারি। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তালিকা অনুযায়ী, জেলা সদরে ৪৪টি আর মহকুমা সদরে ৪৩টি কেন্দ্র বেছে নেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে বেশি সাতটি আসনের গণনা হবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার এপিসি রায় পলিটেকনিক, ডায়মন্ড হারবার উইমেন ইউনিভার্সিটি, মালদা পলিটেকনিক, নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম ও ওম দয়াল গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউসন্সে। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট পলিটেকনিক, গুরু নানক কলেজ ক্যাম্পাস আর নদিয়ার বিপিসি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতেও সাতটি করে আসনের ভাগ্য নির্ধারণ হবে। মুর্শিদাবাদের জন্য পাঁচটি গণনাকেন্দ্র করা হয়েছে। বহরমপুর গার্লস কলেজ, জঙ্গিপুর গভর্মেন্ট পলিটেকনিক ও কান্দি রাজ কলেজে এই জেলার বিধানসভাগুলির গণনা হবে। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরেও একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হবে ভোটগণনা। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের জন্য পৃথক গণনাকেন্দ্র করা হয়েছে। কলকাতা উত্তরের গণনা হবে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। দক্ষিণ কলকাতায় বাবা সাহেব আম্বেদকর শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়, বালিগঞ্জ সরকারি হাইস্কুল, সাখাওয়াত মেমোরিয়াল ও সেন্ট টমাস বয়েজ স্কুলকে ভেন্যু করা হয়েছে। এক নির্বাচনী আধিকারিকের কথায়, কেন্দ্র বাছাইয়ে নিরাপত্তা আর পরিকাঠামোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। জেলা ও মহকুমা সদরের ভারসাম্য রাখা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে গণনা-কেন্দ্র। স্ট্রং রুমে দ্বিস্তরীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রাখতে চলেছে কমিশন। স্ট্রং রুমে তালা দেওয়ার পর, একটি চাবি থাকবে জেলাশাসকের কাছে। মোট ৮৭টি কেন্দ্রে শেষ হাসি কে হাসবে, ঠিক হবে এখানেই।

কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিটি কেন্দ্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, প্রবেশ ও প্রস্থান পথ, বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের সুবিধা সহ যাবতীয় পরিকাঠামো খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কলকাতা-সহ একাধিক বড় জেলায় একাধিক স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে ভিড় ও চাপ কমানো যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্টেডিয়াম এবং সরকারি ভবনগুলিকেই মূলত এই কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ; প্রতিটি জেলায় একই রকম ব্যবস্থাপনা বজায় রাখার উপর জোর দিয়েছে কমিশন। প্রতিটি ডিসিআরসি কেন্দ্রে ভোটের আগে ইভিএম বিতরণ এবং ভোটের পর গ্রহণের জন্য পৃথক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পাশাপাশি গণনাকেন্দ্রগুলিতে পর্যাপ্ত টেবিল, গণনাকর্মী, নিরাপত্তা বলয় এবং পর্যবেক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট জোন তৈরি করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। কমিশনের এক আধিকারিকের কথায়, ভোটের পরবর্তী পর্যায়ই সবচেয়ে সংবেদনশীল। তাই ইভিএম সংরক্ষণ থেকে গণনা; প্রতিটি ধাপে স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বোমা ফাটলেই দায় ওসির ঘাড়ে, শীর্ষ পুলিশের কড়া হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের মুখে বোমার শব্দ শোনা গেলেই এবার জবাবদিহি করতে হবে থানার বড়বাবুকেও। শুধু অভিযুক্ত ধরা নয়, বিস্ফোরণের দায় বর্তাবে ওসি ও তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তাদের ওপর। দরকারে তাঁদের বিরুদ্ধেও আইনি পদক্ষেপ হবে; এমনই মৌখিক বার্তা গিয়েছে রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের শীর্ষ স্তর থেকে। শুধু এটাই নয়, আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে পুলিশের শীর্ষ স্তর থেকে। সেখানে বলা হয়েছে, এখনও অনেক 'প্রভাবশালী' ব্যক্তি রয়েছেন যাঁরা নিয়মের বাইরে অবৈধ ভাবে নিরাপত্তার সুবিধা ভোগ করছেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্থানীয় থানার ওসি বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারদের সঙ্গে যোগসাজশে এই সুবিধা দেওয়া হচ্ছে প্রভাবশালীদের। সেটা সংশ্লিষ্ট এসপি, ডিআইজি, আইজি বা এডিজি অথবা রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব জানতেও পারছেন না। এই ধরনের অভিযোগ সত্যি হলে যে সব পুলিশ আধিকারিক পক্ষপাতের ভিত্তিতে

'প্রভাবশালী'দের বেআইনি ভাবে নিরাপত্তা দিচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সূত্রের দাবি।

পুলিশ সূত্রে খবর, প্রত্যেক এসপি এবং কমিশনারেটের ডিসিকে নিজের এলাকার সব থানার ওসির কাছ থেকে লিখিত শংসাপত্র নিতে বলা হয়েছে, যেখানে লিখতে হবে যে তাঁর থানায় এমন কাউকে বেআইনি ভাবে পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে না। এসপি, ডিসিরা সেই শংসাপত্র যাচাই করে ডিআইজি, আইজি, এডিজি বা কলকাতা পুলিশের সমতুল আধিকারিকদের কাছে পাঠাবেন। তাঁরা আবার সব শংসাপত্র একত্রিত করে ডিরেক্টরকে (সিকিউরিটি) জানাবেন যে, তাঁদের এলাকায় এমন কোনও ঘটনা ঘটছে না। সবশেষে ডিরেক্টর (সিকিউরিটি) রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিবের মাধ্যমে মুখ্যসচিব এবং মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে চূড়ান্ত শংসাপত্র দেবেন।

অধ্যাপকদের বুথে বসানোয় নিষেধ, কমিশনের যুক্তি মানল না আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের বুথে কলেজের অধ্যাপকদের বসানোর সিদ্ধান্তে আপাতত ইতি টানল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাও স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, বিনা কারণে সহকারী অধ্যাপকদের প্রিসাইডিং অফিসার করার বিজ্ঞপ্তি বাতিল। আদালতের পর্যবেক্ষণ, বারবার নথি চেয়েও কমিশন দেখাতে পারেনি কেন অধ্যাপকদেরই বুথে পাঠাতে হবে। কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই এই নিয়োগ হয়েছে। তবে যাঁরা স্বেচ্ছায় দায়িত্ব নিতে চান বা যাঁদের প্রশিক্ষণ শেষ, তাঁদের বাধা নেই। শুনানিতে কমিশনের আইনজীবী সৌম্য মজুমদার বলেন, নব্বই হাজার বুথের জন্য সমান সংখ্যক প্রিসাইডিং অফিসার দরকার। কর্মীর ঘাটতি আছে। ২০২৩ সালের ৭ জুনের নির্দেশে জেলা আধিকারিক প্রয়োজনে গ্রুপ এ আধিকারিককেও নিতে পারেন। পাল্টা বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, আইনে ভোটের কাজ দেওয়া যায়, কিন্তু পোলিং অফিসার করা যায় না। ২০১০ সালের নির্দেশে অধ্যাপকদের বাদ রাখা আছে। কমিশনের হাতে যথেষ্ট রিজার্ভ অফিসার আছে। বিচারপতির প্রশ্ন, কী এমন জরুরি অবস্থা হল যে অধ্যাপকদেরই লাগবে? সদুত্তর না মেলায় বিজ্ঞপ্তি খারিজ। তবে বেতন ও পদ মাথায় রেখে দায়িত্ব দিলে আপত্তি নেই, জানিয়েছে আদালত।

ভবানীপুরের রাস্তায় বাহিনীর পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আগে আস্থা ফেরাতে শুক্রবার বিকেল চারটেয় ভবানীপুর থানার সামনে থেকে শুরু হল কেন্দ্রীয় বাহিনীর পতাকা মিছিল। হাঁটলেন দক্ষিণ কলকাতার জেলা নির্বাচনী আধিকারিকও। থানা ছুঁয়ে মিছিল ঢুকল শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডে। সেখান থেকে পদ্মপুকুর রোড, জাস্টিস দ্বারকানাথ রোড, ওড়িয়া পাড়া হয়ে ডান দিকে রাজেন্দ্র রোড। রামমোহন দত্ত রোড চৌরাস্তা পেরিয়ে ডান ঘুরে জাস্টিস চন্দ্রমাধব রোড, চক্রবেড়িয়া রোড উত্তর। পদ্মপুকুর-টাউনসেন্ড রোড চারবাতি মোড় ছুঁয়ে আবার চক্রবেড়িয়া রোড উত্তর। বাঁয়ে রমেশ মিত্র রোড, শরৎ বোস রোড ধরে রামকৃষ্ণ পার্ক। শেষে বেলতলা রোড, টাউনসেন্ড রোড হয়ে হাজরা রোড ধরে মিছিল থামল হাজরা মোড়ে।

শ্যামপুকুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী শশী পাঁজা নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করলেন। ছবি: অদিতি সাহা

এসআইআরে বাদ যাওয়া নাম ফের তুলতে পৈলানের ট্রাইব্যুনাল কোর্টে সাধারণ মানুষের ভিড়।

প্রচারে বেরিয়ে কংগ্রেস নেতার বাড়িতে গেলেন জগদ্দলের বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শুক্রবার বেলায় ভোট প্রচারে বেরিয়ে সটান কংগ্রেস নেতার বাড়িতে গেলেন জগদ্দল কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমার। এদিন তিনি ভাটপাড়ার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামনগর শরৎপল্লির বাসিন্দা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিপুল ঘোষালের বাড়িতে আচমকা তিনি ঢুকে পড়েন। বিপুল বাবুর সঙ্গে প্রায় ৩০ মিনিট তিনি রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে কংগ্রেস নেতার এহেন সাক্ষাৎ ঘিরে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। যদিও উভয়ের দাবি, এটা সৌজন্য সাক্ষাৎকার। বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা বিপুল ঘোষাল জানান, নির্বাচনে দাঁড়ালে সব দলের প্রার্থীরাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। যেহেতু তিনি দলের জেলার দায়িত্বে আছেন, তাই হয়তো সব দলের প্রার্থীরা দেখা করতে আসেন। বিপুল বাবুর কথায়, উনি নির্বাচনে

দাঁড়িয়েছেন। তাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। উনি প্রাক্তন পুলিশ কর্তা। নিঃসন্দেহে একজন বড়মাপের মানুষ তো বটেই। শাসকদল প্রচারে বিজেপি প্রার্থীকে বহিরাগত আখ্যা দিচ্ছেন। এপ্রসঙ্গে বিপুল ঘোষাল বলেন, এখানকার তৃণমূল প্রার্থী কিংবা নিজের দলের প্রার্থীও তাহলে বহিরাগত। এঁরা দু'জনেই তো অন্য বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দা। বিপুল বাবুর সংযোজন, শুনেছি ওনার পিতা নাকি স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। এমনকী ওনার পিতা জেলও খেটেছেন। ওনার পিতার কংগ্রেসের প্রতি অবদানও রয়েছে। বর্ষীয়ান এই কংগ্রেস নেতার দাবি, বাংলার রাজনীতি থেকে সৌজন্যতা হারিয়ে গিয়েছিল। সেই সৌজন্যতা ফের ফিরে আসছে। অপরদিকে জগদ্দলের বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমার বলেন, নিজ বিধানসভা কেন্দ্রের সমস্ত ভালো ব্যক্তিত্বের কাছে তিনি আশীর্বাদ নিতে যাচ্ছেন। এদিন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা বিপুল ঘোষালের কাছে তিনি আশীর্বাদ নিতে এসেছিলেন। তাঁর কথায়, বিপুল বাবু অত্যন্ত ভালো মানুষ। সততার সঙ্গে উনি কাজ করেন। ওনার পরিবারের তিনি খোঁজ-খবর নিয়েছেন। তাঁর দাবি, এটা পুরোপুরি সৌজন্য সাক্ষাৎকার। তবে রাজনীতি নিয়ে ওনার সঙ্গে কোনও কথা হয়নি।

কোটিপতি প্রার্থীতে শীর্ষে তৃণমূল, পিছনে বিরোধীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফা ঘিরে রাজনৈতিক লড়াই যতই তীব্র হোক, প্রার্থীদের সম্পত্তির অঙ্কে স্পষ্ট হয়ে উঠল ভিন্ন ছবি। অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস-এর সাম্প্রতিক বিশ্লেষণ বলছে, কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যায় অনেকটাই এগিয়ে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। প্রথম দফায় মোট ১৪৭৫ জন প্রার্থীর হলফনামা খতিয়ে দেখে সংস্থার দাবি, তাঁদের মধ্যে ৩০৬ জনের সম্পত্তি এক কোটির বেশি। অর্থাৎ, প্রায় প্রতি পাঁচ জনে একজন কোটিপতি। সব মিলিয়ে প্রার্থীদের গড় সম্পদও এক কোটির কাছাকাছি। দলভিত্তিক হিসেব আরও তাৎপর্যপূর্ণ। তৃণমূলের ১৪৮ জন প্রার্থীর মধ্যে ১০৬ জনই কোটিপতি; প্রায় বাহাত্তর শতাংশ। অন্যদিকে বিজেপির ১৫২ জনের মধ্যে ৭১ জন, সিপিআই(এম)-এর ৯৮ জনের মধ্যে ২৪ জন এবং কংগ্রেসের ১৫১ জনের মধ্যে ৩০ জন কোটিপতি প্রার্থী রয়েছেন। একাংশের মতে, দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকলে স্বাভাবিকভাবেই এমন আর্থিক শক্তি গড়ে ওঠে। আবার অন্য এক বিশ্লেষকের কথায়, এখন ভোটে লড়তে গেলে অর্থবল বড় ফ্যাক্টর, সেটাই এই পরিসংখ্যান প্রমাণ করছে। গড় সম্পদের নিরিখেও শীর্ষে তৃণমূল প্রার্থীরাই। তাঁদের গড় সম্পদ প্রায় তিন কোটির কাছাকাছি। বিজেপি ও কংগ্রেস প্রার্থীরাও সেই দৌড়ে পিছিয়ে নেই, যদিও বামেদের গড় সম্পদ তুলনায় অনেক কম।

চোরদের বাড়িতে তো আয়কর হানা দেবেই: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শুক্রবার সাতসকালে রাসবিহারী কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দেবাশিস কুমারের বাড়িতে আয়কর দপ্তরের হানা। এদিন সকালে পুত্র পবন কুমার সিংয়ের সমর্থনে ভোট প্রচারে বেরিয়ে আয়কর হানা প্রসঙ্গে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, চোরদের বাড়িতে তো আয়কর হানা দেবেই। চোর চুরি করলে পুলিশ তো ধরতে যাবেই। পুত্রের হয়ে প্রচার নিয়ে প্রাক্তন

সাংসদ বলেন, পবন দু'বারের বিধায়ক। নিজের খাসতালুকের এই কেন্দ্রে পুত্রের পারফরম্যান্স কেমন আছে, প্রচারে বেরিয়ে তা তিনি খতিয়ে দেখছেন। অপরদিকে ভাটপাড়ার তরুণ বিজেপি প্রার্থী পবন কুমার সিং বলেন, বাবা বহু বছর ধরে রাজনীতি করছেন। এখানকার প্রবীণ বাসিন্দাদের সঙ্গে বাবার সুসম্পর্ক আছে। তাই তাঁর হয়ে বাবা প্রচারে নেমেছেন, এটা একটা বাড়তি পাওনা তো বটেই।

ভাতার রাজ্য নাকি উন্নয়নের হাতছানি? সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বঙ্গ!

রাজীব মুখোপাধ্যায়

বাংলার ভোট এবার দুই মেরুতে দাঁড়িয়ে। একদিকে মাসে মাসে ব্যাংকে ঢোকা নিশ্চিত টাকা, অন্যদিকে কারখানা আর স্থায়ী রোজগারের ডাক। তৃণমূল বনাম বিজেপি; দুই ইস্তেহার আসলে দু'রকম আগামীর ছবি। তৃণমূলের মূল জোর ভাতার ধারাবাহিকতায়। লদীর ভাণ্ডার এখন গ্রামীণ অর্থনীতির শিরা-উপশিরা। সাধারণ পরিবারে দেড় হাজার, তফশিলি পরিবারে ১৭০০ টাকা শুধু হাতখরচ নয়, বহু সংসারে দ্বিতীয় আয়। এক গৃহবধূর কথায়, এই টাকায় মেয়ের পড়ার খরচ, ওষুধ কেনা চলে। বন্ধ হলে সংসার চালানো দায় হবে। শাসক শিবির জানে, এই নির্ভরতাই তাদের সবচেয়ে বড় ভোট-পুঁজি। তাই পেনশনের ভাতা বাড়ানো, যুবসাথী, আশা-অঙ্গনওয়াড়ি ভাতা বৃদ্ধি, চা-বাগানে মজুরি বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি। তাদের লক্ষ্য পাঁচ বছরে ৪০ লাখ কোটির অর্থনীতি। কিন্তু পথটা সরকারি খরচ, ভাতায় আরও বরাদ্দ। অপরদিকে বিজেপির পাল্টা যুক্তি শিল্প, অর্থনৈতিক কাঠামোর সংস্কার আর বিনিয়োগ। তাদের বক্তব্য, শুধু নিবন্ধন দিয়ে শিল্প হয় না। উৎপাদন কোথায়? এই রাজ্যে এসে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর দাবি করেছেন, প্রায় ১৪০০ শিল্প বাংলা ছেড়েছে। সেই তথ্য সামনে রেখে গেরুয়া শিবিরের স্লোগান, সিন্ডিকেট রাজ শেষ না হলে বিশ্বের সরবরাহ শৃঙ্খলে ঢোকা যাবে না। মহিলাদের জন্য তাদের প্রতিশ্রুতি তিন হাজার টাকা, বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াত, মাতৃত্বকালীন ২১ হাজার টাকা। যুবদের জন্য পরীক্ষার আগে ১৫ হাজার টাকা সাহায্য, নির্দিষ্ট সময়ে শূন্যপদ পূরণ, স্টার্টআপে ১০ লাখ টাকা ঋণ। বার্তা স্পষ্ট, ভাতা নয়, কাজ দেব। তবুও ময়দানের অঙ্ক বলছে, আস্থার সংকটই বড় বাধা। এক চাকরিপ্রার্থী বললেন, প্রতিশ্রুতি অনেক শুনেছি। প্রশ্নফাঁস, নিয়োগে দেরি; এই দেওয়াল না ভাঙলে কাগজের কথায় ভরসা আসে না। কৃষকের কাছে আবার নগদ দামই শেষ কথা। তৃণমূল কুইন্টাল প্রতি ২৫০০ টাকা সহায়ক মূল্য দেবে বলছে, বিজেপি আরও বেশি দেওয়ার ডাক দিচ্ছে। ফলে জমিতে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রশ্ন, নীতি বুঝি না, ফসলের দাম পাব তো? এই টানাপোড়েনই এবারের

ভোটের মূল সুর। একদিকে হাতের পাঁচ; মাস গেলে নিশ্চিত টাকা, রেশন, স্বাস্থ্য শিবির, ন্যায্যমূল্যের ওষুধ। অন্যদিকে দূরের স্বপ্ন; কারখানা, বেসরকারি চাকরি, আয়ুষ্মান প্রকল্প, উত্তরবঙ্গে সর্বভারতীয় চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান। তৃণমূলের বাজি বহমানতায়, বিজেপির বাজি আর্থিক উন্নতির বদলে। তথ্য বলছে, রাজ্যের ঋণ মোট উৎপাদনের ৩৯ শতাংশ ছুঁয়েছে। নিরাপদ সীমা ২৫ শতাংশ। এই ঋণের বড় অংশ যাচ্ছে পুরনো সুদ মেটাতে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, ভাতার এই কাঠামো কতদিন চলবে? উল্টোদিকে প্রশ্ন, সংস্কারের নিশ্চয়তা কে দেবে?

তাই ২৩ ও ২৯ এপ্রিল বুথে দাঁড়িয়ে বাংলার ভোটারকে বাছতে হবে; আজকের নিশ্চয়তা, না কি কালকের নতুন সম্ভাবনার ভবিষ্যতের হাতছানি। ভাতার রাজ্য, না কি উন্নয়নের হাতছানি; ৪মে উত্তর দেবে জনতা।

সম্পাদকীয়

যে শহিদদের কাঁধে চড়ে মসনদে, আজ তাদেরই ভুলে গেল বাংলার শাসক!

নন্দীগ্রাম থেকে সিঙ্গুর। জোড়া জমি আন্দোলনের ফসল তুলেছিলেন তৃণমূলনেত্রী। সাড়ে তিন দশকের অচলায়তন ভেঙে বাংলার ক্ষমতায় এসেছিল মা, মাটি, মানুষের সরকার। তারপর কেটে গিয়েছে আরও দেড় দশক। ক্ষমতার অলিন্দে আরও ডালপালা ছড়িয়েছে ঘাসফুল। সেদিন রাস্তায় থাকা, আন্দোলনের মুখগুলো আজ অনেক ঝকঝকে। আজ তারা প্রায় প্রত্যেকেই বাংলার মানুষের আশীর্বাদে 'প্রতিষ্ঠিত'। কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি, প্রসাদোপম বাড়ি, গাড়ি, কারও আবার বিদেশেও বাড়ি, বিপুল অঙ্কের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স-সব মিলিয়ে বিরাট ঠাঁটবাট। মানুষের জন্য আন্দোলন করতে করতে আজ তারা মানুষের থেকেই বিচ্ছিন্ন। ভোট আসলে তাদের দেখা মেলে। বাকি সময়টা তারা ব্যস্ত। কী কাজে? গোটা বাংলার মানুষ জানে। একদা যে শহিদদের নাম ধরে ধরে শ্লোগান উঠতো, আজ তারা কোথায়? কেউ খোঁজ রাখে না। আর এই দলের নতুন প্রজন্ম তো তাদের চেনেই না। সিঙ্গুরের কিশোরী তাপসী মালিক ও নন্দীগ্রামের সদ্য আঠারোয় পা দেওয়া কিশোর শেখ ইমদাদুল ইসলাম। দুই শহিদের মৃতদেহ আঁকড়ে ধরে আন্দোলনে শান দিয়েছিলেন বাংলার সেদিনের 'অগ্নিকন্যা'। পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় ইমদাদুলের। আর ধর্ষণের পর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাপসীকে। এগুলো আজ একটা নাম হয়েই রয়ে গিয়েছে। কিন্তু গোটা বাংলা জানে এই দুটি মৃত্যু একটা রাজ্যের তৎকালীন সরকারের বিরোধিতায় কত বড় অস্ত্র হয়ে উঠেছিল। যার সুফল আজও ভোগ করছে বাংলার বর্তমান শাসককূল। কিন্তু আজ তাঁরা ভুলে গেল ওদের, ওদের পরিবারকে। ভেজা চোখ নিয়ে তাপসীর বাবার গলায় সেই আক্ষেপ এখন ইউটিউবে সার্চ করলেই মেলে। সবাই দেখেন। দেখতে পান না শুধু তারা, যারা একদিন তাপসীকে শহিদ বানিয়েছিল। তার পরিবার কি চেয়েছিল? বোধহয় না। কিন্তু আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে দরকার ছিল শহিদের। তাই আজ তাপসীকে ভুলে গিয়েছে সেদিনের আগুন খেঁকো নেতারা। ইমদাদুলের মা ফিরোজা বিবি তখন হয়েছিলেন শহিদের মা। আজ তিনি বলছেন, কেউ খোঁজই রাখেনা। দিদিকে দু'বার চিঠি দিয়ে উত্তর পাইনি। গলায় শুধুই হতাশা।

সবুজ হারালে সভ্যতা বাঁচবে কি?

উজ্জ্বল কুমার দত্ত

মানুষের ইতিহাসে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি এক অদ্ভুত আকর্ষণ বরাবরই কাজ করেছে। বহু শতাব্দী আগে নস্ত্রাদামুস তাঁর ভবিষ্যৎবাণী দিয়ে যেমন বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছিলেন, তেমনই আজকের দিনে আমরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে চাই বিজ্ঞানের নির্ভুল বিশ্লেষণের মাধ্যমে। পার্থক্য শুধু এই;একসময় ভবিষ্যৎ ছিল কল্পনা ও বিশ্বাসের বিষয়, আর আজ তা নির্ভর করছে তথ্য, পরিসংখ্যান এবং কঠোর গবেষণার উপর।

এই প্রেক্ষাপটে নাসা ও জাপানের তোহো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক গবেষণা আমাদের সামনে এক দীর্ঘমেয়াদি কিন্তু গভীর উদ্বেগের বিষয় তুলে ধরেছে। গবেষণাটি বলছে, আগামী এক বিলিয়ন বছরের মধ্যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল থেকে অক্সিজেন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। সময়টা নিঃসন্দেহে সুদূর ভবিষ্যতের; মানবসভ্যতার দৈনন্দিন চিন্তার বাইরে। কিন্তু এই দূরের ভবিষ্যতের আড়ালেই লুকিয়ে আছে এক ভয়ংকর নিকটবর্তী সংকট।

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক সংস্থা আইপিসিসি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা যদি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখতে হয়, তাহলে আমাদের হাতে সময় ২০৩০ সাল পর্যন্ত। অর্থাৎ, এখন থেকে গোনা যায় মাত্র কয়েকটা বছর। এই বছরগুলির মধ্যেই নির্ধারিত হবে;পৃথিবী তার ভারসাম্য ধরে রাখতে পারবে কি না, নাকি আমরা এক অপ্রতিরোধ্য উষ্ণতার দিকে এগিয়ে যাব। এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ গোটা পৃথিবী। কিন্তু এই প্রশ্নের জবাব খোঁজার ক্ষেত্রে রাজস্থান এক ভিন্ন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে;রাস্তায় নেমে, প্রতিবাদের মাধ্যমে।

২০২৪ সালের ১৮ জুলাই থেকে 'প্রকৃতি বাঁচাও' আন্দোলনের সূচনা হয়। প্রথমে স্থানীয় স্তরে শুরু হলেও খুব দ্রুত তা বৃহত্তর জনআন্দোলনের রূপ নেয়। আটটি জেলায় 'বন্ধ' ডাকা হয়। সাধারণ মানুষ, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র;সবাই একত্রিত হন। ২০২৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি বিকানেরে প্রায় দেড় লক্ষ মানুষের সমাবেশ এই আন্দোলনের শক্তিকে নতুন মাত্রা দেয়। হাজার-হাজার নারী কলশ নিয়ে পথে নামেন;যেন এই মিছিল শুধুমাত্র প্রতিবাদ নয়, জীবনেরই এক গভীর প্রতীক বহন করছে।

এই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল 'ওরণ'; রাজস্থানের এক বিশেষ ধরনের প্রাচীন কমিউনিটি সংরক্ষিত বনভূমি। 'ওরণ' কেবল গাছপালার সমষ্টি নয়; এটি স্থানীয় মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক ঐতিহ্য এবং পরিবেশ-সংরক্ষণের এক অনন্য মেলবন্ধন। বহু শতাব্দী ধরে গ্রামবাসীরা এই ওরণকে পবিত্র মনে করে, এখানে গাছ কাটা তো দূরের কথা, কোনো প্রকার ক্ষতিও করা নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হয়। এই বনভূমিই স্থানীয় জীববৈচিত্র্যের আশ্রয়স্থল, পশুখাদ্যের ভান্ডার এবং মরুভূমির কঠিন আবহাওয়ার বিরুদ্ধে এক প্রাকৃতিক ঢাল। অর্থাৎ, ওরণ মানে শুধু বন নয়;এটি মানুষের জীবন, সংস্কৃতি ও প্রকৃতির সহাবস্থানের এক জীবন্ত প্রতীক।

এরপর আসে ১১ দিনের আমরণ অনশন;যেখানে মানুষ নিজেদের শরীরকে বাজি রেখে দাবি জানায়। শেষপর্যন্ত সরকার বাধ্য হয় লিখিত নির্দেশ দিতে;ওরণ ও গোচর অঞ্চলে আর একটি গাছও কাটা যাবে না। একইসঙ্গে আইন আনার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়। সেই মুহূর্তে এটি নিঃসন্দেহে একটি বড় সাফল্য;জনতার জয় এবং এক অর্থে বিজ্ঞানেরও জয়।

কিন্তু বাস্তবের ছবি এত সহজ, এত সরল নয়। সময় পেরিয়েছে;একটি নয়, একাধিক মাস;তবু সেই প্রতিশ্রুত আইনের বাস্তব রূপ দেখা যায়নি কোথাও। কাগজে লেখা নির্দেশ যেন ফাইলের অন্ধকারেই আটকে আছে। আর ঠিক সেই সময়েই মাটির স্তরে অন্য এক নির্মম সত্য মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

গত কয়েক দিনের মধ্যেই বিকানের জেলার একাধিক এলাকায় সোলার প্ল্যান্ট নির্মাণের নামে নির্বিচারে কেটে ফেলা হয়েছে ৪০০ থেকে ৫০০ খেজড়ি গাছ। অথচ এই খেজড়ি কেবল একটি গাছ নয়;এটি মরুভূমির প্রাণস্পন্দন। শুষ্ক থর অঞ্চলে যেখানে জল অপ্রতুল, সেখানে খেজড়ি তার গভীর শিকড় দিয়ে মাটির নীচের আর্দ্রতা ধরে রাখে, মাটিকে উর্বর করে তোলে। এর পাতা পশুখাদ্য হিসেবে অমূল্য, ডালপালা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়, আর ছায়া দেয় মানুষ ও প্রাণীকে প্রখর রৌদ্রের হাত থেকে। আরও বড় কথা, এই গাছ বাতাস থেকে কার্বন শোষণ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে, মাটির ক্ষয় রোধ করে এবং মরুভূমিতে এক ধরনের ক্ষুদ্র বাস্তুতন্ত্র তৈরি করে, যেখানে পাখি, কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য জীবনের সহাবস্থান সম্ভব হয়। অর্থাৎ, একটি খেজড়ি গাছ কাটা মানে কেবল একটি গাছ হারানো নয়;একটি সম্পূর্ণ জীবন্ত পরিবেশব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেওয়া। সেই কারণেই বহু প্রজন্ম ধরে এই গাছকে মরুভূমির 'কাল্পবৃক্ষ' বলা হয়ে এসেছে। সেই গাছগুলোই মুহূর্তের মধ্যে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। যেন ইতিহাসের দীর্ঘ শ্বাস এক ঝটকায় থেমে যাচ্ছে।

এই ঘটনাগুলো শুধু কিছু বিচ্ছিন্ন সংখ্যা নয়, এগুলো এক গভীর অসামঞ্জস্যের দলিল;যেখানে প্রতিশ্রুতি আর বাস্তবতার মধ্যে ফাঁক ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। কথার স্তরে পরিবেশ রক্ষার উচ্চারণ যত জোরালো, বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে ততটাই শিথিলতা, ততটাই উদাসীনতা চোখে পড়ে। ফলে প্রশ্নটা আরও তীব্র হয়ে ওঠে;এই প্রতিশ্রুতিগুলো কি সত্যিই রক্ষা করার জন্য, নাকি কেবল সময়ের প্রয়োজনে উচ্চারিত কিছু শব্দমাত্র?

এই পরিস্থিতির মধ্যে সবচেয়ে বড় বৈপরীত্যটি চোখে পড়ে। একদিকে সরকার এবং বিভিন্ন সংস্থা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলছে, অন্যদিকে 'গ্রিন এনার্জি'র নামে প্রকৃতির উপরেই আঘাত হানা হচ্ছে। থর মরুভূমির ওরণ;যা একদিকে পরিবেশগত ভারসাম্যের কেন্দ্র, অন্যদিকে স্থানীয় সংস্কৃতির অংশ;সেই অঞ্চলই আজ ধ্বংসের মুখে।

খেজড়ি গাছ এই অঞ্চলের পরিবেশের অন্যতম স্তম্ভ। তিনশো বছরের পুরোনো এই গাছগুলো শুধু ছায়া দেয় না, মাটির উর্বরতা ধরে রাখে, জল সংরক্ষণে সাহায্য করে এবং কার্বন শোষণের মাধ্যমে পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখে। অথচ সোলার প্ল্যান্ট বসানোর জন্য এই গাছগুলো নির্বিচারে কেটে ফেলা হচ্ছে।

বিজ্ঞান বলছে, সূর্য প্রতি ১১ কোটি বছরে প্রায় এক শতাংশ করে বেশি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। এই ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার বিরুদ্ধে লড়াই করার অন্যতম প্রাকৃতিক উপায় হলো গাছপালা ও তৃণভূমি সংরক্ষণ করা। কিন্তু বাস্তবে আমরা উল্টো পথেই হাঁটছি;গাছ কেটে নিজেদের সুরক্ষার ঢাল নিজেরাই ধ্বংস করছি। গত কয়েক বছরে দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের নামে লক্ষ লক্ষ গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। এই প্রবণতা শুধুমাত্র পরিবেশের জন্য নয়, মানবসভ্যতার ভবিষ্যতের জন্যও বিপজ্জনক। তবুও উন্নয়নের নামে এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। প্রশ্ন উঠছে; উন্নয়ন কি এইভাবেই হতে হবে? এর কি কোনও বিকল্প নেই?

আন্তর্জাতিক স্তরে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা চলছে। জার্মানিতে 'এগ্রিভোল্টেক্স' মডেল একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। এই পদ্ধতিতে সোলার প্যানেল মাটি থেকে প্রায় চার মিটার উঁচুতে বসানো হয়, যাতে নিচে গাছপালা ও ঘাস বেঁচে থাকতে পারে। ফলে একই সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং পরিবেশ রক্ষা সম্ভব হয়। এমনকি গবেষণায় দেখা গেছে, প্যানেল ঠান্ডা থাকলে বিদ্যুৎ উৎপাদনও প্রায় ৬ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ভারতের ক্ষেত্রেও বিকল্প পথ রয়েছে। নবায়নযোগ্য শক্তি মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, রাজস্থানে এখনও প্রায় ২ লক্ষ হেক্টর প্রকৃত অনাবাদি জমি রয়েছে। সেই জমিতে সোলার প্ল্যান্ট বসানো সম্ভব। তাহলে কেন পরিবেশগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ওরণ অঞ্চলে এই প্রকল্পগুলি স্থাপন করা হচ্ছে;এই প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট নয়।

আইনগত দিক থেকেও বিষয়টি পরিষ্কার। ২০২১ সালের ২৬ জুলাই ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল নির্দেশ দিয়েছে যে ওরণ-গোচর অঞ্চলে অ-অরণ্য কার্যকলাপ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই নির্দেশ লঙ্ঘন করলে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন ১৯৭২ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের আওতায় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। তবুও বাস্তবে সেই আইনের প্রয়োগ খুব একটা দেখা যাচ্ছে না।

এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কাগজে-কলমে নির্দেশ জারি হলেও, মাঠে তার প্রতিফলন না ঘটলে সেই নির্দেশের কার্যকারিতা নিয়েই সন্দেহ থেকে যায়।

এই প্রেক্ষাপটে প্রতিটি জেলায় নজরদারি কমিটি গঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। স্থানীয় স্তরে নজরদারি থাকলে গাছ কাটার মতো ঘটনা সহজে ধরা পড়বে এবং তার বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে।

এই লড়াই অবশ্য নতুন নয়। ১৭৩০ সালে খেজড়লি গ্রামে অমৃতা দেবী বিষ্ণোই গাছ বাঁচাতে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাঁর সেই ঐতিহাসিক উক্তি;মাথা কেটে গেলেও গাছ বাঁচুকদ;আজও পরিবেশ রক্ষার লড়াইয়ে অনুপ্রেরণা জোগায়। বর্তমান সময়ে আমরা সেই ধরনের আত্মত্যাগ চাইছি না। আমরা চাই, আইন মানা হোক, বিজ্ঞানকে সম্মান দেওয়া হোক এবং উন্নয়নের পথে পরিবেশকে অগ্রাধিকার দেওয়া হোক। কারণ সময় খুব সীমিত। আইপিসিসি-র সতর্কবার্তার পর আমাদের হাতে আর মাত্র কয়েক বছর রয়েছে। এই সময়ের মধ্যেই যদি আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নিই, তবে ভবিষ্যতে তার ফল ভয়াবহ হতে পারে।

নাসার গবেষণা হয়তো এক বিলিয়ন বছরের ভবিষ্যতের কথা বলছে, কিন্তু আমাদের সামনে যে সংকট, তা অনেকটাই বর্তমানের। সেই সংকট মোকাবিলার দায়িত্বও আমাদেরই। শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা খুবই সহজ;আমরা কি শুধু সূর্যের আলো থেকে বিদ্যুৎ চাই, নাকি সেই আলোয় বেঁচে থাকার অধিকারও চাই?

'প্রকৃতি বাঁচাও' আন্দোলন এই প্রশ্নটিকেই সামনে এনে দিয়েছে। এটি কোনও রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অস্তিত্বের প্রশ্ন। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে বিকানেরের মুকামে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্মেলনে প্রায় ৭০০ জন পরিবেশবিদ; নেপালসহ চারটি দেশের প্রতিনিধি;একসঙ্গে মত প্রকাশ করেন যে শিল্প বিপ্লবের পর যে ধ্বংসের পথ শুরু হয়েছে, তার কোনও সহজ বা শর্টকাট সমাধান নেই।

এই কথাগুলো আমাদের হঠাৎ করে এক নির্মম আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়;যেখানে আমরা নিজেদেরই মুখোমুখি হই। উন্নয়ন যে প্রয়োজন, তা অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই; মানুষ এগোবে, তার জীবনযাত্রা বদলাবে, নতুন পথ খুলবে;এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই উন্নয়ন যদি নিজের ভিতকেই ধ্বংস করতে শুরু করে, যদি প্রকৃতির বুক চিরে নিজেরই ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করে তোলে, তবে তাকে আর অগ্রগতি বলা যায় না;তা হয়ে ওঠে আত্মবিনাশের অন্য নাম।

এই কারণেই আজ প্রয়োজন স্পষ্ট ও দৃঢ় সিদ্ধান্তের। আইন তৈরি করাই যথেষ্ট নয়, সেই আইনকে জীবন্ত করে তুলতে হবে;মাঠে, মাটিতে, বাস্তবের প্রতিটি স্তরে। উন্নয়নের ধারণাকেও নতুন করে ভাবতে হবে;যেখানে অর্থনীতি আর পরিবেশ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং সহযাত্রী। এমন এক পথ খুঁজে নিতে হবে, যেখানে আলো জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে ছায়াকেও বাঁচিয়ে রাখা যায়।

কিন্তু সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটা আসতে হবে আমাদের ভেতরে;আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে। প্রকৃতিকে যদি আমরা শুধু ব্যবহারযোগ্য সম্পদ হিসেবে দেখি, তবে একদিন তা ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু যদি তাকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অনুভব করি;আমাদের শ্বাস, আমাদের বেঁচে থাকা, আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে যার গভীর যোগ;তবে তাকে রক্ষা করার দায়ও আমরা নিজেরাই নেব।

নইলে একদিন হয়তো আমরা এমন এক পৃথিবীর সামনে দাঁড়াব, যেখানে সবই আছে;বিদ্যুতের ঝলকানি, পিচঢালা রাস্তা, উঁচু অট্টালিকা;কিন্তু নেই শ্বাস নেওয়ার মতো নির্মল বাতাস। নেই সেই নীরব সবুজ, যা আমাদের অজান্তেই বাঁচিয়ে রাখত। সেই দিন আসার আগেই আমাদের ঠিক করতে হবে;আমরা কেমন ভবিষ্যৎ চাই এবং সেই ভবিষ্যতের জন্য আজ আমরা কী ত্যাগ করতে প্রস্তুত।

(মতামত ব্যক্তিগত)

শব্দছক ১৩৪

রবি দাস

১		■	২	৩		■	৪
	■	৫			■	৬	
৭	৮	■	৯		১০		
১১		১২		■		■	■
■	■		■	১৩		১৪	১৫
১৬	১৭				■	১৮	
১৯		■	■	২০		■	
	■	২১			■	২২	

পাশাপাশি: ১. মার্গ ২. বেলা-র শেষ ভাগ ৫. কবির সৃষ্টি ৬. সপ্তাহের সাত দিনের অন্য পরিচয় ৭. শ্বাস ৯. শেষ সীমায় সীমায়িত করা ১১. পদ্ম ১৩. নিরামিষ ভোজনকারি ১৬. যে জলের তল পাওয়া যায় না ১৮. যে নাম গান্ধিজীকে বোঝায় ১৯. বড় গাছের সরু গুঁড়ি ২০. বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ যে ভাষায় লিখিত ১১. বন্ধুত্ব ২২. হস্ত

ওপর-নিচ: ১. পনেরো ২. বিচলিত নয় ৩. তার বিহীন ৪. কাজলের সমগোত্রীয় উপাদান ৬. টাটকার বিপরীত ৮. মনের সাথ ১০. মাছি ১২. দলবাঁধা ১৩. শালগাছের পাতা ১৪. কথা বলতে পারে না যে ১৫. বস্ত্র রিপু করে যে ১৬. যা রক্ষণীয় নয় ১৭. তলদেশ

সমাধান ১৩৩ — পাশাপাশি: ১. অভিশাপ ৪. বসু ৬. বিল ৭. রদন ৯. জমা ১০. বন্দনা ১১. মতবাদ ১২. বাচস্পতি ১৪. অনাদি ১৫. চানা ১৬. হিন্দোল ১৭. শাড়ী ১৮. শর ১৯. অপাস্তিক

ওপর-নিচ: ১. অবিরাম ২. ভিল ৩. পরমাদ ৫. সুমনা ৮. নবসূচনা ৯. জবাবদিহি ১২. বাচালতা ১৩. তিন্তিড়ীক ১৪. অবশ ১৭. শান্তি

আজকের দিন

■ **১৯৮০** — জিম্বাবুয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

■ **১৯৯১** — কেরালাকে ভারতের প্রথম সম্পূর্ণ সাক্ষর রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

■ **২০১৪** — মাউন্ট এভারেস্টে এক ভয়াবহ তুষারধসে ১২ জন পর্বতারোহী নিহত হন।

জন্মদিন

১৯৪৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সূর্যকান্ত মিশ্রের জন্মদিন।*

১৯৬২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী পুনম ধিলনের জন্মদিন।*

১৯৯২ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় কেএল রাহুলের জন্মদিন।*

সূর্যকান্ত মিশ্র

পঞ্জিকা ১৪৩৩

প্রদীপ মারিক

বাংলা নববর্ষ আর হিন্দু শাস্ত্র একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। ৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন রাজা শশাঙ্ক সিংহাসনে বসেন তখন থেকেই ক্ষ্মঅব্দক্ষ্ম কথাটি প্রবর্তিত হয়। এর নিদর্শন পাওয়া যায়, 'শুভ কীর্তির লিপি' বা 'মেদনীপুর লিপি' তে। শশাঙ্কের রাজত্বের ৮ম অব্দের ১২ পৌষ তারিখে দণ্ডভুক্তির স্থানীয় শাসক শুভকীর্তি ২০ দ্রোণ বাস্তুজমি 'বাসাস্বামীকে' দান করেছিলেন। এই 'অব্দ' কে অনেকে 'শশাঙ্কবাদ' বলে থাকেন। শশাঙ্কের রাজ্যাভিষেকের দিন থেকেই অব্দের প্রথম নববর্ষ পালন করা হয়। নববর্ষ মানেই পঞ্জিকা। ছাপাখানা অবিস্কারের আগে সারা দেশে হাতে লেখা পঞ্জিকার চল ছিল। প্রাচীন ভারতে যজ্ঞ-অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে বর্ষপঞ্জী রচনা করা হত। প্রথমে বছরকে উত্তরায়ন এবং দক্ষিণায়ন দুই ভাগে ভাগ করা হয়। বৈদিক ঋষিরা বছরকে তপঃ, তপস্যা, মধু, শুক্র, শুচি, মাধব, নভস্, সহসা, উর্জ নভস্য, হর্ষ, সহসা এই ১২ টি মাসে ভাগ করেছেন। এদেশে সুক্ষ গণনা পদ্ধতির সূচনা হয় খ্রিষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতকে। জ্যোতির্বিদ্যার ভিত্তিতে আর্যভট্ট বরাহমিহির, বঙ্গগুপ্ত প্রমুখ জ্যোতির্বিদ প্রতিদিনের তিথি, নক্ষত্র প্রভৃতির পুতিসময় পঞ্জিকার মধ্যে উল্লেখ আছে। বঙ্গদেশের নবদ্বীপে স্মার্ত রঘুনন্দের গণনা অনুসারে যে পঞ্জিকা তৈরি করা হয় তার নাম 'নবদ্বীপ পঞ্জিকা', নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে রামরুদ্র বিদ্যানিধি এবং তার পরে বিশ্বম্বর জোতিবার্ণব পঞ্জিকা তৈরির কাজ চালিয়ে যান। এই পঞ্জিকা পুঁথির আকারে লেখা হত। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে 'নবদ্বীপ-পঞ্জিকা' ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পায়। সেই প্রাচীন পত্রিকার বর্তমান নাম 'গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা' ১২৯৭ বঙ্গাব্দে আত্মপ্রকাশ করে, 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পত্রিকা'। মেঘনাথ সাহাকে সভাপতি করে পঞ্চাঙ্গশোধন সমিতি গঠন করা হয়। এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে রাষ্ট্রীয় পঞ্জিকা প্রকাশ হতে থাকে। সারা ভারতে এখন শকাব্দ যুক্ত বর্ষপুঞ্জি চালু আছে। এক দল ঐতিহাসিকরা বলেন ক্রিস্ট জন্মের পূর্বে রাজা বিক্রমাদিত্যর সময় পঞ্জিকা শুরু হয়। কিন্তু তখন বাংলা ভাষা শুরু না হওয়ার জন্য সেই পঞ্জিকা শুরু হয় নি। বাংলা, মিথিলি, অসমীয়া ভাষায় প্রকাশিত হয় হিন্দু জাতির বিজ্ঞানীক দৃষ্টিভঙ্গির পঞ্জিকা। হিন্দুরা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান উৎসব অনুষ্ঠান বিবাহ ভ্রমণ ইত্যাদি শুভ সময় নির্ধারণ করার জন্য পঞ্জিকার দ্বারস্থ হন। বাঙালিদের মধ্যে বেনীমাধব শীলের ফুল পঞ্জিকা হল সব চেয়ে জনপ্রিয়। ক্ষ্মবিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকাক্ষ্ম অস্তিত্ব আনলেন জ্যোতির্বিদ মাধবচন্দ্র চট্টপাধ্যায়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পঞ্জিকা সংস্কার করেন। ১৯৩০ এর দশকে প্রকাশিত হয়, 'মদন গুপ্তের সম্পূর্ণঞ্জ পঞ্জিকা'। পূর্ব দিনের মত এখনো পঞ্জিকায় বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। বাংলা পঞ্জিকা অনুসরণ করেই তৈরি 'বাংলা ক্যালেন্ডার'। এই নববর্ষ বাঙালিদের কাছে একটা আবেগ। নতুন বছরের শুরু। কেবল কি বাঙালিরা? বিভিন্ন রাজ্যে এই বৈশাখ মাসের নববর্ষ পালিত হয়। আসামে এই সময় যে উৎসব হয় তার নাম ক্ষ্মবিহুক্ষ্ম। ত্রিপুরায় পালিত হয় নববর্ষ উৎসব।পাঞ্জাবে মহা সমারোহে পালিত হয় নববর্ষ। এই সময় গুরু গোবিন্দ সিং গ্রন্থের শুরু করেন। এই দিনটিকে স্মরণ করে পাঞ্জবিরা গ্রন্থ পাঠ করে এবং গুরুদ্বারে প্রাসাদ বিতরণ করে। অন্ধ্রপ্রদেশে চৈত্র মাসের পূর্ণিমার দিনে নববর্ষ উদযাপিত করে। এই দিনটা তারা পবিত্র মনে করে গঙ্গায় পুজো দেয়।

শুভ দিনের অপেক্ষা মানেই পঞ্জিকা। তবে একটা জিনিস পরিষ্কার সেটা হলো বেশিরভাগ পঞ্জিকা হলো ৫ম এবং ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্তযুগের অর্যভট্ট ও বারাহমিহীরের জ্যোতির্বিদ্যার ফসল। এই জ্যোতির্বিদ্যার মূল আধার ছিল প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থ বেদাঙ্গ জ্যোতিষ, যাকে পরে সংস্কার করে সূর্য সিদ্ধান্ত গ্রন্থটি লেখা হয়। প্রতিটি পঞ্জিকার মূল ভিত্তি ছিল হিন্দু ধর্মের সৌর-চন্দ্রের উপস্থাপনা। হিন্দু শাস্ত্রে সূর্য আর চন্দ্রের কৌণিক অবস্থানের ওপর লক্ষ করে দিন নির্ধানের জন্য পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তিথি, নক্ষত্র, বাসর, যোগ এবং করণ। হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী যখন ব্রহ্মা আমাদের মহাবিশ্বের সৃষ্টি করেছিলেন, সেই দিনটি আমাদের বিশ্বের প্রথম দিন হিসাবে বিবেচিত হয়। পূরাণ অনুসারে চিত্র শুক্ল প্রতিপদ তিথিতে দেবতাদের কাজ ভাগ করা হয়েছিল। এবং সকলকে বিশ্ব ব্রহ্মান্ড পরিচালনা করার জন্য প্রজাপতি ব্রহ্মা আশীর্বাদ করেছিলেন। এই কারণেই এই দিনটি হিন্দু ধর্মের খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং একে হিন্দু বছরের শুরু বলে মনে করা হয়।

চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে ব্রহ্মা মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেন। বিখ্যাত জ্যোতিষীরা বলেন, নতুন বছর শুরুর আগে যদি হিন্দুরা কিছু শুভ জিনিস নিয়ে আসে তাহলে তাদের সারা বছর খুবই শুভ হয়। এগুলি হল ছোট নারকেল,তুলসী গাছ, ধাতব কচ্ছপ, ধাতব হাতি, শঙ্খ, ময়ূর পালক। ছোট নারকেল ঠাকুর ঘরে মুড়ে রাখলে নাকি সম্পদ এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। তুলসি গাছ খুব শুভ। তুলসি গাছ রাখা খুব প্রয়োজন। ব্রহ্মবৈবর্তপূরণে তুলসিকে সীতাস্বরূপা, স্কন্দপুরণে লক্ষ্মীস্বরূপা, চক সংহিতায় বিষ্ণুপ্রিয়া, ঋকবেদে কল্যাণী বলা হয়েছে। স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু তুলসী দেবীকে পবিত্র বৃন্দা বলে আখ্যায়িত করে এর সেবা করতে বলেছেন।

চৈত্র মাসের মাঙ্গলিক চড়ক এসে উপস্থিত হয়। ভক্তরা উত্তুরী গলায় নিয়ে সন্ন্যাসী হয়। তারা চড়ক কাঠের উপর উঠে ঝাঁপ দেয় এবং মহাদেবের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে। বহু পরিবার বর্ষশেষের দিন তিতা এবং টক রান্না করে নিজেদের মধ্যে তিক্ততা দূর করার চেষ্টা করে। নববর্ষ শুরু হয় স্নান সেরে গৃহ দেবতা এবং বাড়ির বয়ঃজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করে।

প্রতিটি হিন্দু ব্যাবসায়ীরা খাতা পুজো দিয়ে নতুন খাতায় হালখাতা করেন এবং মঙ্গলদাত্রী লক্ষ্মী এবং সিদ্ধিদাতা গণেশের আরাধনা করে। আমাদের সারা বছরের স্বপ্ন, সম্ভাবনা সব কিছুই সম্ভব হয় ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আবেগ, সেই জন্যই তো নববর্ষ আর পঞ্জিকা হিন্দু শাস্ত্রের সাথে অঙ্গাঙ্গি ভাবে যুক্ত।

চর্চাবাসর ১২৫

বাংলা শব্দ উদ্ভিদ (উদ্ভিদ), যার অর্থ 'গাছপালা' বা 'উদ্ভিদকুল', একটি সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত যৌগিক শব্দ (তৎসম শব্দ)। সংস্কৃত শব্দ 'উদ্ভিদ' (উদ্ভিদ্) থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ 'অঙ্কুরোদগম,' 'উদ্গমন,' বা 'যা ফেটে বের হয়'। শব্দটি ud (উদ্ - উপরে/সামনে) উপসর্গ এবং bhid (ভিদ্ - ভাঙা বা ফেটে যাওয়া) থেকে গঠিত হয়েছে। আক্ষরিক অর্থ বলতে বোঝায় যা মাটি ভেদ করে বেরিয়ে আসে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বালুরঘাটে শুরু হোম ভোটিং

নিরাপত্তার অভাব নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ ভোটকর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্বাচন কমিশনের বিশেষ উদ্যোগে বালুরঘাটে শুরু হল 'হোম ভোটিং' বা বাড়িতে বসে ভোটদান প্রক্রিয়া। শুক্রবার সকাল থেকেই ৮০ উর্ধ্ব বৃদ্ধ এবং বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদের দুয়ারে পৌঁছে যান ভোটকর্মীরা। তবে এই মহৎ উদ্যোগের মাঝেই দানা বেঁধেছে বিতর্ক। ভোটকর্মীদের একাংশ নিরাপত্তার অভাব নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

এদিন সকালে বালুরঘাট ব্লক অফিস থেকে ইভিএম নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় রওনা দেন ভোটকর্মীরা। নিয়ম অনুযায়ী, যারা আগে থেকে বাড়িতে বসে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন, তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করতেই এই ব্যবস্থা। তবে ভোটকর্মীদের মূল অভিযোগ হল, নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন নিয়ে। তাঁদের দাবি, প্রশিক্ষণের সময় জানানো হয়েছিল যে প্রতিটি টিমের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর বদলে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের কর্মীদের খাকি পোশাকে পাঠানো হচ্ছে। ভোটকর্মী সঞ্জয় বর্মন জানান, 'আমাদের বলা হয়েছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী নিরাপত্তা দেবে, কিন্তু আদতে আমরা রাজ্য পুলিশের সঙ্গে কাজ করছি।' অপর এক ভোটকর্মী সমাপ্তি দত্ত অভিযোগ করেন, 'প্রটোকল অনুযায়ী চারজন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান ও দু'জন রাজ্য পুলিশের থাকার কথা ছিল। কিন্তু সেই নিয়ম মানা হচ্ছে না। এমনকি নারী ভোটকর্মীদের জন্য পর্যাপ্ত মহিলা পুলিশও নেই।' নিরাপত্তা নিয়ে ভোটকর্মীদের এই উদ্বেগের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে নিরাপত্তাহীনতা ও নিয়মভঙ্গের এই আশঙ্কা নিয়েই আপাতত বালুরঘাটে চলছে বাড়িতে বসে ভোটদান পর্ব।

এনসিপির প্রার্থীকে প্রচারে বাধা, কাঠগড়ায় তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: দুয়ারে কড়া নাড়ছে নির্বাচন, প্রকৃতির উষ্ণ হাওয়ার সঙ্গে তপ্ত রাজনৈতিক ময়দান। সিংহাসন দখলে প্রতিটি রাজনৈতিক দল একে অপরকে টেক্কা দিয়ে নেমে পড়েছে ময়দানে। ঠিক তারই মাঝে এবার জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের এনসিপি-র প্রার্থী হিসেবে মনোনীত রিয়া মুখার্জির নির্বাচনী প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে।

প্রচারে বাধা দেওয়ার সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়েপড়তেই জোর চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শিল্পাঞ্চলের রাজনীতিতে। যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি একদিন পত্রিকা। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার বিকেল জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বাহাদুরপুর এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে যান জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের এনসিপির প্রার্থী রিয়া মুখার্জি, সেখানে দলের হয়ে প্রচার করতে গেলে বাধা প্রাপ্ত হতে হয় এনসিপির প্রার্থী রিয়া মুখার্জিকে, তাছাড়াও প্রার্থীকে ভয়ও দেখানো হয় বলে এই ভিডিওতে এমনই অভিযোগ করেছেন এনসিপি-র নেতৃত্বরা। প্রচারে বাধা থেকে শুরু করে ভয় দেখানো সমস্ত অভিযোগের তীর উঠেছে তৃণমূলের দিকেই। ঘটনা প্রসঙ্গে এনসিপির প্রার্থী রিয়া মুখার্জি জানান, এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা তৃণমূলের দুষ্কৃতী। যারা সকলেই হরেরাম সিং ও প্রেমপাল সিং-এর 'পোষ্য' বলেই অভিহিত করেন রিয়া মুখার্জি। তিনি আরও জানান, 'জামুড়িয়ায় পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার পর তৃণমূল যেসব কাজগুলি করেনি যেমন স্থানীয় বেকারত্ব সমস্যা মেটাতে পারেনি, পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে পারেনি, পাশাপাশি এখনও বহু পরিবার বসতবাড়ি থেকে বঞ্চিত ও দুর্বিষহ রাস্তাঘাটের অবস্থা। সেইসব বিষয়গুলিকে সামনে রেখে আমরা প্রচার করছি বলেই আমাদের প্রচারে বারংবার তৃণমূলের পক্ষ থেকে বাধা আসছে।' এনসিপি প্রার্থী আরও বলেন, 'প্রচারে বারংবার বাধার বিষয়টি আমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানানোর পরও কোনরকম কোন সুফল মেলেনি।' তবে যেহেতু পুরো ঘটনায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাই তৃণমূল প্রার্থী হরেরাম সিং-এর অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, 'এনসিপির প্রচারে বাধা দিয়ে আমাদের কোনও লাভ নেই। এনসিপির যিনি প্রার্থী রিয়া মুখার্জি রয়েছেন, ওনার পরিহারপুরে বাড়ি। সেখান থেকেও আমি ভোটে লিড করব।' তৃণমূল প্রার্থী আরও জানান, 'এনসিপি তৃণমূলের নামে মিথ্যে বদনাম করে কিছু ভোটের আশা করছে।'

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া / Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ইমেল : zo.bardhaman@bankofindia.com

ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
রামপুরহাট শাখা
গোল্ড লোন ঋণগ্রহীতার প্রতি রিকল নোটিশ

রেফা নং RPH/ADV/25-26/GL
তারিখ ১৪.০১.২০২৬
রেজিস্টার্ড অ্যাকনলেজমেন্ট ডিউ

প্রতি,
শ্রী/শ্রীমতি শ্রী জ্যোতিষ প্রসাদ
পিত/স্বামী শ্রী জিতেন্দ্র প্রসাদ
ঠিকানা : ওয়ার্ড নং ১৪, রেলপার, কবি চণ্ডীদাস রোড
রামপুরহাট, বীরভূম-৭৩১২২৪
প্রিয় মহাশয়,

আপনার গোল্ড লোন এ/সি নং ৪৩৯২৭৭৬১০০০০৮৮৬, পরিমাণ মঞ্জুরিকৃত ২৫০০০.০০ টাকা, বর্তমান বকেয়া অংশ : ২৫৫৩৮.০০ টাকা

অনুগ্রহ করে অবগত হোন যে ঋণ পরিমাণ ২৫০০০ টাকা(পঁচিশ হাজার টাকা) আপনাকে আমাদের শাখা থেকে ০৪.১০.২০২৫ তারিখে মোট ওজন **৩.৩০ গ্রাম** আপনার দায়বদ্ধ রত্নালংকার/অলংকার/মুদ্রা (অর্থাৎ ১টি চেন) এর পরিবর্তে মঞ্জুর করা হয়।
বকেয়া পরিমাণ ২৫৫৩৮ এবং অধার্য সুদ বকেয়া এবং প্রদেয় ব্যাঙ্কে উক্ত ঋণ এবং সুদ আদায়যোগ্য। আপনাকে ব্যাঙ্কের বকেয়া ২৮.০১.২০২৬ তারিখে বা তার আগে আদায় দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে উক্ত দায়বদ্ধ রত্নালংকার/অলংকার/মুদ্রা বা যথেষ্ট সংখ্যক অংশ ব্যাঙ্ক কর্তৃক বিক্রি করা হবে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের বকেয়া উশুলের জন্য বিক্রয় প্রক্রিয়া থেকে বকেয়া উশুলের পর সংশ্লিষ্ট বিক্রির প্রক্রিয়ার জন্য তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি ব্যাঙ্কের দাবির সন্তোষ মতে আদায় করা হবে এবং বাকি যদি কিছু থাকে ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আপনার কাছ থেকে আদায় করবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত
স্বা/-
শাখা ম্যানেজার, রামপুরহাট

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া / Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ইমেল : zo.bardhaman@bankofindia.com

ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
নিয়ামতপুর শাখা
গোল্ড লোন ঋণগ্রহীতার প্রতি রিকল নোটিশ

রেফা নং NMP/BARD/AS/ADV/25-26/250
তারিখ ০৬.০২.২০২৬
রেজিস্টার্ড অ্যাকনলেজমেন্ট ডিউ

প্রতি,
শ্রী/শ্রীমতি তনু সারাইয়া
ঠিকানা : স্বামী পারভিন কুমার সারাইয়া
ঠিকানা : জয় নারায়ণ সরণি বরাকর, কুলটি এম পো বরাকর
জেলা পশ্চিম বর্ধমান পিন - ৭১৩৩২৪
প্রিয় মহাশয়,

আপনার গোল্ড লোন এ/সি নং ৪২৩২৭৭৬১০০০০৫৭৩, পরিমাণ মঞ্জুরিকৃত ১,৯৯,০০০ টাকা, বর্তমান বকেয়া অংশ : ২,২৪,০২১ টাকা

অনুগ্রহ করে অবগত হোন যে ঋণ পরিমাণ **১,৯৯,০০০ টাকা (এক লাখ নিরানব্বই হাজার টাকা)** আপনাকে আমাদের শাখা থেকে ০৪.০২.২০২৫ তারিখে মোট ওজন **৪১.১০০ গ্রাম** আপনার দায়বদ্ধ রত্নালংকার/অলংকার/মুদ্রা (অর্থাৎ ৪ পিস দুল কয়েন লকেট ২ পিস) এর পরিবর্তে মঞ্জুর করা হয়।
বকেয়া পরিমাণ ২,২৪,০২১ টাকা এবং অধার্য সুদ বকেয়া এবং প্রদেয় ব্যাঙ্কে উক্ত ঋণ এবং সুদ আদায়যোগ্য। আপনাকে ব্যাঙ্কের বকেয়া **১৯.০২.২০২৬** তারিখে বা তার আগে আদায় দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে উক্ত দায়বদ্ধ রত্নালংকার/অলংকার/মুদ্রা বা যথেষ্ট সংখ্যক অংশ ব্যাঙ্ক কর্তৃক বিক্রি করা হবে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের বকেয়া উশুলের জন্য বিক্রয় প্রক্রিয়া থেকে বকেয়া উশুলের পর সংশ্লিষ্ট বিক্রির প্রক্রিয়ার জন্য তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি ব্যাঙ্কের দাবির সন্তোষ মতে আদায় করা হবে এবং বাকি যদি কিছু থাকে ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আপনার কাছ থেকে আদায় করবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত
স্বা/-
সিনিয়র শাখা ম্যানেজার, নিয়ামতপুর শাখা

SBI

অ্যাগ্রি অ্যান্ড এমএসএমই ক্রেডিট সেন্টার
প্রথম ফ্লোর, মালাতীর্থ ভবন,
ক্ষুদিরাম সরণি, কোচবিহার - ৭৩৬১০১
ই-মেল: sbi.63004@sbi.co.in

SBI CAR BAZAR

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: দেবব্রত রায়। মোবাইল নং- ৮০০১১০১২৩১, ই-মেল: sbi.63004@sbi.co.in

যানবাহন বাজেয়াপ্তকরণ এবং বিক্রয় সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (সংযুক্তি-১) অনুযায়ী যানবাহন বিক্রয়ের নোটিশ

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৮.০৪.২০২৬
ই-অকশনের সময়: সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৩:০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।
প্রি-বিড ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ- "আগ্রহী বিডার ০৮.০১.২০২৬ তারিখ বা তার আগে প্রি-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট প্রাপ্তি এবং ই-অকশন ওয়েবসাইটে উক্ত তথ্য আপডেটের পরেই কেবল বিডারকে প্রি-বিড ইএমডির ক্রেডিট দেওয়া হবে। ব্যাংকিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছুটা সময় লাগতে পারে এবং তাই বিডারদের নিজস্ব স্বার্থে শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে অনেক আগেভাগেই প্রি-বিড ইএমডি জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ২৫.০৪.২০২৬, সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ০১:০০ টা পর্যন্ত।

এতদ্বারা সাধারণ জনগণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে হাইপোথিকেটেড/বন্ধক রাখা/চার্জ করা নিচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি, যার বাস্তবিক দখল সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছে, তা "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা যেমন আছে**" এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**"-র ভিত্তিতে **২৮.০৪.২০২৬** তারিখে বিক্রি করা হবে ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে সুরক্ষিত পাওনাদারের পাওনা বকেয়া রাশি, সেই সঙ্গে সুদ, ব্যয় এবং খরচ ইত্যাদি, বিক্রয় নোটিশ প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত আদায়কৃত অর্থ বাদে (যদি থাকে), পুনরুদ্ধারের জন্য এই বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

জ্ঞাত দ্বায়বদ্ধতা, যদি থেকে, সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সংরক্ষিত মুল্য	বায়না জমা/বিড বৃদ্ধির পরিমান	রেজোলিউশন এজেন্টের ফোন নং
প্রস্তুতকারক এবং মডেল: অ্যাচিভার ফুল ফিড কম্বাইন হারভেস্টার ইউরো-থ্রি অ্যাকাউন্ট নং : **43464539727** ইঞ্জিন নং: **Q240694885G** চেসিস নং: **LT50BK0069** **স্বত্বাধিকারীর নাম: মামুনি খাতুন**	৭,৫৩,৪৩০/- টাকা **জিএসটি সহ। যার নিচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না।** ** পার্কিং চার্জ ক্রেতাকে বহন করতে হবে।	**সংরক্ষিত মূল্যের ১০% ৭৫,৩৪৩/- টাকা** বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ১,০০০/- টাকা	অ্যামিটি অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস প্রঃ লিঃ ফোন নং **৭৯০৮৯ ৫৪২৯৯**
প্রস্তুতকারক এবং মডেল : চাংফা সিএফ৮০৫এসডি প্যাডিকম্বাইন হারভেস্টার অ্যাকাউন্ট : 42302541231 ইঞ্জিন নং: 20002490 চেসিস নং: CF2012940 **স্বত্বাধিকারীর নাম : আতিয়ার রহমান**	৬,৬৫,২৮০/- টাকা **জিএসটি সহ। যার নিচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না।** ** পার্কিং চার্জ ক্রেতাকে বহন করতে হবে।	**সংরক্ষিত মূল্যের ১০% ৬৬,৫২৮/- টাকা** বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ১,০০০/- টাকা	অ্যামিটি অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস প্রঃ লিঃ ফোন নং **৭৯০৮৯ ৫৪২৯৯**
প্রস্তুতকারক এবং মডেল : চাংফা সিএফ৮০৫এসডি প্যাডিকম্বাইন হারভেস্টার অ্যাকাউন্ট নং : 42302662880 ইঞ্জিন নং : 19013961 চেসিস নং : CF2012719 **স্বত্বাধিকারীর নাম : জাহিদুল মিয়া**	৫,৭০,০২৪/- টাকা **জিএসটি সহ। যার নিচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না।** ** পার্কিং চার্জ ক্রেতাকে বহন করতে হবে।	**সংরক্ষিত মূল্যের ১০% ৫৭,০০২.৪০/- টাকা** বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ১,০০০/- টাকা	অ্যামিটি অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস প্রঃ লিঃ ফোন নং **৭৯০৮৯ ৫৪২৯৯**

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in -এ দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, অনুগ্রহ করে https://www.baanknet.com লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ: ১৮.০৪.২০২৬
স্থান: কোচবিহার

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পাঞ্জাব নৈশনল বৈংক / punjab national bank

সার্কেল অফিস: মুর্শিদাবাদ, জেনারেল সার্ভিসেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন, ২৬/১১, শহীদ সূর্য সেন রোড, গোরাবাজার, পো. + থানা- বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০১, www.pnbindia.in

লীজ চুক্তিতে প্রেমিসেস ভাড়ার জন্য প্রস্তাব আহ্বানকারী বিজ্ঞাপন

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক আগ্রহী প্রেমিসেস মালিকদের কাছ থেকে টু বিড সিস্টেম, অর্থাৎ টেকনিক্যাল এবং ফাইন্যান্সিয়াল বিডের অধীনে, তাদের শাখা অফিসের জন্য (কার্পেট এরিয়া ১২০০ থেকে ১৬০০ বর্গফুট, গ্রাউন্ড ফ্লোর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে) গ্রাম+পোস্ট: **দৌলাতাবাদ**, জেলা: মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২৩০২-তে লীজ/ভাড়ার ভিত্তিতে প্রস্তাব আহ্বান করছে।
খাম নং ১: (টেকনিক্যাল বিড)-এ ঠিকানা, সাইট প্ল্যান, নির্মাণের বিবরণ, কার্পেট এরিয়া, পার্কিং স্থান এবং মালিকানার প্রমাণ, মোবাইল নম্বর ইত্যাদি সম্পূর্ণ প্রযুক্তিগত বিবরণ থাকতে হবে।
খাম নং ২: (ফাইন্যান্সিয়াল বিড)-এ প্রতি বর্গফুট ভাড়া ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে।
সঠিকভাবে স্বাক্ষরিত সম্পূর্ণ প্রস্তাবটি দুটি পৃথক সিল করা খামে "Technical bid & Financial bid" লিখে উপরে উল্লিখিত **সার্কেল অফিস মুর্শিদাবাদ** এর ঠিকানায় এই বিজ্ঞাপনের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে, অর্থাৎ **০৪ঠা মে, ২০২৬ ১৭:০০ ঘন্টার আগে** পাঠাতে হবে। ব্যাঙ্ক কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে। এই বিষয়ে কোনো ব্রোকারেজ/কমিশন প্রদান করা হবে না।বিডের ফর্ম আমাদের সার্কেল অফিস/বিও **দৌলাতাবাদ**/পিএনবি ওয়েবসাইট **(https://pnbindia.in)** থেকে পাওয়া যাবে। ব্যাঙ্কের লীজ ডিডের খসড়া ফরম্যাটও ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে, যাতে আগ্রহী মালিকরা লীজ ডিডের শর্তাবলী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারেন।

সার্কেল হেড

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **বিরাজ প্রোজেক্টস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড** সংশ্লিষ্ট আইনি সম্পূর্ণ মালিক সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস নং ১, ২য় তলা (দক্ষিণ দিকে), পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ১২০০ বর্গফুট (কমবেশি), এবং এক কার পার্কিং স্পেস পরিমাপ আনুমানিক ১১০ বর্গফুট একতলায়, অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১০৯৪, পূর্বাচল মেন রোড, থানা : কসবা, কলকাতা-৭০০০৭৮, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১০৬, এবং সকল পরিষেবা এবং সুবিধা ভোগ দখলের অধিকারী (পরবর্তীতে উক্ত অফিস স্পেসের)।
মূল হস্তান্তর দলিল তারিখ ১৬ ডিসেম্বর ২০১০ সম্পাদিত বিরাজ প্রোজেক্ট (ইন্ডিয়া) প্রা লি . এর অনুকূলে (ক্রেতা হিসেবে উল্লিখিত) যথাযথভাবে রেজিস্ট্রিকৃত অফিস জেলা সাব রেজিস্ট্রার-৩, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভলুম্যম নং ১৭, পৃষ্ঠা ৫৫২৩ থেকে ৫৫৫৫, দলিল নং ০৯১১৯-২০১০ সালের, স্থানান্তরিত/হারিয়ে গিয়েছে এবং পাওয়া যাচ্ছে না যথেষ্ট খোঁজাখুঁজির পরও।
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোনও ব্যক্তি উক্ত মূল হস্তান্তর দলিল পেয়ে থাকলে বা হেফাজতে নিয়ে থাকলে নোটিশ প্রকাশের ১০(দশ) দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
কোনও ব্যক্তির কোনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ বা আপত্তি সংশ্লিষ্ট অফিস স্পেস বা উক্ত হস্তান্তর দলিল সম্পর্কিত থাকলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিত নোটিশ পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট দাবি, যদি কিছু থাকে, গ্রাহ্য হবে না।

এস জালান অ্যান্ড কোং
রুম নং ৯০ এবং ৯১, রাইট উইং, ৪র্থতল, ১০, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট,
কলকাতা- ৭০০০১। যোগাযোগ : ০৩৩ ২২৪৮ ৩৩৮৩

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া / Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ৭৪৭৯০০৭৩৫৬

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ (স্থাবর /অস্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬) এবং রুল ৬(২)]
স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের **রুল ৮(৬) এবং রুল ৬(২)** সংস্থান অধীনে স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পুরুলিয়া শাখা জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত "যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৬.০৫.২০২৬ তারিখ** ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কর্তৃক নিম্নে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য।
সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নে উল্লিখিত।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম ও ঠিকানা, শাখার নাম সহ	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক. নির্ধারিত ঋণ/বকেয়া পরিমাণ (টাকা) খ. দাবি নোটিশের তারিখ গ. দখলের তারিখ	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না জমা (ইএমডি) ৩. ডাক বাড়ানোর পরিমাণ
১	**সাঁকতিয়া শাখা,** অ্যাকাউন্ট নাম : **উৎপলেন্দু হাতি** **ঋণগ্রহীতার নাম : উৎপলেন্দু হাতি,** **বসবাসের ঠিকানা :** তিয়ান্দুল, সাঁকতিয়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি -দোতলা ভবন বসবাসের নির্মিত এরিয়া ৯.০০ ডেসিমেল জমিস্থিত। সম্পত্তির অবস্থান মৌজা- তিয়ান্দুল, থানা : রায়না, জেএল নং ৪০, এলআর প্লট নং ৩৬১২, এলআর খতিয়ান নং ১৭০১, জেলা -পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩৪২৪। সম্পত্তি শ্রী উৎপলেন্দু হাতি এর নামে।	**ক. ২৪.৬৮ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ** **খ. ১১.১১.২০২৪** গ. ২১.০৩.২০২৫	১. ২৪,৫৩,০০০.০০ টাকা ২. ২,৪৫,৩০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
২	ধাত্রীগ্রাম শাখা অ্যাকাউন্ট নাম : **শ্রী রূপক বসাক,** **ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী রূপক বসাক এবং সীমা বসাক,** নসরতপুর বর্ধমান	মোটর কার, **MG HECTOR PLUS**, রেজিস্ট্রেশন নং - **WB 42AX 3666**, **ইঞ্জিন নং 18L10320228** এবং **চেসিস নং MZ7BD1D3J3H032629**। (নথিভুক্ত মালিক **শ্রী রূপক বসাক**)।	ক. ১৬.০৭ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ	১. ১১,৯৪,৩০০.০০ টাকা ২. ১,১৯,৪৩০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৩	নবাবহাট শাখা অ্যাকাউন্ট নাম : **শ্রী রবিউল মন্ডল,** **ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী রবিউল মন্ডল এবং রূপসোনা খাতুন মন্ডল**	ট্র্যাক্টর, **TRAKSTAR 531 DLX**, রেজিস্ট্রেশন নং - **WB 42 BC 6886**, **ইঞ্জিন নং NNA6RCJ0011** এবং **চেসিস নং M9KCTAAAANVA01396**। (নথিভুক্ত মালিক : **শ্রী রবিউল মন্ডল**)। ভেহিকেল লোন অ্যাকাউন্ট নং -৪২০৯৭৬২১০০০০০১৪।	ক. ৫.০৯ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ	১. ২,০৮,০০০.০০ টাকা ২. ২০,৮০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা

নিয়ম ও শর্তাবলী :
(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল "অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং" প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট **https://BAANKNET.com** -এর মাধ্যমে হবে।
(২) **সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় ২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১০.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত,** যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ৫ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১৮০ মিনিট এবং যদি শেষ ৫ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ৫ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ৫ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি **২৫.০৫.২০২৬ বিকেল ৪টে পর্যন্ত** দেখতে পারেন।
(৩) আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল https://BAANKNET.com -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন ও ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের ইঅকশন দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য, এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি উপরে উল্লিখিত লিংক অনুসারে হবে। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যে কোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮ নম্বরে, অমিত কুমার সিং (+৯১৯০০৬০৮২০৪৫) অথবা পঙ্কজ সিং (+৯১ ৮০৫১৮ ০২৭৭৭) -এর সঙ্গে।
(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ "যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে", "যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত ভিত্তিতে" বিক্রি হবে। আগ্রহী বিডারদের নিজের মত অকশনে দেওয়া সম্পত্তি জড়িত কোন দায়, সম্পত্তির মালিকানা এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া যা ওই সম্পত্তিকে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে সে সব সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নিজেদেরকে অনুসন্ধান করতে হবে এমনি বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময়। অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ক্রেডিটর কোনওভাবেই দায়ী হবেন না কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া ক্ষেত্রে।
(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.** দ্বারা **BAANKNET** পোর্টালের উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা করার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
(৭) আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে **২৬.০৫.২০২৬** তারিখে বা তার পূর্বে।
(৮) সর্বোচ্চ/সফল দরদাতাকে বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে যার মধ্যে ইতিমধ্যেই পরিশোধ করা ইএমডি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক দর মূল্য গ্রহণের পরের দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে, এতে ব্যর্থ হলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকে এখানে উল্লিখিত সম্পত্তির সফল দরদাতা/ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে যদি তিনি সর্বদা বিড করার জন্য বৈধভাবে যোগ্য হন।
(৯) দর /ক্রয়ের অর্থের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ বিক্রয়ের **১৫তম দিনে** বা তার আগে প্রদেয় হবে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের (ব্যাংকিং চলাকালীন সময়ে) অথবা শুধুমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিতভাবে সম্মত হওয়া বর্ধিত সময়ের জন্য। সফল দরদাতা কর্তৃক অর্থপ্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে দরদাতার ইতিমধ্যে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাঙ্ক নিলাম বাতিল করতে এবং নতুন নিলাম পরিচালনা করতে পারেন।
(১০) সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার দরদাতার নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং তারপরে বিক্রয় সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনও দাবি গ্রহণ করবে না।
(১১) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যেকোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।
(১২) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ (৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
(১৩) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ -এর বিধি ৮(৬) এবং বিধি ৬(২) এর অধীনে উপরোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের জন্য তিরিশ (৩০) দিনের নোটিশ।

তারিখ: ১৭.০৪.২০২৬
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Format C-1
(For candidate to publish in Newspapers, TV)
(As per the Judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)
Name and address of candidate: **TUSHAR KANTI CHATTERJEE, 26/7, Rejaul Karim Sarani (Nayasarak Road), Berhampore, Murshidabad, 742101**
Name of political party: **WEST BENGAL SOCIALIST PARTY**
(Independent candidates should write "Independent" here)
Name of Election: - **WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY**
*Name of Constituency: - **70, REJINAGAR ASSEMBLY CONSTITUENCY**
I, **TUSHAR KANTI CHATTERJEE** (name of candidate), a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending Criminal Cases

S.L. NO.	Name of court	Case No. and Date	Status of Case	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1	Ld. J.M. 3rd Berhampore Court	2103/2008	Evidence Stage	U/S-417, 420, 406 506, IPC
2	Ld. J.M. 3rd Berhampore Court	2102/2008	Evidence Stage	U/S-417, 420, 406, 506 IPC
3	Ld. J.M. 2nd Berhampore Court	2104/2008	Evidence Stage	U/S-417, 420, 406, 506, IPC

(B) Details about cases of Conviction for criminal offences

Sl. No	Name of Court & Date of orders (s)	Description of offences (s) & Punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
NIL	NIL	NIL	NIL

*In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
শাখা কার্যালয়: কলকাতা

L&T Finance

দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট 2002 (এতদ্‌পরবর্তীতে আইন হিসাবে উল্লেখিত)-এর ধারা 13(2)-এর অধীনে
যেহেতু আপনারা আপনাদের ঋণ অ্যাকাউন্টের সুদ এবং মূলের কিস্তিগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে খেলাপ করেছেন, এবং উল্লেখিত বকেয়া প্রদেয়গুলি পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন, আমরা, আইনটির ধারা 13(2)-এর অধীনে আপনাদের সকলের (ঋণ গ্রহীতা / গণ, সহ-ঋণগ্রহীতা / গণ এবং জামিনদার / গণ) নিকট প্রদানের রসিদসহ নিবন্ধীত ডাক-এর মাধ্যমে দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছি। ফলস্বরূপ, ঋণ অ্যাকাউন্টটি, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর দ্বারা সম্পদ শ্রেণীকরণের উপর প্রদত্ত নির্দেশিকাগুলি অনুসারে হিসাব বইতে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তিটি ফেরত এসেছে "আনডেলিভার্ড" হিসাবে এবং এই কারণে আমরা এখন এই বিজ্ঞপ্তিটি ইস্যু করছি আপনাকে সমস্ত 13(2) আইনের অধীনে এবং এতৎদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অ্যামাউন্টটি প্রদান করার জন্য এল&টি ফাইনান্সিয়াল লিমিটেড। 60 দিনের সময়সীমায় এই পেপার নটিফিকেশন-এর তারিখ থেকে একত্রে পরবর্তী সুদের হারের সঙ্গে এবং অন্যান্য চার্জসমূহ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ পেমেন্ট বা আদায় পর্যন্ত। আপনার দ্বারা, এই বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীর অধীনে আপনার দায়গুলি পালন করার বিষয়ে আপনার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, আমরা আইনটির ধারা 13(4) অথবা ধারা 14-এর অধীনে আরোপিত অধিকারগুলির মধ্যে যেকোনটি অথবা সবগুলির ব্যবহার করতে বাধ্য হব। 'এটি, এই আইনটির এবং / অথবা সময়ে সময়ে বলবত থাকা অন্য যেকোন আইনের অধীনে আমাদের নিকট উপলব্ধ যেকোন অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংস্কারবিহীন'।

ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণ গ্রহীতা / গণ এবং সহ-ঋণ গ্রহীতা / গণ নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি: এনপিএ তারিখ	বকেয়া রাশি (₹)	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (বন্ধকীকৃত)
H082HL2409162 10047, H082HL2409162 10047L, H082HL2409162 10047G	1. বিভাস মজুমদার 2. জলি মজুমদার	ডিমান্ড নোটিশ তারিখ: 09/04/2026 এনপিএ তারিখ: 03/03/2026	টা. 28,10,805.73/- (আঠাশ লাখ দশ হাজার আটশ পাঁচ এবং তিয়াত্তর পয়সা মাত্র) তারিখ 07/04/2026 অনুসারে।	**তালিকা – I** সমস্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসনিক ফ্ল্যাট নং A চতুর্থ তলায় অবস্থিত যা পরিমাপ করা হবে এমন সম্পত্তি যার সুপার বিল্ড এরিয়া 940.13 বর্গফুট কম বা বেশি কভার করা আছে মেঝেতে টাইলস দিয়ে এবং লিফটের সুবিধা সহ দুটি বেড রুম, একটি ডাইনিং কাম লিভিং রুম, দুটি টয়লেট, একটি রান্নাঘর এবং একটি ব্যালকনি একত্রে অবিভক্ত ফ্ল্যাটটির আনুপাতিক মালিকানা এবং অংশীদারিত্ব যা "বসুধা অ্যাপার্টমেন্ট" নামে পরিচিত যা গঠিত হয়েছে উক্ত জমিতে যার অবস্থান মৌজা রহড়া,জে.এল.নং. 3, আর.এস. নং 61, তাউজি নং 3, 147, 160-162 যা আর.এস. খতিয়ান নং 271 এবং এল. আর খতিয়ান নং 1137, 278, যা অন্তর্ভূক্ত হল আর.এস. দাগ নং 1192/1314 অনুরূপ এল.আর. দাগ নং 3300 খড়দা পুলিশ স্টেশনের অধীনে, যা ধারণ করে আছে 45/83, ওয়ার্ড নং - 9, খড়দা মিউনিসিপ্যালিটিতে উত্তর 24 পরগণা,কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গে এবং ফ্ল্যাটটি চারিদিকে আছে: সীমানা: পূর্ব – দিক ফ্ল্যাট নং B; পশ্চিম – দিক খোলা জায়গা; উত্তর – দিক সিঁড়ি এবং লিফ্‌ট; দক্ষিণ – দক্ষিণ দিক খোলা জায়গা
H082HL2506171 13626, H082HT2506291 74306, H082HL2506171 13626L	1. গোপাল সাহা 2. অর্পিতা সিংহ	ডিমান্ড নোটিশ তারিখ: 09/04/2026 এনপিএ তারিখ: 03/03/2026	টা. 52,12,363.09/- (বাহান্ন লাখ বারো হাজার তিনশ তেষট্টি এবং নয় পয়সা মাত্র) তারিখ 07/04/2026 অনুসারে।	**তালিকা – I** ফ্ল্যাটটির সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি যার নং 4 বি, চতুর্থ তলায় অবস্থিত, মার্বেলের মেঝে, সুন্দর একটি অ্যাপার্টমেন্ট যার পরিমাপের সুপার বিল্ড আপ এরিয়া 1050 বর্গ ফুট জায়গায় অধিষ্ঠান যাতে আছে 3 (ওয়ান) বেড রুম, একটি (1) ডাইনিং কাম ড্রয়িং রুমের জায়গা, 1টি (ওয়ান) রান্নাঘর, 1টি (ওয়ান) ব্যালকনি / বরান্দা এবং 2টি স্নাপের ঘর সেই সঙ্গে একত্রে অবিভক্ত ফ্ল্যাটটির আনুপাতিক মালিকানা এবং অংশীদারিত্ব যা গঠিত হয়েছে উক্ত জমিতে যার অবস্থান দাগ নং 514 খতিয়ান নং 28-এর অধীন, তাউজি নং 1163, আর.এস. নং 74, জে.এল. নং 9, মৌজা বাদ্রা, যা ধারণ করে আছে হোল্ডিং নং 17, তরুণ সেন পল্লী, কলকাতা-700079, দমদম মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে, ওয়ার্ড নং 2, দমদম পুলিশ থানার অন্তর্গত, অতিরিক্ত সাব রেজিস্টার কার্যালয় কাশিপুর দমদম, জেলা 24 পরগণা (উত্তর)।

তারিখ: 18.04.2026
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

বিজেপি ক্ষমতায় এলে সোনামুখীতে বাইপাস ও সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের আশ্বাস শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: 'বিজেপি ক্ষমতায় এলে এক বছরের মধ্যে সোনামুখীতে বাইপাস ও সুপার স্পেশ্যালিটি হসপিটাল হবে।' বৃহস্পতিবার দুপুরে শালতোড়ার বিজেপি প্রার্থী চন্দনা বাউড়ির সমর্থনে শালতোড়া কলেজ মাঠে এক নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই দাবি করলেন শুভেন্দু অধিকারী।

পাশাপাশি নাম না করে শাসক দলকে আক্রমণ করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন 'কয়লা চুরি, পাথর চুরি, বালি চুরির পাশাপাশি বাঁকুড়া জেলায় নদী গুলির অবস্থা খারাপ করে দিয়েছে।' একই সঙ্গে তিনি আশ্বাস দেন, 'দু'হাজার টাকার বালি এখন ১৫ হাজার টাকা! এক লাখ ২০ তে বাড়ি হয়? আমরা ক্ষমতা এলে এমন টাকা দেওয়া হবে যাতে বাড়ি তৈরি করা যায় ও বালি চুরিও আটকানো হবে। গত ১৫ বছরে তৃণমূল অনেক প্রতিশ্রুতি দিলেও কিছুই হয়নি। এখন বদলের সময় এসেছে।' এদিন শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, 'নন্দীগ্রামে তৃণমূল নেত্রীকে হারিয়েছিলাম, এবার ভবানীপুরেও হারাবো।' পরে সোনামুখীর রামপুরে একটি সভা করেন তিনি। সেখানেও রাজ্যে পরিবর্তনের ডাক দেন। তিনি বলেন, 'প্রত্যেকটা বুথে পদ্মফুল ফোটাতে হবে। এছাড়াও বিজেপি ক্ষমতায় এলে এক বছরের মধ্যে সোনামুখীতে বাইপাস হবে এবং সুপার স্পেশ্যালিটি হসপিটাল তৈরি করা হবে।' পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'দেবাশিস কুমাররা চুরি করেছেন, আয়কর জমা দেননি। ভোটের সময় বলে তো আয়কর অভিযান বন্ধ থাকবে না।' নন্দীগ্রামে উত্তেজনা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'ওখানেও হারবে, তাই আমাদের সংখ্যালঘু নেতা আব্বাসের বাড়ির সামনে বোমা ফেলেছে।'

জামালপুরে 'দলবদলু' নেতাকে বহিষ্কারের দাবি

ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি বিজেপি কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, দলবদলের রাজনীতি ততই সরগরম হয়ে উঠছে। তবে জামালপুরে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়ে কার্যত চরম অস্বস্তিতে পড়লেন শ্রমিক নেতা গৌরসুন্দর মণ্ডল। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের হাত ধরে গেরুয়া শিবিরে নাম লেখালেও, তাকে গ্রহণ করতে নারাজ স্থানীয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, খোদ বিজেপি প্রার্থীকেও মেজাজ হারিয়ে প্রতিশ্রুতি দিতে হয়, 'গৌরসুন্দরের সঙ্গে চলব না।'

উল্লেখ্য, সম্প্রতি তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের প্রভাবশালী নেতা গৌরসুন্দর মণ্ডল বিজেপিতে যোগদান করেন। এই খবর জামালপুরে পৌঁছাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, যে নেতার অত্যাচারে এলাকায় সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ ছিল, তাঁকেই দলে নেওয়া কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। বিজেপি কর্মীদের আরও অভিযোগ, তৃণমূলের নেতা থাকাকালীন গৌরসুন্দর মণ্ডল এলাকায় 'তাণ্ডব' চালিয়েছেন। যার কারণেই তাকে মেনে নেওয়া সম্ভব না। বিক্ষোভ চলাকালীন বিজেপি কর্মীরা তাঁকে 'চোর' সম্বোধন করে স্লোগান দেয়। তাকে অবিলম্বে দল থেকে বহিষ্কার করতে হবে, না হলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন। বিক্ষোভের আঁচ গিয়ে পড়ে বিজেপি প্রার্থী অরুণ হালদারের ওপর। ক্ষুব্ধ কর্মী-সমর্থকরা তাঁকে ঘিরে ধরে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে নাজেহাল প্রার্থী শেষমেশ জনসমক্ষে তিনবার ঘোষণা করেন যে, তিনি গৌরসুন্দরের সঙ্গে কোনও সাংগঠনিক কাজ করবেন না। কর্মীদের আশ্বস্ত করতে তিনি বলেন, 'গৌরসুন্দরের সঙ্গে চলব না।' অন্যদিকে, দলবদলের এই নাটকের মাঝেই কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। দল ছাড়ার গুঞ্জন শোনা মাত্রই বা তার আগেই শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের পদ থেকে গৌরসুন্দর মণ্ডলকে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে শাসক শিবিরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এই অসন্তোষ শুধুমাত্র স্লোগানেই সীমাবদ্ধ নেই। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের একাংশ এবং বুথ স্তরের কর্মীরা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, গৌরসুন্দর মণ্ডলকে বহিষ্কার না করলে তাঁরা কোনও সাংগঠনিক কাজে অংশ নেবেন না। প্রয়োজনে আসন্ন নির্বাচনে ভোট বয়কটের পথেও হাঁটতে পারেন তাঁরা। এখন দেখার, নিচুতলার কর্মীদের এই বিদ্রোহের মুখে পড়ে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব জামালপুরের সমীকরণ মেলাতে কী পদক্ষেপ নেয়। আদি ও নব্য বিজেপির এই সংঘাত শেষ পর্যন্ত নির্বাচনী ফলে কোনও প্রভাব ফেলে কি না, সেটাই এখন দেখার।

দুর্গাপুরে মুখ্যমন্ত্রীর পদযাত্রায় জনজোয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: জনজোয়ারে ভাসল মুখ্যমন্ত্রীর পদযাত্রা। শুক্রবার দুর্গাপুরের প্রান্তিকা পাঁচমাথা মোড় থেকে ভিড়িঙ্গি পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার জুড়ে বিশাল পদযাত্রা হয়। নেতৃত্বে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পদযাত্রাকে ঘিরে সকাল থেকেই এলাকাজুড়ে তৈরি হয় উৎসবের আবহ, আর সময় যত গড়িয়েছে, ততই মানুষের ঢল নেমেছে রাস্তায়। হাজার হাজার তৃণমূল কর্মী সমর্থকের উপস্থিতিতে কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হয় পুরো পথচিত্র। এই পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পূর্ব কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ মজুমদার, দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রের প্রার্থী কবি দত্ত এবং পাণ্ডবেশ্বরের প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে দেখা যায় তুমুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা। পদযাত্রার সূচনা থেকেই রাস্তার দু'ধারে উপচে পড়া ভিড় চোখে পড়ে। বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ দল বেঁধে এসে যোগ দেন এই মিছিলে। কোথাও ঢাক, কাঁসর, শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হয়েছে পরিবেশ, আবার কোথাও বরণ ডালা হাতে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষ নেত্রীকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। বহু জায়গায় ফুল বর্ষণ করে স্বাগত জানানো হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। গোটা এলাকা জুড়ে শোনা যায় 'জয় বাংলা' স্লোগান। পদযাত্রার পথে নিরাপত্তার জন্য ছিল কড়া পুলিশি ব্যবস্থা। প্রান্তিকা থেকে ভিড়িঙ্গি পর্যন্ত এই পদযাত্রা শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, বরং একপ্রকার জনউৎসবে পরিণত হয়েছিল এদিন। বিপুল মানুষের অংশগ্রহণ, আবেগ এবং উচ্ছ্বাস মিলিয়ে দুর্গাপুরের এই মিছিল বিধানসভা নির্বাচনে গুরুত্ব বহন করবে।

'দলবদলু' গৌরসুন্দরকে বহিষ্কার তৃণমূল কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের ব্লকের সহ-সভাপতি গৌরসুন্দর মণ্ডল বিজেপির রাজ্য পার্টি অফিসে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন। সেই ঘটনার পরই দল থেকে তাঁকে সাসপেন্ড করল তৃণমূল কংগ্রেস। কালনার পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় থাকা কালনা শহর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কার্যালয় থেকে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন জেলা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি সন্দীপ বসু। তাঁকে দলীয় নির্দেশ অনুযায়ী সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে তিনি জানান। বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁর দলের সাথে দূরত্ব ছিল। দলের গাইডলাইন না মেনে দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি কাজ করতেন বলে অভিযোগ আসে। পাশাপাশি সন্দীপ বসু আরও বলেন, 'দলের নির্দেশে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। উনি কোনও দিন সেই ভাবে শ্রমিক সংগঠন করেননি। দল নতুন কমিটি ঘোষণার পরেই তিনি ব্লকের সহ-সভাপতি দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তিনি এমন বড় কোনও নেতা নন, যে তার চলে যাওয়াতে দলের কোনও ক্ষতি হবে।'

প্রয়োজনে নবদ্বীপে বুলডোজার ট্রিটমেন্ট হবে: শ্রুতি শেখর

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: 'প্রয়োজনে বুলডোজার ট্রিটমেন্ট হবে', জানালেন বিজেপির নবদ্বীপ বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী শ্রুতি শেখর গোস্বামী। এদিন নবদ্বীপ বিধানসভার মাজদিয়া পানশিলা পঞ্চায়েতের শিমুলগাছি এলাকায় চরক মেলা উপলক্ষে চলছিল একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অভিযোগ, সেই সময় পার্শ্ববর্তী আনন্দবাস এলাকা থেকে কয়েকজন দুষ্কৃতী এসে অনুষ্ঠান দেখতে আসা কয়েকজন মেয়েকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। এরপরেই সেই দুষ্কৃতীদের এলাকার কয়েকজন যুবক বাধা দিলে তাদের উপর চরাও হয়ে দুষ্কৃতীরা মারধর করে বলে অভিযোগ। এলাকাবাসীরা জানান, এরপর পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে, কিন্তু দুষ্কৃতীদের কিছু না বলে এলাকার যুবকদেরকেই ৪ মে'র পর দেখে নেওয়ার হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। এই পুরো ঘটনার খবর পেয়ে নবদ্বীপ বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী শ্রুতি শেখর গোস্বামী ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং এলাকাবাসীদের সঙ্গে কথা বলে আশ্বাস দেন, 'যেই পুলিশ অফিসার এই রকম বলেছে তাঁর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানানো হবে। পাশাপাশি বিজেপিকে ভোটে দিয়ে আপনারা জেতালে আপনাদের এখানে একটা বুলডোজার এনে রেখে দেব। এই বুলডোজার দিয়েই ট্রিটমেন্ট হবে।' এ বিষয়ে নবদ্বীপ ব্লক তৃণমূল সভাপতি সজল কর জানান, 'নির্বাচনে না জিততেই এমন হুঙ্কার। জিতলে কি পরিস্থিতি করবে এবার বুঝুন। উনি নাকি একজন মন্দিরের সেবায়েত। তাঁর মুখ দিয়ে এই ধরনের হুঙ্কার একদম বেমানান। শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এর জবাব দেবে ভোট বাক্সে।'

মহিলাদের সমর্থনে জোর পাচ্ছেন বিজেপির হেমন্ত বাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ বিধানসভা কেন্দ্রে জোরকদমে নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছেন বিজেপি প্রার্থী হেমন্ত বাগ। শুক্রবার সকালেই তিনি মনসাডাঙা এলাকায় দেবী মনসার পুজো দিয়ে প্রচারসূচি শুরু করেন। পুজোর পর স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগে নামেন তিনি। এদিন তার প্রচার ঘিরে বিশেষ করে মহিলাদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। সকাল থেকেই বহু মহিলা তাকে ঘিরে শুভেচ্ছা জানান এবং তার সঙ্গে কথা বলেন নিজেদের সমস্যা ও প্রত্যাশা নিয়ে। প্রতিদিনের মতো এদিনও কয়েকশো কর্মী-সমর্থককে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচার চালান হেমন্ত বাগ। এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে তিনি তুলে ধরেন আরামবাগের মূল সমস্যাগুলি, প্রতিবছরের বন্যা পরিস্থিতি, কৃষকদের ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া, আরামবাগ মেডিকেল কলেজের পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা। পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পল্লশ্রী ব্রিজ নির্মাণ, গ্রামীণ রাস্তার সংস্কার ও নতুন রাস্তা তৈরির প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি। এই প্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থী হেমন্ত বাগ বলেন, 'আরামবাগের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে নানা সমস্যায় ভুগছেন। বন্যা, কৃষকদের দুরবস্থা, চিকিৎসা পরিষেবার ঘাটতি, এসবের স্থায়ী সমাধান দরকার। রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার গঠন হলেই এই উন্নয়ন দ্রুত সম্ভব। আমি জয়ী হলে সারা বছর মানুষের পাশে থেকে কাজ করব, বিশেষ করে মহিলাদের নিরাপত্তা ও সম্মানের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে।' এদিন প্রচারে অংশ নেওয়া মনসাডাঙার বাসিন্দা এক মহিলা বলেন, 'হেমন্তবাবুকে আমরা আমাদের এলাকার মানুষ হিসেবেই দেখি। তিনি আমাদের কথা শোনেন, সমস্যা বোঝেন। আমরা চাই এমন একজন প্রতিনিধি যিনি আমাদের পাশে থাকবেন। তাই আমরা চাই বিজেপি জিতুক এবং উন্নয়ন হোক।' অন্য এক মহিলা সমর্থকের বক্তব্য, 'এলাকায় রাস্তা-ঘাট, হাসপাতাল, সবকিছুর উন্নতি দরকার। মহিলাদের নিরাপত্তাও একটা বড় বিষয়। হেমন্তবাবু যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, আমরা বিশ্বাস করি তিনি তা পূরণ করবেন।' নির্বাচন যত এগোচ্ছে, ততই আরামবাগ বিধানসভায় রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। তার মধ্যেই প্রচারে জোর দিয়ে মানুষের আস্থা অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বিজেপি প্রার্থী হেমন্ত বাগ।

আমার যা দেওয়ার, আমি দিয়ে দিয়েছি: অনুব্রত মণ্ডল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। বিধানসভা নির্বাচনে দলের প্রার্থীর হয়ে প্রচারে এসে পুরানো ছন্দেই দেখা গেল অনুব্রত মণ্ডলকে। সভা থেকে স্পষ্ট দাবি করে জানান, 'বাংলায় ফের তৃণমূল ক্ষমতায় আসছে, আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন।' শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অপূর্ব চৌধুরীর সমর্থনে কাসেমনগরে জনসভা করেন অনুব্রত মণ্ডল। শুক্রবার সেই সভা মঞ্চ থেকে একাধিক ইস্যুতে সরব হন তিনি। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন ও বিরোধীদের কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। সভায় বক্তব্য রাখ তে গিয়ে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, 'নির্বাচন কমিশন কী ওষুধ তৈরি করেছে, সেটা দেখার দরকার নেই। আমার যা দেওয়ার, আমি দিয়ে দিয়েছি।' তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জোর চর্চা। ভোট চাওয়ার ধরন নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তিনি জানান, 'এটা জোড় হাত নয়, মানুষের আশীর্বাদ চাওয়া। মানুষকে বলেছি ভাঁওতার কাছে যেন না ঝোঁকে।' বিরোধীদের হুমকির অভিযোগ প্রসঙ্গে তাঁর সাফ জবাব, 'তৃণমূল কর্মীরা ভয় পায় না। জেল আমাদের কাছে বাড়ির মতো, থানাও আড্ডাখানা।'

সভায় বারবার 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'এটা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের জায়গা। বেশি বাড়াবাড়ি করলে সব সামলে দেবে।' এছাড়াও কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, 'এগুলো বাংলাকে ভয় দেখানোর জন্য আনা হয়েছে। বাংলার মানুষ ভয় পায় না, এর জবাব দেবে ভোটে।' আসন সংখ্যা নিয়ে আশাবাদী তিনি। বলেন, 'আমরা ২৩০ থেকে ২৩৫ আসন পাব।'

সভা শেষে সাংবাদিকদের একাধিক প্রশ্নের উত্তরে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, 'খেলা চলছে, আর বাংলার মানুষই শেষ কথা বলবে।' এদিন সভাকে ঘিরে কর্মী সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত।

ফের প্রচারে বাধা!

মহিলাদের বিক্ষোভের মুখে অশোক কীর্তনিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: আবারও প্রচারে গিয়ে বাধার মুখে বনগাঁ উত্তরের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনিয়া। পাল্টা মারধরের অভিযোগ তৃণমূল পন্থী মহিলাদের। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। আগেও একাধিকবার বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় বনগাঁ উত্তর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী অশোক কীর্তনিয়ার শুক্রবার আবারও বনগাঁ উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অশোক কীর্তনিয়া বনগাঁ পৌরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ড প্রচারে গিয়েছিলেন। ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের মহিলারা তাঁকে 'গো ব্যাক' স্লোগান দিতে থাকেন ও বিধায়কের কাছে জানতে চান গত পাঁচ বছর তিনি এই এলাকায় আসেননি কেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। বিজেপির প্রচার মিছিলের উল্টো দিক থেকে মহিলারা 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে থাকেন। শুরু হয় দু'পক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি পরবর্তীতে পুলিশের তৎপরতায় অশোক কীর্তনিয়ার প্রচার মিছিল সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন। বনগাঁ উত্তরের বিজেপি প্রার্থী অশোক কীর্তনিয়া জানিয়েছেন, 'তৃণমূলের গুন্ডারা ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্রচারে বাঁধা সৃষ্টি করেছে। বনগাঁয় ভোট হতে গেলে তৃণমূলের গুন্ডাদের জেলে পুরতে হবে।' মহিলাদের অভিযোগ, তাঁরা অশোক কীর্তনিয়ার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, গত পাঁচ বছর তাঁকে কেন দেখা যায়নি? পাল্টা বিজেপি কর্মী সমর্থকরা মহিলাদের মারধরের অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা।

প্রথম আন্তঃজেলা ক্যারম প্রতিযোগিতা প্লুটোতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বিগত ১৪ ও ১৫ই এপ্রিল ২০২৬ হুগলি জেলার প্লুটো ক্যারম একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হল প্রথম হুগলি আন্তঃজেলা ক্যারম প্রতিযোগিতা। তিনটি বয়স ভিত্তিক বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জেলার মোট ৩৬ জন পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড় অংশ নিয়েছিলেন এতে। সমস্ত বিভাগের প্রথম চার জনকে মেডেল এবং আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়। মা স্বর্গতঃ সুনীতা সানার স্মৃতির উদ্দেশ্যে সমস্ত আর্থিক পুরস্কারগুলো দেন হুগলি ক্যারম এসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ শুভজিৎ সানা। প্রত্যেক বিভাগের চ্যাম্পিয়নকে বিশেষ উপহার দেন হুগলি ক্যারম অ্যাসোসিয়েশনের খেলোয়াড় শুভাশিস ভট্টাচার্য এবং জনৈক অভিভাবক শাশ্বত বোস। প্রতিযোগিতার দিনগুলিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য ক্যারম সংস্থার সভাপতি দেবাশিস চৌধুরী, সম্পাদক দিব্যেন্দু সিমলা ই এবং কোষাধ্যক্ষ লক্ষ্মণ মুর্মু। এছাড়াও ছিলেন হুগলি ক্যারম অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মানব কল্যাণ দাস, সম্পাদক অলোক দে, যুগ্ম সম্পাদক নীলাভ মৈত্র এবং সর্বভারতীয় আম্পায়ার রূপক কর্মকার। পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে বিশিষ্টদের মধ্যে যারা ছিলেন তারা হলেন দার্জিলিং জেলা ক্যারম সংস্থার সভাপতি বর্ণালী ঘোষ, রাজ্য ক্যারম সংস্থার অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক দুর্জয় ঘোষ, হুগলি ক্যারম সংস্থার মুখ্য উপদেষ্টা রমেন্দ্র রায় চৌধুরী, রিজার্ভ ব্যাংক স্পোর্টস ক্লাবের প্রাক্তন সম্পাদক অসীম কুমার রায় এবং হাওড়া জেলা ক্যারম সংস্থার সম্পাদক পীযূষ চাউলে।

বিশ্ব হিমোফিলিয়া দিবসে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: শুক্রবার ছিল বিশ্ব হিমোফিলিয়া দিবস। এই উপলক্ষ্যে বর্ধমান সদর প্যায়ারা নিউট্রিশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে কাঞ্চননগর উদয়পল্লী এলাকায় একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। তাপমাত্রার পারদ এবং ভোটের পারদ চড়তে থাকার সাথে সাথে ব্লাড ব্যাংকগুলিতে রক্তসংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য ধারাবাহিকভাবে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে চলেছে বর্ধমান সদর প্যায়ারা নিউট্রিশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। সংস্থার সম্পাদক প্রলয় মজুমদার জানান সমগ্র ভারতবর্ষে চাহিদার তুলনায় রক্তের যোগান সর্বদাই ৭ শতাংশ কম থাকে, তাই আগামী প্রজন্মকে রক্তদানে ক্রমাগত উৎসাহিত করতে হবে এবং বিদ্যালয় স্তর থেকে রক্তদানের উপকারিতা সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদান করতে হবে।

প্রদীপ মজুমদারের সমর্থনে লাগানো ব্যানার ফেলে দেওয়া ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুর পূর্বের তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ মজুমদারের সমর্থনে লাগানো ব্যানার ফেলে দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল এবিএল হাসপাতাল গেট চত্বর এলাকায়। শুক্রবার সকালে এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায়। প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন তৃণমূল কর্মীরা, ক্ষোভে মুহূর্মুহু ওঠে স্লোগান। ঘটনায় অভিযোগের তির রাম-বাম উভয় শিবিরের দিকেই। অভিযোগ, অন্য দলের ব্যানার অক্ষত থাকলেও, কেন শুধুমাত্র তৃণমূলের ব্যানার সরানো হল? এই প্রশ্ন তুলে সরব হন দুর্গাপুরের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর দীপেন মাজি। অভিযোগের কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে নির্বাচন কমিশনকে। যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, 'এই ধরনের ঘটনা তৃণমূলেরই সংস্কৃতি, বিজেপির নয়।' ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে উত্তেজনার পারদ। রাজনৈতিক চাপানউতোরে ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে দুর্গাপুরের ভোটের ময়দান।

তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: শুক্রবার শহর রানিগঞ্জের বুকে অবস্থিত এক প্রাইমারি স্কুলে ঘটে গেল চাঞ্চল্যকর ঘটনা। যা প্রকাশ্যে আসতেই ছড়াল উত্তেজনা। ক্ষোভে ফেটে পড়ল অভিভাবক মহল। রানিগঞ্জ থানার অন্তর্গত অশোকপল্লি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল সেই বিদ্যালয়েরই শিক্ষক প্রশান্ত খাঁ-এর বিরুদ্ধে। ঘটনার বিষয় সামনে আসতেই বিদ্যালয় চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। দফায় দফায় ঘটনাস্থলে স্থানীয় মানুষজন এমনকি পড়ুয়াদের অভিভাবকরা পৌঁছে বিদ্যালয় চত্বরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। পড়ুয়াদের অভিভাবকদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই অশোকপল্লি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক হিসেবে কর্মরত প্রশান্ত খাঁকে নিয়ে তাঁদের ছেলেমেয়েরা অস্বস্তিতে পড়েছিল। শিক্ষকের কিছু অশালীন আচরণে ভয়ে অনেকপড়ুয়া স্কুল যাওয়াও নাকি বন্ধ করে দিয়েছিল বলে অভিযোগ করেন অভিভাবকদের একাংশ। তবে এদিন দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে স্থানীয় ও অভিভাবক মহলে। একজন শিক্ষক হয়ে খুদে ছাত্রীদের প্রতি এমন আচরণে বিক্ষুব্ধ জনতা মারমুখী হয়ে উঠলে দ্রুত ঘটনাস্থলে রানিগঞ্জ থানার পুলিশ পৌঁছায়। জনতার রোষের মুখ থেকে সেই মুহূর্তে শিক্ষক প্রশান্ত খাঁ-কে বিদ্যালয় থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। একজন শিক্ষক হয়ে খুদে পড়ুয়াদের উপর এমন আচরণে নিন্দায় সরব হয়েছেন সেই বিদ্যালয়েরই প্রধান শিক্ষকও।

মেদিনীপুরে হারানো জমি ফেরানোর লড়াই বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মেদিনীপুরে হারানো আসন ফিরে পেতে মরিয়া প্রচারে নেমেছেন বিজেপি প্রার্থী ডক্টর শংকর গুছাইত। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে মেদিনীপুর কেন্দ্রে বিপুল ভোটে জয়ী হন দিলীপ ঘোষ। গতবার তাঁকে এই কেন্দ্র থেকে সরিয়ে বর্ধমান-দুর্গাপুর আসনে লড়তে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি হেরে যান। দিলীপ ঘোষের অনুপস্থিতিতে মেদিনীপুর কেন্দ্র থেকে জিতে যান তৃণমূলের জুন মালিয়া। তিনি আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা এই লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালকে হারিয়ে দেন। ফলে বিজেপির শক্ত ঘাঁটিতেই দলের মাটি আলগা হয়ে যায়। গুলিয়ে যায় সমস্ত হিসেব-নিকেশ। যা নিয়ে দলের মধ্যেই তৈরি হয় বিতর্কের দড়ি টানাটানি। সেই হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটানা প্রচার চালাচ্ছেন ডক্টর শংকর গুচ্ছাইত। লোকসভা নির্বাচনে দলের ভুল সিদ্ধান্তে মাটি হারানোর খেসারত গুনতে হচ্ছে তাঁকে। কারণ, গত লোকসভা নির্বাচনে মেদিনীপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত জুন মালিয়া ছিলেন এখানকার বিধায়ক। ফলে তারপরেই উপনির্বাচন হয় এই কেন্দ্রে। উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী করেন সুজয় হাজরাকে। তিনি বড় ব্যবধানে অনায়াসেই জয় পেয়ে যান। দিলীপ ঘোষের তৈরি মাটি গত লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থীবদল করে নষ্ট করে দেওয়ার মাসুল এভাবেই গুনতে হয় বিজেপিকে। তাই জোরদার প্রচারে নেমেছেন শংকর গুছাইত। সারাদিন ব্যস্ত থাকছেন বাড়ি বাড়ি প্রচারে। শুক্রবারও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা নিয়ে শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় প্রচার শুরু করেন। কালেক্টর মোড়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন। তাদের এলাকার সমস্যার কথা শোনেন। দুপুরে জনসংযোগ কর্মসূচিতে বাজারের দোকানদার ও পথচলতি সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন, তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

বিজেপিকে সমর্থন করার আহ্বান জানান। এলাকার উন্নয়ন, পরিকাঠামো শ্রীবৃদ্ধি এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের প্রতিশ্রুতিও দেন। কালেক্টরেট মোড়ে তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, মেদিনীপুরের মানুষ এবার পরিবর্তন চাইছেন। প্রচারে ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। মেদিনীপুর কেন্দ্রে বিজেপির হারানো মাটি উদ্ধার করতে দলীয় কর্মীদের নিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করছি। উদ্ধার হবেই।

৪০০ বছর ধরে ঐতিহ্য বহন করে চলেছে বাচামারির গম্ভীরা উৎসব

চামুণ্ডা ও বুড়ি কালীর সাক্ষাৎ হয় উৎসবের দিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রায় ৪০০ বছরের পুরনো পুরাতন মালদার বাচামারি কলোনির গম্ভীরা উৎসব শুরু হল। বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় দিন শুক্রবার সকাল থেকেই বাচামারি কলোনি এলাকার চামুণ্ডা ও বুড়ি কালী মন্দিরে ধুমধাম করে পুজো দিয়েই শুরু হয় এই উৎসব। তার আগে বৃহস্পতিবার অমাবস্যা থাকাকালীন ওই দুই দেবীর মন্দির খোলা হয়। এরপর এদিন সকাল থেকেই চলে নানান ভাবে গম্ভীরা অনুষ্ঠান। পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানের মধ্যেই এলাকার মহিলারা সিঁদুর খেলায় মাতেন। এছাড়াও দেবীর ভোগ হিসেবে বাতাসা, শুকনো মিষ্টি হরিলুটের মাধ্যমেই ভক্তদের মধ্যে বিলির প্রথা যুগ যুগ ধরে হয়ে আসছে।

এই উৎসবকে ঘিরেই বহু ভক্তেরা ভিড় করেন বাচামারি কলোনি এলাকায়।

বাচামারি গম্ভীরা উৎসব কমিটির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, 'গম্ভীরা হল শিবের আরাধনা। তার অন্যতম অংশ চামুণ্ডা এবং বুড়ি কালীর মুখোশ নৃত্য। প্রতি বছর বৈশাখের দ্বিতীয় দিন রাতে মশাল নাচের মাধ্যমে এই উৎসবের সূচনা হয়। উৎসব শেষ হয় চামুণ্ডা মুখোশ নৃত্যের মাধ্যমে। কালের নিয়মে এই লোক সংস্কৃতির অনেক ধারা বিলুপ্তপ্রায়। তার মধ্যেও গম্ভীরার প্রাচীন প্রথাকে বাঁচিয়ে রেখেছে পুরাতন মালদার বেশ কিছু এলাকা। বাচামারি তার মধ্যে অন্যতম। শুক্রবার ভোরে বাচামারি এলাকায় সেই মুখোশ নৃত্যে মেতে উঠেছিল আট থেকে আশি। এলাকার মানুষজন মনে করেন, এদিন মা কালীর দুই রূপ, বুড়ি কালী ও চামুণ্ডা কালীর মিলনের দিন। কাজেই দুই পাড়ায় থাকা দুই বোনের মন্দির ছিল সরগরম। বাচামারি গম্ভীরা উৎসব ও পুজো কমিটির কর্মকর্তা অভিষেক সরকার জানিয়েছেন, 'প্রায় চারশো বছরের পুরোনো এই প্রথা। এখানে দুই বোন মা কালী রূপে বিরাজ করেন। বড় বোন চামুণ্ডাকালী আমাদের পাড়ায় থাকেন। পাশের পাড়ায় থাকেন ছোট বোন বুড়িকালী। প্রতিবছর বৈশাখ মাসে দ্বিতীয় দিনে দুই বোনের মিলন হয়। আগে এখানে মা চামুণ্ডা একাই থাকবেন বলে বাকি দুই বোনকে ফেলে দিতেন। তখন পূর্বপুরুষরা এক বোনকে পাশের পাড়ায় দিয়ে দেন। তাই প্রতি বছর ২ বৈশাখ রাতে গম্ভীরা গানের আসর বসে। ভোরে সবাই স্নান সেরে নাচে অংশ নেয়। প্রথমে বড় বোনের মুখা নাচ হয়। মা চামুণ্ডা প্রথমে ছোট বোনের কাছে যান। সেখানে দুই বোনের নাচ হয়। দুই বোন ফের এ'পাড়ায় আসেন। তারপর তাঁরা নিজেদের জায়গায় চলে যান। সারা বছর আর তাঁদের সেখান থেকে বের করা হয় না।' এদিকে এই পুজো ও গম্ভীরা উৎসবকে ঘিরে পুরাতন মালদা জুড়ে বসে বিভিন্ন ছোটোখাটো মেলা।

সুপ্রিমে নাকচ পবনের অগ্রিম জামিন আবেদন

গুয়াহাটি এসে আত্মসমর্পণের পরামর্শ হিমন্তের

উত্তর দিনাজপুর, ১৭ এপ্রিল: সুপ্রিম কোর্টে ট্রানজিট অগ্রিম জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন খারিজ হওয়ায় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতা পবন খেড়াকে গুয়াহাটি গিয়ে আত্মসমর্পণ করার পরামর্শ দিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা।

অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা দিয়ে তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট থেকে প্রাপ্ত ট্রানজিট অগ্রিম জামিনের মেয়াদ বাড়াতে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন খেড়া। অসমে উপযুক্ত আদালতে যাওয়ার জন্য আরও সময় চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট তাঁর এই আবেদন খারিজ করে অসমে গিয়ে উপযুক্ত আদালতে অগ্রিম জামিন আবেদন করতে পবন খেড়াকে নির্দেশ দিয়েছে।

আজ শুক্রবার এখানে এক নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণ দিতে এসেছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী। সুপ্রিম কোর্টের আজকের নির্দেশ প্রসঙ্গে এখানে উপস্থিত সংবাদিকদের জিজ্ঞাসার জবাবে অসমের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কংগ্রেস নেতা পবন খেড়ার উচিত আইনি প্রক্রিয়া মেনে অসমের উপযুক্ত আদালতে হাজির হওয়া। গুয়াহাটি এসে তাঁর আত্মসমর্পণ করা উচিত।'

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার স্ত্রী রিনিকি ভূঞা শর্মার একাধিক বিদেশি পাসপোর্ট রয়েছে বলে অসম বিধানসভা নির্বাচনের চারদিন আগে গত ৫ এপ্রিল গুয়াহাটিতে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে গুরুতর অভিযোগ তুলেছিলেন কংগ্রেস নেতা পবন খেড়া। ওই অভিযোগকে খণ্ডন করে গত ৬ এপ্রিল কংগ্রেস নেতা পবন খেড়ার বিরুদ্ধে আসাম পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন রিনিকি ভূঞা শর্মা।

রিনিকি ভূঞা শর্মার অভিযোগের ভিত্তিতে পবন খেড়ার বিরুদ্ধে গুয়াহাটিতে আসাম পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-র ১৭৫ (নির্বাচনের সঙ্গে সম্পর্কিত মিথ্যা বিবৃতি), ৩৫ (ব্যক্তি ও সম্পত্তির আত্মরক্ষার অধিকার) এবং ৩১৮ (প্রতারণা) সহ বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। এই মামলার ভিত্তিতে গত ৭ এপ্রিল আসাম পুলিশের একটি দল দিল্লিতে পবন খেড়ার বাসভবনে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁকে পাওয়া যায়নি।

এর পর পবন খেড়ার কৌঁসুলি অভিষেক মনু সিংভি গত ৮ এপ্রিল তেলেঙ্গানা হাইকোর্টে তাঁর মক্কেলকে (পবন খেড়া) অগ্রিম জামিন প্রদানের আবেদন জানিয়ে এই মামলায় গ্রেপ্তারি থেকে সুরক্ষা চেয়েছিলেন।১০ এপ্রিল তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের বিচারপতি সুজানা কালাসিকামের আদালত পবন খেড়ার জামিন আবেদনের শুনানিকালে সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সুরক্ষার কথা উল্লেখ করে কিছু শর্ত বেঁধে দিয়ে এক সপ্তাহের অন্তর্বর্তী ট্রানজিট অগ্রিম জামিন মঞ্জুর করেছিল।

এদিকে তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত এক সপ্তাহের অন্তর্বর্তী জামিনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ১২ এপ্রিল ভারতের সুপ্রিম কোর্টে অসম সরকারের পক্ষ থেকে আইনজীবী শুভদীপ রায় আবেদন দায়ের করেছিলেন। ১৫ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জেকে মহেশ্বরী এবং অতুল এস চন্দুরকরের ডিভিশন বেঞ্চ অসম সরকারের দায়েরকৃত আবেদনের শুনানি শেষে তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের এক সপ্তাহের ট্রানজিট অগ্রিম জামিনের আদেশ স্থগিত করে বলেছিল মামলা যখন অসমের, তখন অসমে গিয়ে তাঁকে অগ্রিম জামিন নিতে হবে।

এই নির্দেশের পরও ফের তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত এক সপ্তাহের অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ বাড়াতে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন পবন খেড়া। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে এই আবেদন আমল পায়নি।

মহিলা সংরক্ষণ বিল নির্বাচনী মানচিত্র পরিবর্তনের পরিকল্পিত প্রচেষ্টা: রাহুল

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল: সংসদের তিন দিনব্যাপী বিশেষ অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে লোকসভায় মহিলা সংরক্ষণ ও আসন পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত সংশোধনী নিয়ে আলোচনার সময় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বলেন, সরকারের আনা বিলটি মহিলা ক্ষমতায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, বরং এটি দেশের নির্বাচনী মানচিত্র পরিবর্তনের একটি পরিকল্পিত প্রচেষ্টা। তিনি অভিযোগ করেন, সরকার অনগ্রসর শ্রেণি, তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতিদের অধিকার দুর্বল করার জন্য কাজ করছে।

শুক্রবার লোকসভায় আলোচনার সময় রাহুল গান্ধি বলেন, নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করছেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তার জীবনে মা, বোন বা অন্যান্য নারীদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছেন। এই বিলটি মহিলা সংরক্ষণের জন্য প্রকৃত বিল নয়, কারণ মহিলা সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইনটি ২০২৩ সালেই পাস হয়ে গিয়েছে। তিনি সরকারকে অনুরোধ করেন, যদি তারা সত্যিই মহিলাদের ক্ষমতায়ন করতে চায়, তবে পূর্বে পাশ হওয়া বিলটি অবিলম্বে কার্যকর করুক এবং বিরোধী দল একে পূর্ণ সমর্থন দেবে।

রাহুল গান্ধি বলেন, বর্তমান বিলটির আসল উদ্দেশ্য হল সীমানা পুনর্নির্ধারণের মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক ভারসাম্য পরিবর্তন করা। সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে জাতিগত আদমশুমারি এড়িয়ে যাচ্ছে যাতে ওবিসিরা পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব কেটে না পারে। এটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলোকে ক্ষমতার কাঠামো থেকে দূরে রাখার একটি কৌশল।

বিশেষভাবে দক্ষিণ ভারত এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কথা উল্লেখ করে রাহুল গান্ধি বলেন, সরকার এই অঞ্চলগুলির প্রতিনিধিত্ব কমানোর জন্য কাজ করছে, যা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী। বিরোধী দল কোনও অবস্থাতেই এটি মেনে নেবে না এবং এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়া হবে।

লোকসভায় মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে আলোচনার সময় লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে একটি ক্ষ্মবিতর্কিতক্ষ্ম শধ ব্যবহার করায় সভায় তীব্র হট্টগোল শুরু হয়। শাসক দলের পক্ষ থেকে এই নিয়ে তীব্র আপত্তি জানানো হয়। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং রাহুল গান্ধীর এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করে এটিকে ক্ষ্মঅত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকক্ষ্ম বলে মন্তব্য করেন। এও বলেন, এটি শুধু প্রধানমন্ত্রীর প্রতিই নয়, দেশের মানুষের প্রতিও অপমানজনক।

রাজনাথ সিং বলেন, দেশের মানুষই প্রধানমন্ত্রীকে এই পদে নির্বাচিত করেছেন এবং এই ধরনের ভাষা ব্যবহার করা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। তিনি দাবি করেন যে, রাহুল গান্ধির ব্যবহৃত শধগুলো সভার কার্যবিবরণী থেকে অপসারণ করা হোক এবং তিনি যেন দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চান।

লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বলেন, সংসদের মর্যাদা রক্ষা করা সকল সদস্যের দায়িত্ব। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজুও রাহুল গান্ধীর ভাষা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বলেন, প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই ধরনের মন্তব্য অনুচিত।

বাজারে অশোক লেল্যান্ডের নয়া বাণিজ্য-যান

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল: হিন্দুজা গ্রুপের অন্যতম প্রধান ভারতীয় প্রতিষ্ঠান এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্যিক যানবাহন প্রস্তুতকারক সংস্থা অশোক লেল্যান্ড বৃহস্পতিবার তাদের জনপ্রিয় হালকা বাণিজ্যিক যানবাহন দোস্ত ও দোস্ত প্লাস এক্সেল ভ্যারিয়েন্ট বাজারে আনার ঘোষণা করেছে। এই মাইলফলকটি হালকা বাণিজ্যিক যানবাহন বিভাগে গ্রাহক-কেন্দ্রিক ও টেকসই যাতায়াত সমাধান প্রদানের ক্ষেত্রে কোম্পানির অঙ্গীকারকে আরও সুদৃঢ় করে। নতুন বাজারে আসা এই টুইন ফুয়েল মডেলগুলো অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ, যা সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস এবং পেট্রোলের মধ্যে নির্বিঘ্নে জ্বালানি পরিবর্তনের সুবিধা দেয়, এর ফলে গ্রাহকরা পান অতুলনীয় নমনীয়তা এবং মানসিক প্রশান্তি। টুইন ফুয়েল প্রযুক্তিটি সিএনজি-চালিত যানবাহনের ব্যবহারকারীদের অন্যতম প্রধান উদ্বেগ, 'রেঞ্জ অ্যাংজাইটি' (জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ার দুশ্চিন্তা) এবং যাত্রাপথে পাম্প খুঁজে না পাওয়ার ভয় দূর করতে সক্ষম। দ্বৈত-জ্বালানি ব্যবহারের এই সক্ষমতার সুবাদে, গ্রাহকরা সিএনজি এবং পেট্রোলের মধ্যে অনায়াসেই জ্বালানি পরিবর্তন করতে পারেন, যা নিশ্চিত করে নিরবচ্ছিন্ন যাত্রা এবং কোনও রকম আপস ছাড়াই দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার স্বাধীনতা।

গুলির লড়াইয়ে হত চার মাওবাদী

হাজারিবাগ, ১৭ এপ্রিল: জঙ্গলে ঘেরা বুন্দু খাপিয়ান গ্রামে ভোরের নীরবতা ভেঙে আচমকাই শুরু গুলির লড়াই। ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিহত হয়েছে চার মাওবাদী। নিহতদের মধ্যে রয়েছে ১৫ লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষিত শাহদেব মাহাতো ওরফে অনুজ (আরসিএম)। দীর্ঘদিন ধরেই তার খোঁজ চলছিল। পুলিশ সূত্রে খবর, কেরেদারি থানা এলাকার ওই গ্রামে মাওবাদীদের উপস্থিতির গোপন খবর পেয়ে অভিযানে নামে সিআরপিএফের কোবরা বাহিনী ও জেলা পুলিশ।

গ্যাসের পাইপলাইনে বিস্ফোরণ, একই পরিবারে মৃত ৮

ইসলামাবাদ, ১৭ এপ্রিল: খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের হারিপুরে গ্যাসের পাইপলাইনে ভয়াবহ বিস্ফোরণে একই পরিবারের অন্তত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় আরও ৫ জন গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, হতাহতদের মধ্যে মহিলা ও শিশুও রয়েছে। বিস্ফোরণের পর পাইপলাইন থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং হত্তার ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট সংলগ্ন এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকলের একাধিক ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়।হারিপুরের ডেপুটি কমিশনার জানান, দীর্ঘ ৭,৮ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। এদিকে উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থল থেকে বেশ কয়েকজনকে জীবিত উদ্ধার করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, হঠাৎ করেই পাইপলাইনে আগুন ধরে যায় এবং দ্রুত তা আশেপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। একটি কারখানায় কর্মরত শ্রমিকরা কোনওমতে বেরিয়ে আসতে পারলেও নিকটবর্তী আবাসিক এলাকায় বহু মানুষ আটকে পড়েন।ঘটনার পর গোটা হাজারা ডিভিশনে গ্যাস সরবরাহ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সোহাইল আফ্রিদি ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করে আহতদের উন্নত চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন।

ফর্ম জি

মেসার্স ইউনিট কনস্ট্রাকশন কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য

আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান

বিল্ডিং এবং কনস্ট্রাকশন শিল্প পরিচালনকারী

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

ক্রম	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	**মেসার্স ইউনিট কনস্ট্রাকশন কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড** CIN : U55101WB1948PTC016997 PAN : AAACU4269Q
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	ইউনিট হাউস, পি-৪০, ব্লক বি, নিউ আলিপুর, কলকাতা ৭০০০৫৩, পশ্চিমবঙ্গ
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইট নেই
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত তার বিস্তারিত	ইউনিট হাউস, পি-৪০, ব্লক বি, নিউ আলিপুর, কলকাতা ৭০০০৫৩, পশ্চিমবঙ্গ ১৮/১, সরসুনা মেন রোড, মৌজা বাসুদেবপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	ভবন এবং নির্মাণ পরিষেবা (বর্তমানে কার্যরত নয়)
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	যেহেতু কোম্পানি এফওয়াই ২০১১-১২ এর আর্থিক তথ্য ফাইল করেনি তাই প্রাপ্ত নয়। কর্পোরেট ডেটর কার্যরত নয়।
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	সিআইআরপি শুরুর তারিখ থেকে কোনও কর্মী/ কাজের লোক নেই
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল প্রাপ্ত :	**ইমেল : cirpunitconstruction@gmail.com**
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে ইউআরএল প্রাপ্ত	**ইমেল : cirpunitconstruction@gmail.com**
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	০৪.০৫.২০২৬
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৩.০৫.২০২৬
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	১৮.০৫.২০২৬
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৮.০৫.২০২৬
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	০২.০৬.২০২৬
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০২.০৭.২০২৬
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	ইমেল আইডি (নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া) cirpunitconstruction@gmail.com
১৭.	কর্পোরেট ডেটরের এমএসএমই হিসেবে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের বিস্তারিত	প্রাপ্য নয়

শ্রী সন্তোষ ভাটিয়া

অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার

মেসার্স ইউনিট কনস্ট্রাকশন কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড (সিআইআরপি-এর অধীনে)

আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP-P01750/2019-2020/12668

এএফএ বৈধ : ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত

ঠিকানা : ডি-১১০১, লোধা মেরিডিয়া, ৪র্থ ফেজ, কেপিএইচবি কলোনি, জেএনটিইউ কুকাটপল্লি, হায়দ্রাবাদ-৫০০ ০৭২

ইমেইল আইডি (প্রক্রিয়া-নির্দিষ্ট) : cirpunitconstruction@gmail.com

তারিখ : ১৮.০৪.২০২৬

স্থান : কলকাতা

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফের ফিক্সিং বিতর্ক!

তদন্তে কানাডা-নিউ জিল্যান্ড ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ঘিরে নতুন করে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। ভারত ও শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে হওয়া এই প্রতিযোগিতায় ভারত শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন হলেও, টুর্নামেন্টের একটি ম্যাচে সম্ভাব্য গড়াপেটার অভিযোগ সামনে আসায় ক্রিকেটমহলে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের দুর্নীতি দমন শাখা একটি নির্দিষ্ট ম্যাচের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে।তদন্তের কেন্দ্রে রয়েছে কানাডা ও নিউ জিল্যান্ডের মধ্যেকার গ্রুপ পর্বের একটি ম্যাচ। বিশেষ করে নিউ জিল্যান্ডের ইনিংসের পঞ্চম ওভারটি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। সেই ওভারে কানাডার অধিনায়ক দিলপ্রীত বাজওয়া বল করতে এসে একাধিক ভুল করেন। তিনি একটি নো-বল দেন, লেগ সাইডে ওয়াইড করেন এবং ওভারটিতে মোট ১৫ রান খরচ হয়। ওই ওভারের আগে কানাডার দুই পেসার জসকরণ সিং এবং দিলন হেলিগারও বেশ খরুচে বোলিং করেছিলেন। তবে দলের স্পিনার সাদ বিন জাফর বিপরীত ছবি তুলে ধরেন। তিনি নিজের ওভারে কোনও রান না দিয়ে একটি উইকেট তুলে নেন। ফলে একই ম্যাচে বোলিংয়ের এমন বৈপরীত্য তদন্তকারীদের নজর কাড়ে। এই গোটা বিতর্ক নতুন করে সামনে আসে কানাডিয়ান সম্প্রচারমাধ্যম সিবিসির একটি অনুসন্ধানী ডকুমেন্টারির মাধ্যমে। 'কোরাপশন, ক্রাইম অ্যান্ড ক্রিকেট' নামে সেই অনুষ্ঠানে কানাডা ক্রিকেটের অন্দরের একাধিক অভিযোগ তুলে ধরা হয়। সেখানে বোর্ডের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, দল নির্বাচনে প্রভাব খাটানো, প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা এবং কিছু ম্যাচে সন্দেহজনক ঘটনার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। ডকুমেন্টারিতে আরও একটি পুরনো ফোনালাপের উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে তৎকালীন কোচ খুররম চৌহান দাবি করেন, বোর্ডের কয়েকজন প্রভাবশালী সদস্য কিছু নির্দিষ্ট ক্রিকেটারকে দলে নেওয়ার জন্য তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। এই অভিযোগ সামনে আসার পর বিষয়টি আরও গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কাউকে দোষী বলা হয়নি এবং তদন্ত প্রাথমিক স্তরেই রয়েছে।

আইসিসির দুর্নীতি দমন শাখা আনুষ্ঠানিক ভাবে খুব বেশি কিছু না-বললেও তারা জানিয়েছে, সম্প্রচারিত তথ্য সম্পর্কে তারা অবগত এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব নয় বলেই মনে করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, গত এক বছর ধরেই কানাডা ক্রিকেট নানা সমস্যায় জর্জরিত। বোর্ডের নেতৃত্বে অস্থিরতা, প্রাক্তন কর্তার বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ, ক্রিকেটারদের বেতন ও পুরস্কারের অর্থ দিতে বিলম্ব, সব মিলিয়ে পরিস্থিতি আগেই উত্তপ্ত ছিল। তার মধ্যেই বিশ্বকাপের ম্যাচে গড়াপেটার সম্ভাব্য অভিযোগ কানাডা ক্রিকেটের ভাবমূর্তিতে আরও বড় ধাক্কা দিল।এখন সকলের নজর তদন্তে্র ফলাফলের দিকে। অভিযোগ সত্যি প্রমাণিত হলে তা শুধু কানাডা ক্রিকেট নয়, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের স্বচ্ছতা নিয়েও বড় প্রশ্ন তুলে দেবে।

মিলেনিয়াম কাপে সেরার হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি চন্দন রায়চৌধুরী। মাঝে রয়েছেন সিএবির প্রাক্তন সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া ও ক্রীড়া সংগঠক শালিনী ডালমিয়া।

হারই যেনো অভ্যাস কেকেআরের! গিল ঝড়ে আহমেদাবাদেও ডুবল নাইটরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ম্যাচ বদলাচ্ছে, ভেন্যু বদলাচ্ছে, কিন্তু কলকাতা নাইট রাইডার্সের ভাগ্য যেন একই জায়গায় আটকে রয়েছে। ইডেন গার্ডেন্স থেকে আহমেদাবাদ;যেখানেই নামুক, ফল একটাই, হার। শুক্রবার গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে আরও একবার হতাশ করল কেকেআর। পাঁচ উইকেটে হেরে টুর্নামেন্টে নিজেদের দুরবস্থা আরও স্পষ্ট করে দিল অজিঙ্কা রাহানের দল। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় কলকাতা। পরিকল্পনা ছিল বড় রান তুলে চাপ তৈরি করা। কিন্তু শুরুতেই ভেঙে পড়ে সেই ভাবনা। অধিনায়ক রাহানে প্রথম ওভারেই মহম্মদ সিরাজের বলে আউট হয়ে ফেরেন। পরের ওভারেই কাগিসো রাবাদা ফিরিয়ে দেন অঙ্গকৃষ রঘুবংশীকে। দ্রুত দুই উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় নাইটরা। দলে সুযোগ পাওয়া টিম সেইফার্ট কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করেন। তবে ১৯ রানের বেশি এগোতে পারেননি তিনিও। সেই সময় দলের ইনিংস সামলানোর দায়িত্ব নেন ক্যামেরন গ্রিন। প্রথম পাঁচ ম্যাচে ব্যর্থ হওয়ার পর অবশেষে ব্যাট হাতে জ্বলে ওঠেন অস্ট্রেলিয়ার এই অলরাউন্ডার। যদিও ইনিংসের মাঝে একাধিকবার সুযোগ পেয়েছেন, তবু সেই জীবনদান কাজে লাগিয়ে লড়াকু ব্যাটিং করেন তিনি।

আলবার্তো-আপুইয়াকে ছাড়াই নর্থ-ইস্ট বধের পরিকল্পনা লোবেরার

নিজস্ব প্রতিবেদন: পঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে জয়ের আত্মবিশ্বাস কাটিয়ে মোহনবাগানের এখন দরকার আরও একটা জয়ের। তাহলেই খেতাবের দৌড়ে থাকবে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। আগামী ১৯ এপ্রিল রবিবার নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড এফসির বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ রয়েছে মোহনবাগানের। আগামিকাল বিকেল ৪ টের বিমানে গুয়াহাটি উড়ে যাচ্ছেন দিমি-কামিংসরা।

সাংবাদিক সম্মেলনে মোহনবাগান কোচ সের্জিও লোবেরা বলেন, 'সব সময় মোটিভেশন থাকে। আমরা এই মূহূর্তে ভালো জায়গায় আছি। বাকি পাঁচ ম্যাচে ভালো করার চেষ্টা করব। আমরা সব সময়ই পরবর্তী সুযোগের জন্য আগ্রহী। পরবর্তী ম্যাচ নর্থইস্ট, তাদের মোকাবিলা করার জন্যও তৈরি। নর্থইস্ট ভালো দল, তবে ওরা মাঠে ভালো ফল করতে পারছে না। পয়েন্টস টেবিলের দিকে তাকিয়ে ওদের বিশ্লেষণ করলে ভুল হবে। আমাদের জন্য অতটাও সহজ ম্যাচ।'

আপুইয়াকে পাবে না মোহনবাগান, সেই কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন কোচ লোবেরা। পাশাপাশি আলবার্তো রদ্রিগেজকে এদিনও অনুশীলনের পর খোঁড়াতে দেখা গেল। দলের সঙ্গে গুয়াহাটির বিমানে উঠছেন না তিনি। লোবেরা যোগ করেছেন, 'ট্রফি জিততে হলে সব রকম পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে খেলতে হবে। সব ম্যাচ একই পরিবেশে খেলা যায় না।'

এদিকে গত ম্যাচে সাহাল আব্দুল সামাদ দুর্ধর্ষ গোল করে মোহনবাগানকে জিতিয়েছিলেন। পঞ্জাবের বিরুদ্ধে ৬৫ মিনিটে নেমে দূরপাল্লার শটে বিশ্বমানের গোল করেছিলেন বাগান মিডফিল্ডার। একটি ম্যাচেও দলের প্রথম একাদশে সাহালকে নামাননি কোচ। গোল করে লোবেরাকে কি বার্তা দিলেন সাহাল যে তিনি প্রথম একাদশে থাকার যোগ্য? সাহালের কথায়, 'কোচ সিদ্ধান্ত নেবে, আমাদের সকলেরই ইচ্ছা থাকে প্রথম একাধিক থেকে পুরো ৯০ মিনিট খেলার। কোচ ট্রেনিংয়ে প্রতিদিন দেখছে আমাকে। আমাদের পেশাদারিত্ব বজায় রাখতে হবে। কোচ কি চাইছে সেটা বুঝতে হবে।'

For Sale/ eAuction: Transit Rejected Roof sheets -13.970 MT lying at GANESH COMPLEX, Vill Raghudebpur, PS Rajapur Panchla West Bengal-711322. Contact Person for Physical Inspection- Mr. Happy Islam - +91 7478205496. Last Date For Inspection & EMD Deposit - 23.04.2026 & Date Of E-auction - 24.04.2026 (3PM), Auctioneer: Meenakshi Gupta- 9625137014 (Insurance Claim Material Will Be Sold On 'As Is Where Is', 'Whatever There Is' And' No Complaint' Basis).

For More details
Www.Salvagemanagers.Com/
Support@Salvagemanagers.Com

রাহুলের দ্বিশতরান, অঙ্কুর-অবিলিনের সেঞ্চুরিতে রেকর্ড রানে বড় জয়

ইউনাইটেডের ব্রেক ডাউন, ৭০০ রানের গণ্ডি পেরিয়ে ইতিহাস গড়ল টাউন ক্লাব

রেকর্ড রান তোলার পর স্কোর-এর মাইলফলকের সঙ্গে টাউন ক্লাবের ক্রিকেটার ও অন্যতম কর্তা প্রাক্তণ ক্রিকেটার সুরজিৎ লাহিড়ী

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলা ঘরোয়া ক্রিকেটে ইতিহাস গড়ল টাউন ক্লাব। প্রথম ডিভিশন লিগ চ্যাম্পিয়নশিপ প্লে-অফের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ৭ উইকেটে ৭০০ রানের পাহাড় গড়ে কার্যত ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় তারা। সেই রানের চাপে ভেঙে পড়ে ইউনাইটেড ক্লাব, শেষ পর্যন্ত ৩৭৯ রানের বিশাল ব্যবধানে হার মানতে হয় তাদের। কোয়ার্টারে পৌঁছয় টাউন ক্লাব। ম্যাচে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখে টাউন। রাহুল প্রসাদ ২১১ বলে অপরাজিত ২১০ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেন। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দেন অঙ্কুর পাল (১৫৪) এবং অবিলিন ঘোষ (১০৭)। তিন ব্যাটারের অনবদ্য পারফরম্যান্সে ১৩১ ওভারে ৭ উইকেটে ৭০০ রান তোলে দল, যা ঘরোয়া ক্রিকেটে বিরল নজির। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে ইউনাইটেড ক্লাব। টাউন ক্লাবের বোলিং আক্রমণের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি তারা এবং ৩২১ রানেই গুটিয়ে যায় ইনিংস।

এক ইনিংসে ৭০০ রান-এই রেকর্ড স্কোরের পাশাপাশি বড় ব্যবধানে জয়, সব মিলিয়ে টাউন ক্লাবের এই পারফরম্যান্স দীর্ঘদিন মনে রাখবে বাংলা ক্রিকেট।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ (জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নরূপ ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রঃ নং - ১। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১৩১২-২০২৫-২৬, তারিখ ১৬.০৪.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** রাণাঘাটে পণ্য পরীক্ষা সুবিধার জন্য বৈদ্যুতিক ও আনুষঙ্গিক সুবিধা। **টেন্ডার মূল্য** ঃ ১,১১,৭৯,৭৯৮.০০ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ২,২৩,৬০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ০৮ মাস। **ক্রঃ নং - ২। টেন্ডার নংঃ ইএলইজি-ওটি-১৩১৪-২০২৫-২৬, তারিখ ১৬.০৪. ২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** বালিগঞ্জে (বিএলএন) পণ্যবাহী ট্রেন পরীক্ষার সুবিধার উন্নতি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৪৫,১৩,৭০৩.০০ টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৯০,৩০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমাঃ** ০৮ মাস। **ক্রঃ নং - ৩। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১৩১৫-২০২৬-২৭, তারিখ ১৬.০৪.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** এসএসই/ই/জি/ শিয়ালদহ-II-এর অধিক্ষেত্রাধীনে তিন (০৩) বছরের জন্য নিউ আলিপুর ব্লক নং ১ থেকে ৫-এ প্যাসেঞ্জার লিফটের (মেক ওটিআইএস) বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৫,৭৮,৯৮৮.২০ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ৩১,৬০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ৩৬ মাস। **ক্রঃ নং - ৪। টেন্ডার নংঃ ইএলইজি-ওটি-১৩১৬-২০২৫- ২৬, তারিখ ১৬.০৪.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** বিশরপাড়া কোদালিয়া থেকে পেট্রোপোল এবং বারাসাত - হাসনাবাদ শাখায় বিদ্যমান বৈদ্যুতিক জেনারেল অ্যাসেটের জন্য উন্নয়ন/ আপগ্রেডেশন/পরিবর্তন কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩১,২৬,৯৫০.০০ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ৬২,৫০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **আইআরইপিএস-এ টেন্ডার প্রকাশের তারিখ ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৪এর জন্য ১৫.০৪.২০২৬। **বিডিং শুরুর তারিখ ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৪-এর জন্য ২৪.০৪.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৪এর জন্য ০৮.০৫.২০২৬, দুপুর ২টায়। **www. ireps.gov.in**-তে টেন্ডার নোটিশের বিশদ ও সময়ে সময়ে ইস্যু হওয়া সংশোধনী নথি পাওয়া যাবে। (SDAH-10/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways. gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway

@easternrailwayheadquarter

কর্ণিকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN : L17299WB2022PLC253035

৬ ও ৬/১, গুরগোলা ঘাট রোড, সালকিয়া, হাওড়া - ৭১১ ১০৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ফোন ঃ +91 33 2655 8101, 98302 28105, ই-মেল ঃ info@karnikaindustries.com

ওয়েবসাইট ঃ www.karnikaindustries.com

অসাধারণ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কর্ণিকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ("কোম্পানি")-এর সদস্যদের ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের ১ম বিশেষ সাধারণ সভা (ইজিএম) আগামী সোমবার, ১১ই মে, ২০২৬ তারিখে দুপুর ০১.০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("আইন") এবং তদধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং সেবি (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা ও প্রকাশের আবশ্যকতা) প্রবিধানমালা, ২০১৫ ("তালিকাভুক্তি প্রবিধানমালা")-এর প্রযোজ্য বিধানাবলী, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ("এমসিএ সার্কুলার") এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("সেবি") কর্তৃক জারিকৃত সাধারণ সার্কুলার ও বিজ্ঞপ্তিসমূহ (সম্মিলিতভাবে "প্রাসঙ্গিক সার্কুলার" হিসাবে উল্লিখিত)-এর সাথে পঠিতব্য বিধানাবলী মেনে, কোম্পানির ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম বিশেষ সাধারণ সভা (ইজিএম) আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য ভারতীয় সময় (IST)-এ ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ওএভিএম")-এর মাধ্যমে সভা আয়োজনের সুবিধা প্রদান করা হবে। সভার বিবেচিত স্থান হবে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়।

উক্ত বিজ্ঞপ্তিটি ব্যাখ্যাসহ বিবৃতির সাথে বৃহস্পতিবার, ১৬ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে ইলেকট্রনিকভাবে সেইসব গ্রাহকদের কাছে পাঠানো হয়েছে, যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি এবং/অথবা আরটিএ স্কাইলাইন ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। বিজ্ঞপ্তিটি আরও কোম্পানির ওয়েবসাইট https://karnikaindustries.com/-এ এবং যে স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানিটি তালিকাভুক্ত, অর্থাৎ www.nseindia.com-এর ওয়েবসাইটেও এটি পাওয়া যাবে।

দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ইজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর জন্য নির্দেশাবলী। সদস্যরা অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে ঃ

১. দূরবর্তী ই-ভোটিং (ইজিএম-এর স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থান থেকে ই-ভোটিং) এবং ইজিএম-এ ভোটদানে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য সদস্যদের নির্ধারণের শেষ তারিখ হলো সোমবার, ৪ঠা মে, ২০২৬। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, সদস্যরা শুধুমাত্র একটি ভোটদান পদ্ধতি বেছে নিতে পারবেন, অর্থাৎ হয় সভায় ভোটদান অথবা দূরবর্তী ই-ভোটিং। যদি সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং বেছে নেন, তবে তারা সভায় ভোট দিতে পারবেন না এবং এর বিপরীতটিও প্রযোজ্য। তবে, কোনো সদস্য একবার কোনো প্রস্তাবের উপর ই-ভোট প্রদান করলে, সেই সদস্য পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে বা পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না। যে সকল সদস্য সভার তারিখের পূর্বে দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোটে প্রদান করেছেন, তারা সভায় উপস্থিত থাকতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন, কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

২. ভোটগ্রহণ পর্ব বুধবার, ৬ই মে, ২০২৬ তারিক সকাল ৯.০০ টায় শুরু হবে এবং রবিবার, ১০ই মে, ২০২৬ তারিখ বিকাল ৫.০০ টায় শেষ হবে। এই সময়কালে, কোম্পানির যে সকল শেয়ারহোল্ডার কাট-অফ তারিখ (রেকর্ড তারিখ) অর্থাৎ সোমবার, ৪ঠা মে, ২০২৬ অনুযায়ী ডিম্যাটেরিয়ালাইজ ফর্মে শেয়ার ধারণ করছেন, তারা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন।

৩. যে কোনো ব্যক্তি, যিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পর কোম্পানির শেয়ার অর্জন করে কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ সোমবার, ৪ঠা মে, ২০২৬ অনুযায়ী শেয়ার ধারণ করেন, তিনি evoting@nsdl.co.in-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারবেন।

কোম্পানির পরিচালক পর্ষদ, দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ইজিএম-এ ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে নিরক্ষা করার জন্য প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি শ্রীমতি পুনম বিনানি [(A33638) COP-12552]-কে নিরীক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছে। তিনি এই পদে নিযুক্ত হতে তাঁর সম্মতি জানিয়েছেন এবং এই কাজের জন্য উপলব্ধি থাকবেন। নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ ই-ভোটিং-এর ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.karnikaindustries.com/-এ আপলোড করা হবে এবং ন্যাশনাল স্ট এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-কে জানানো হবে, যেখানে কোম্পানির সিকিউরিটিজ তালিকাভুক্ত রয়েছে।

৪. কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, আপনি www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা এই নম্বরে ফোন করতে পারেন ঃ ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২-২৪৯৯ ৭০০০ অথবা evoting@nsdl.co.in-এ একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে

কর্ণিকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

স্বাক্ষরিত/-

(মুসকান মুন্ধ্রা)

কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার (ACS ৭১৬৭৯)

তারিখ ঃ ১৮.০৪.২০২৬

স্থান ঃ হাওড়া

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404**, Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

মহ. গোলাম রব্বানি ● তৃণমূল প্রার্থী

কলেজ তৈরির দাবিতে সোচ্চার এবার গোয়ালপোখরের বাসিন্দারা

সরজিৎ বিশ্বাস ● বিজেপি প্রার্থী

শুভাশিস বিশ্বাস

বিহার সীমানা এবং বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থিত গোয়ালপোখর বিধানসভা। একসময় পরিচিত ছিল কংগ্রেসের ঘাঁটি হিসেবেই। আর বিরোধী দল হিসেবে ছিল বামেরা। এমনকী পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকার গড়লেও অধরাই ছিল উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর বিধানসভা। তবে বর্তমানে এই বিধানসভা তৃণমূলের দখলে। তবে এবার বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক প্রার্থীদের নাম ঘোষণা হতেই সার্চলাইটের আলোয় চলে আসে এই গোয়ালপোখর বিধানসভা। কারণ,

চমকপ্রদ লড়াই হতে চলেছে এই উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরে। সেখানে মন্ত্রী দাদার বিরুদ্ধে লড়ছেন তাঁরই ভাই।গুলাম রব্বানির বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছেন তাঁরই ভাই মহম্মদ গুলাম সরওয়ার। গুলাম রব্বানিরা পাঁচ ভাইবোন। সরওয়ার সবচেয়ে ছোট। তিনি পেশায় চিকিৎসক। দীর্ঘদিন দিল্লিতে ছিলেন। শুরু থেকেই রাজনৈতিকভাবে দাদার বিরোধী। দিল্লি থেকে রাজ্যে ফিরেই যোগ দেন বিজেপিতে। একুশে বিজেপির টিকিটও পান। কিন্তু এবার তাঁকে টিকিট দেয়নি গেরুয়া শিবির। কিন্তু তাতে দমেননি গুলাম রব্বানির ছোট ভাই। বিজেপির টিকিট না পেয়ে সরওয়ার লড়বেন নির্দল প্রার্থী হিসেবেই। আর এখানেই গোয়ালপোখর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আদি ও নব্য কোন্দল প্রকাশ্যে চলে আসে। জেলা কমিটির সম্পাদক গোলাম সরওয়ার এবারের প্রার্থী সরজিৎ বিশ্বাসকে 'অযোগ্য' বলে তকমা দিয়ে ক্ষোভ উগরে দিতেও দেখা যায়। বিগত নির্বাচনে ৩১ হাজার ভোট পাওয়া সরওয়ারের দাবি, গত পাঁচ বছর দলের কর্মসূচিতে এই সরজিৎ বিশ্বাসকে দেখাই যায়নি। একইসঙ্গে যোগ্য ব্যক্তিকে গুরুত্ব না দেওয়ায় তিনি চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এরপর বিক্ষুব্ধ এই বিজেপি নেতা বর্তমানে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জনমত যাচাই করে বার্তা দেন,সাধারণ মানুষ চাইলে এবার তিনি নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। ফলে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই কেন্দ্রে বিজেপির একজন পরিচিত মুখ বেঁকে বসায় দলের ভোটব্যাঙ্কে প্রভাব পড়ার আশঙ্কা করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। যদিও জেলা বিজেপি নেতৃত্ব বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ। কিষান মোর্চার রাজ্য সম্পাদক আনন্দ মণ্ডলের মতে, এতে দলের ওপর কোনো প্রভাব পড়বে না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলে রাখা ভাল এই গোয়ালপোখর বিধানসভা সম্পর্কে, তা হল এখানকার বেশিরভাগ বাসিন্দা উর্দুভাষী মুসলিম। রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি নিজেও এক সময় কংগ্রেসে ছিলেন শুধু নয়, দীপা দাশমুন্সির ঘনিষ্ঠ হিসাবেও তাঁকে চিনতেন সবাই। এরপর ২০১১ সালে কংগ্রেসের টিকিটে প্রার্থী বিধায়ক হন। ২০১৬ এবং ২০২১-এ জেতেন তৃণমূলের টিকিটে। একুশে তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপির টিকিটে ৩২ হাজার ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হন তাঁর ভাই সরওয়ার। ব্যবধান ছিল ৭০ হাজারেরও বেশি।

এদিকে গোয়ালপোখরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, মন্ত্রী রব্বানি ৩ বার পরপর জেতায় বিরুদ্ধে স্থানীয় স্তরে প্রতিষ্ঠান বিরোধী এক আবহ তৈরি হয়েছে। দুর্নীতি-আইনশৃঙ্খলার অভিযোগে তিনি বেশ কোণঠাসা। অন্যদিকে আবার এলাকায় কংগ্রেসের প্রভাব বাড়ছে। বিশেষ করে ওই কেন্দ্রেরই প্রাক্তন বিধায়ক আলি ইমরান রামজ ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর গোয়ালপোখর ও চাকুলিয়ায় কংগ্রেসের পালে যেন হাওয়া লেগেছে। আর সেই কারণেই রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকের ধারনা, ২০২৬-এ জয়ের জন্য বেশ কাঠখড় পোড়াতে হবে রব্বানিকে। আর এখানেই একটা বড় ফ্যাক্টর হিসেবে উঠে এসেছেন সরওয়ার।

এদিকে এই বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে দেওয়াল জুড়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতীকে রঙিন হয়ে উঠেছে গোয়ালপোখর। রাজনৈতিক লড়াই যতই চোখে পড়ুক, বাস্তবের ছবিটা কিন্তু একেবারেই ভিন্ন। ভোটের আবহে যত প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি, ততটাই ফাঁকা মানুষের প্রাপ্য মৌলিক অধিকার শিক্ষার পরিকাঠামো। বছরের পর বছর ধরে কলেজের দাবিতে সরব স্থানীয় মানুষ, অথচ শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে কার্যত সম্পূর্ণ ব্যর্থ,এমনটাই অভিযোগ এলাকার বাসিন্দাদের। আর এই প্রসঙ্গেই গোয়ালপোখরের বাসিন্দারা স্পষ্ট জানান, 'আগে কলেজ, তারপর ভোটের কথা।' শুধু তাই নয়, এলাকার বাসিন্দারা সঙ্গে এও জানাচ্ছেন, এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় থেকেও শাসকদল মৌলিক চাহিদা পূরণে কোনও উদ্যোগ নেয়নি। বরং প্রতি নির্বাচনের আগে একই প্রতিশ্রুতি 'এবার কলেজ হবেই' শুনতে শুনতে ক্লান্ত সাধারণ মানুষ। আর এর জেরে অবহেলার শিকার হচ্ছে নতুন প্রজন্ম।

নজরকাড়া কেন্দ্র

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ভোটের হিসাব

প্রার্থীর নাম	দল	ভোট	ভোট শতাংশ
মহম্মদ গোলাম রব্বানি	তৃণমূল কংগ্রেস	১,০৫,৬৪৯	৬৫.৪০ %
মহম্মদ গোলাম সারওয়ার	বিজেপি	৩২,১২৫	১৯.৮৯ %
মাসুদ মোঃ নাসিম আহসেন	কংগ্রেস	১৯,৩৯১	১২.০০ %

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেশ

কেন্দ্র	২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার	২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা	২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা
গোয়ালপোখর	২,৭০,০০০	২,৩০,৮৫২	২,৩০,০৮৯

এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার

উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর পড়াশোনার জন্য ইসলামপুর বা ডালখোলায় যেতে হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের। কিন্তু সেখানে অতিরিক্ত ভিড়, পরিকাঠামোর ঘাটতি, সব মিলিয়ে পরিস্থিতি আরও জটিল। ফলে আর্থিক অসুবিধা ও যাতায়াতের সমস্যায় বহু ছাত্রছাত্রী মাঝপথেই পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। এটা শুধু প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বপ্নকে ধ্বংস করার সামিল এই ঘটনা, এমনটাই মত শিক্ষাবিদদের একাংশের। পাশাপাশি এ প্রশ্নও উঠছে, যখন এলাকায় থানা, ব্লক অফিস, রেজিস্ট্রি অফিস গড়ে উঠতে পারে, তখন একটি কলেজ কেন নয়? স্থানীয়দের অভিযোগ, উন্নয়নের নামে শুধু কাগুজে ঘোষণা হয়েছে, বাস্তবে কিছুই হয়নি। বিদায়ী বিধায়ক গোলাম রব্বানির কাছে এই প্রশ্ন এখন বড় অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। আর সেই কারণেই গোয়ালপোখরের মানুষ আজ বুঝে গেছে রাজনৈতিক রঙ বদলালেও যদি মানসিকতা না বদলায়, তাহলে উন্নয়ন শুধু দেওয়ালের পোস্টারেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আর সেই কারণেই এবারের ভোটে শিক্ষার প্রশ্নটাই হয়ে উঠছে সবচেয়ে বড় ইস্যু, যেখানে শাসকদলের জবাবদিহি এড়ানোর আর কোনও পথ খোলা নেই। চাকুলিয়ার বামফ্রন্ট মনোনীত ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী মাফিজুল ইসলাম এবং গোয়ালপোখরের ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী জামাল উদ্দিনের বক্তব্য, 'গোয়ালপোখরের বিদায়ী বিধায়ক গোলাম রব্বানি দীর্ঘদিন মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু এলাকায় একটি কলেজ করতে পারেন না। তাদের মুখে শিক্ষা নিয়ে বড় বড় কথা মানায় না। আমরা জনগণের কাছে এই তৃণমূল নেতাদের শিক্ষানীতি তুলে ধরছি। জনগণ যোগ্য জবাব দেবে ভোট বাক্সে।'

উত্তর দিনাজপুর জেলার সাধারণ শ্রেণির আসন এই গোয়ালপোখর। এই কেন্দ্রটি রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। আসনটি প্রথম গঠিত হয় ১৯৫৭ সালে। এটি উত্তর দিনাজপুরে অবস্থিত। রায়গঞ্জ লোকসভা সিটের অধীনে এই কেন্দ্রটি পড়ে। এই কেন্দ্রের অধীনে রয়েছে গোয়ালপোখর ১ কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ব্লক। এই কেন্দ্রটি তৈরি হয় ১৯৫৭ সালে। এখনও পর্যন্ত ১৭ বার ভোট হয়েছে এখানে। ২০০৯ সালে এই কেন্দ্রে বাই-ইলেকশনও হয়। পুরো এলাকা প্রায় সম্পূর্ণ গ্রামীণ এবং কৃষিনির্ভর। ধান ও পাট চাষ এখানকার প্রধান অর্থনৈতিক ভিত্তি। বিহার ও বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি হওয়ায় সীমান্ত বাণিজ্য এবং স্থানীয় ব্যবসাও এই অঞ্চলের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গোয়ালপোখরের রাজনৈতিক ইতিহাস দেখতে গেলে, এই বিধানসভায় বিভিন্ন সময়ে কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং অন্যান্য দল জয়লাভ করেছে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তৃণমূল কংগ্রেস এই কেন্দ্রে শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে।

দশকের পর দশক ধরে এখানে রাজনৈতিক পালাবদল হয়ে এসেছে। একাধিক পার্টির উত্থান এবং পতন দেখেছে এই কেন্দ্র। প্রথমের দিকে প্রজা সোসালিস্ট পার্টি এখানে ৩ বার জেতে। তারপর ৫ বার এই সিটে জয়ী হয় কংগ্রেস। এরপর আবার ফরওয়ার্ড ব্লক এই সিটটি ৮ বার জিতে নেয়।

২০১১ সালে তৃণমূলের সঙ্গে জোট করে সিটটি জেতে কংগ্রেস। জোট ভাঙার পর কংগ্রেসের বিধায়ক মহম্মদ গুলাম রাব্বানি টিএমসি-তে যোগ দেন। তারপর ২০১৬ থেকে ২০২১ সালে তিনি এই সিটিটি ধরে রাখেন। আর এই বছরগুলিতে বাড়তে থাকে তার ভোটও। তিনি ২০১৬ সালে ৭, ৭৪৮ ভোটে জেতেন। আর ২০২১ সালে রেকর্ড ৭৩,৫১৪ ভোটে জিতে যান।

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের হিসেব অনুযায়ী, গোয়ালপোখরে মোট ২২৪,৬৩৩ ভোটার রয়েছেন। এখানে মুসলিম ভোটারের সংখ্যা খুবই বেশি। প্রায় ৭১.২০ শতাংশ মুসলিম ভোটার রয়েছে এই কেন্দ্রে। এছাড়া শিডিউল কাস্ট ভোটার রয়েছে ১৩.৩৩ শতাংশ। শিডিউল ট্রাইব ভোটার ৩.৮৬ শতাংশ রয়েছে। এই কেন্দ্রের অধিকাংশ অংশই গ্রামপ্রধান। মাত্র ১.৮২ শতাংশ ভোটার বাস করে শহর এলাকায়। এখানে চিরকালই ৭০ শতাংশের বেশি ভোটার ভোট দিয়ে এসেছে।

মাথায় রাখতে হবে, ২০২৪ সালে লোকসভা ভোটে টিএমসি জিতেছে মাত্র ৬৬৬ ভোটে। এই ভোটে তাদের উল্লেখযোগ্য হারে ভোট কমেছে। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে এখান তৃণমূলের লিড ছিল ৪৮,২৪১ ভোটের।

নির্বাচনী ফল খতিয়ে দেখলে নজরে আসবে এই সিটটি মূলত মুসলিম প্রধান। তাই এই কেন্দ্রে বরাবরই জিতে এসেছে মুসলমান ক্যান্ডিডেট। ফলে সারা বাংলায় ভাল কিছু করলেও এখানে দাঁত ফোটাতে ব্যর্থ হয়েছে বিজেপি। এদিকে এই গোয়ালপোখর সম্পর্কে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল, পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা প্রকাশের পরে প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষ 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' ছিলেন। এর মধ্যে ৩৩ লক্ষের নাম ফের ভোটার তালিকা যুক্ত রয়েছে। প্রায় ২৭ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে ভোটার তালিকা থেকে। ইতিমধ্যেই জেলাভিত্তিক 'ডিলিটেড' ভোটারদের নাম প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। এ বার প্রকাশিত হলো ২৭ লক্ষের বিধানসভা ভিত্তিক 'ডিলিটেড' ভোটারদের তালিকা।কমিশনের তালিকা অনুযায়ী, সবথেকে বেশি নাম 'ডিলিট' হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে। সবথেকে বেশি নাম বাদ গিয়েছে যে বিধানসভা আসনগুলি থেকে সেগুলি হলো, সামশেরগঞ্জ (৭৪,৭৭৫), রঘুনাথগঞ্জ (৪৬,১০০), মেটিয়াবুরুজ (৩৯,৫৭৯), সুতি (৩৭,৯৬৫), মোথাবাড়ি (৩৭,২২৫), জঙ্গিপুর (৩৬,৫৮১), রতুয়া (৩৫,৫৭৩), করণদিঘি (৩১, ৫৬২), গোয়ালপোখর (৩১,৩৮৪) এবং মালতিপুর (২৯,৪৮৯)। উল্লেখযোগ্য ভাবে, সর্বাধিক 'ডিলিটেড' ভোটারদের মধ্যে প্রথম দশে রয়েছে এই গোয়ালপোখর। ফলে ২০২৬-এর নির্বাচনে এসআইআর একটা বড় ফ্যাক্টর নিঃসন্দেহে এই গোয়ালপোখরে।

এই প্রসঙ্গে এটাও বলতে হয়, গোয়ালপোখর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তির মূল উৎস হল 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার', 'স্বাস্থ্যসাথী' ও 'কন্যাশ্রীর' মতো কল্যাণমুখী প্রকল্পের সুবিধাভোগী লক্ষাধিক পরিবার। সঙ্গে নবম-একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা সবুজ সাথী প্রকল্পে বিনামূল্যে সাইকেলও পেয়েছে। ফলে সব মিলিয়ে এই কেন্দ্রের মহিলা ভোটাররা তৃণমূলের পক্ষে একটি শক্তিশালী ভোটব্যাংক তৈরি করেছেন। শুধু তাই নয়, তৃণমূল সরকারের 'দুয়ারে সরকার' শিবিরের মাধ্যমে গোয়ালপোখর এলাকার মানুষ ঘরের কাছে সরকারি পরিষেবা পাচ্ছেন। জাতি শংসাপত্র, আয় সার্টিফিকেট থেকে শুরু করে বিভিন্ন সুবিধা পাওয়া সহজ হয়েছে।পাশাপাশি ২০২৬ সালে তৃণমূল এই কেন্দ্রে বুথ স্তর থেকে সংগঠন শক্তিশালী করছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঘরে ঘরে তৃণমূল' এই কর্মসূচিতে প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তৃণমূলের। গোয়ালপোখর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি বা বাম ও কংগ্রেসও নির্বাচনী লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের উন্নয়নের ট্র্যাক রেকর্ড ও জনকল্যাণ প্রকল্পের ভিত্তিতে এই লড়াইয়ে ডিভিডেন্ড দেবে তৃণমূলকে এমনটাই ধারনা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের।

যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা, ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...

হটস্পট কেন্দ্র পানিহাটি

পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচারে বিজেপি প্রার্থী রত্না দেবনাথ।

হটস্পট কেন্দ্র পানিহাটি

পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচারে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তীর্থঙ্কর ঘোষ।

জনসংযোগে পানিহাটির সিপিএম প্রার্থী কলতান দাশগুপ্ত।

প্রচারে মানিকতলা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়।

বালি বিধানসভার বিভিন্ন জায়গায় বাড়িতে গিয়ে কড়া নিরাপত্তায় শুক্রবার থেকে বয়স্ক ও শারীরিকভাবে অক্ষম ভোটারদের ভোট গ্রহণ শুরু করল নির্বাচন কমিশন।

প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত প্রচারে ঝড় তুলছেন ব্যারাকপুরের কংগ্রেস প্রার্থী শম্ভু দাস।